প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন।

——::*::——

আমার গর্বের আর অন্ত নাই—আমি বাঙালী। আমি বাঙলার এক নিভৃত পল্লীর শ্যামল বক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পল্লীর উদার, মুক্ত প্রান্তর, ধানের সবুজ শীষে ভরা বর্ষার ক্ষেত, কূলে কূলে ভরা বর্ষার উচ্ছল নদী, চারিদিকে ঘনশ্যাম অনিবিড় বনানীর পটভূমিকার সম্মুখে, সরলপ্রাণ স্বল্পেতুষ্ট পল্লী-নরনারীর ভিতর মানুষ হইবার সুযোগ পাইয়া, আমি সত্যিকার বাঙ্লা ও বাঙালীকে চিনিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। তাই আমি বাঙালীকে ভালবাসি।

বাঙালীর দুঃখ, দৈন্য, ব্যর্থতা আজ জীবনের সর্বস্তরে ব্যাপক ও বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে। যে-বাঙালী কিছুদিন পূর্বেও সারা ভারতের পথ-প্রদর্শক ছিল, কিসের অভাবে তাহার এতখানি অধঃপতন? মুখ্যতঃ এই প্রশ্ন লইয়াই আমি, 'শ্রীকান্তের শেষ পর্ব' রচনা করিয়াছি। সফল হইয়াছি কিম্বা হই নাই, ভাবিয়াছি—চেষ্টার তো ত্রুটী করি নাই! বাঙালীকে ভালবাসি বলিয়া তো, তাহার ব্যাধিকে উপেক্ষা করি নাই!

আমি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট, আমার রচিত উপন্যাস সমূহের ভিতর, আমার ধারণায় সর্বশ্রেষ্ঠ এই উপন্যাসখানি, বিচারার্থ উপস্থিত করিলাম। একমাত্র তাঁহাদেরই রায় সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, 'শ্রীকান্তের শেষ-পর্ব' বাঙালীরই ইতিহাস। বাঙালীর সুখ-দুঃখ, ব্যর্থতা, আশা, অনুরাগ লইয়া রচিত হইয়াছে। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, সেই আলোকে ইহার দিকে চাহিলেই, আমার বিশ্বাস—কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না। ইতি—

১২নং সেক্‌রা পাড়া লেন,
পোঃ-বহুবাজার,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার

শ্রীকান্তের শেষ পর্ব

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীকান্তের শেষ পর্ব

অকস্মাৎ একদিন শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হইয়া গেল। সংসারে, পৃথিবীতে আপনার বলিতে কোথাও কিছু আর রহিল না দেখিয়া, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর! তুমি মঙ্গলময়! নহিলে তুমি যাহাকে ভবঘুরে মন দিয়া এই ধরণীতে পাঠাইয়াছ, তাহার সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যে কিরূপ হাস্যকর প্রয়াস হইয়াছিল, তোমারি ইচ্ছায়, নিঃসন্দেহে আর একবার প্রমাণিত হইল।

হইল বটে! কিন্তু আমাকে লইয়া আমি কি করিব? কোথায় যাইব আমি? আমার এই চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত মন, কি দিয়া ব্যাপৃত রাখিব আমি? কলিকাতা কোনদিন আমার মন বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই। আমি এখানে হাঁপাইয়া উঠি। আমার মন, মুক্ত নীল-আকাশের তলে, সীমাহীন প্রান্তরের পথে, অসীম জলধির বুকে অহর্নিশ ছুটিয়া যাইতে চাহে। বোধ হয়, একমাত্র এই কারণের জন্যই আমার বহু-সাধের সংসার-বন্ধন সামান্য একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের আঘাতে ছিন্ন হইয়া

গেল। গেল ঠিক! কিন্তু এই যাওয়ার ব্যথা যে এরূপ অসহনীয় হইয়া বাজিবে, তাহা যদি বন্ধনে ধরা দিবার পূর্বে বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে… ··থাক্—সে আলোচনায় এখন আর কোন আনন্দ নাই।

যে-সুখনীড় যে কপোতীকে লইয়া বাঁধিয়াছিলাম, তাহাকেই যখন হারাইলাম, তখন সেই তুচ্ছ নীড়ের-মায়া আর থাকিতে পারে কী? নিষ্করুণ মনে, প্রতিদিনের শতস্মৃতিময় প্রত্যেকটি জিনিষ দুই হাতে বিলাইয়া দিয়া একদিন জাহাজ-ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার মনে অতীতের বহুযাত্রার স্মৃতি প্রবল আলোড়নে আলোড়িত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্যও মনেব পাষাণচাপ অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি আবার যেন আপনাকে ফিরিয়া পাইলাম। অনুভব করিলাম মা ভাগীরথীর বক্ষ হইতে সীমাহীন বারিধির আকুল আহ্বানের স্বর উত্থিত হইয়া আমার কর্ণে যেন প্রবেশ করিতেছে। আমার ভবঘুরে-মন হইতে অতীতের সকল স্মৃতি, ব্যথা, জ্বালা, দুঃখ, বেদনা কিছু সময়েব জন্যও নিঃশেষে মুক্ত হইয়া গেল। আমি শেষবারের মত রেঙ্গুন জাহাজে আরোহণ করিলাম।

শেষবারের মত বলিতেছি, কারণ মনে মনে বার বার সঙ্কল্প করিয়াছি, যে আর কখনও ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিব না। জীবনের অবশিষ্ট দিন-গুলি সুদূর ব্রহ্মদেশেই অতিবাহিত করিব। আপন বলিতে, আকর্ষণ করিতে যাহার পশ্চাতে কেহই রহিল না, যাহার প্রত্যাগমনের পথ চাহিয়া উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন দু'টী মাত্র চক্ষুও এই বিশাল ভারতে কোনস্থানেই থাকিল না, সে হতভাগ্যের আর ফিরিবার প্রয়োজন কোথায়?

প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। যাহার প্রয়োজন ফুরাইল, যাহার অস্তিত্ব

আর অনুভূত হইবে না, তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও অপরাধ। কিন্তু আমার ইচ্ছায় যখন জীবন পাই নাই, তখন স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার অধিকারও আমার থাকিতে পারে না।

মৃত্যু! কি একটা পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম যে, 'জীবন মায়া, জীবন স্বপ্ন। মৃত্যু সত্য, মৃত্যুই সত্য-জীবনে ফিরিবার তোরণদ্বার।' কিন্তু সত্যই কি তাই? জীবন যদি স্বপ্ন হয়, মায়া হয়, তবে আমি এই প্রার্থনাই করিব, হে ভগবান! জীবনের স্বপ্ন-মায়ার ভিতর যে স্নেহ লাভ করিয়াছি, যে স্পর্শ পাইয়াছি, যে স্বপ্নভরা গভীর দৃষ্টির ভিতর ধরা দিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহাই যেন জন্ম জন্ম আমার জীবনে সম্ভব হয়। আমি এই স্বপ্নমায়াকেই সত্য ভাবিয়া সত্য-জীবনের প্রলোভন সম্বরণ করিব।

"বাবুজি বখ্‌শীষ্‌!" চাহিয়া দেখি, দুইজন কুলী, যাহারা আমি জেঠিতে উপস্থিত হইবামাত্র ছোঁ মারিয়া আমার মোটঘাট লইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহারা হাস্যবিকীর্ণমুখে আমার দিকে চাহিয়া সেলাম করিতেছে। আমার চিন্তার জাল ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিলাম, হাজার হাজার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারী যাহারা জেঠীর উপর এবং চারিদিকে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা কোন এক সময়ে জাহাজে আরোহণ করিয়াছে। জাহাজের নোঙ্গর তুলিবার ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। আমি কুলি দুইজনকে বিদায় করিয়া ধীরে ধীরে রেলিংয়ের পার্শ্ব হইতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন-ডেকে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দলে দলে সৌখীন নর-নারীরা আপন আপন সুবিধামত স্থানে ডেকচেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিবার আয়োজন করিতেছিল।

শ্রীকান্তের শেষ পর্ব

ভীমনাদে ঘর্ঘর শব্দ করিতে করিতে জাহাজের বিশালকায় নোঙ্গর গঙ্গাবক্ষ হইতে উঠিয়া আসিল। অতি ধীর গতিতে বিপুলকায় জাহাজ জেঠির বন্ধন মুক্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমি রেলিংয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্যান্য বহুজনের সহিত কলিকাতা, তথা বাঙলা মাকে মনে মনে বিদায়-অভিবাদন জানাইলাম।

জাহাজের গতিবেগ বর্ধিত হইয়া কলিকাতা দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সম্পূর্ণ চিন্তাহীন মনে ডেকে ফিরিয়া আসিলাম, এবং একান্তে একটি অনধিকৃত ডেক্‌-চেয়ার পাইয়া নির্জীব দেহ ও মন লইয়া উপবেশন করিলাম।

ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। আমার চারিদিকে বহু আনন্দ উত্তেজিত কণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। বুঝিলাম, প্রত্যেকে আপন প্রিয়জনের কর্ণে, অসীমের আহ্বানধ্বনির অব্যক্ত আনন্দকে রূপ দিবার প্রয়াস পাইতেছে। আগামী তিনটি দিন ও রাত্রির কর্মহীন অখণ্ড অবসর, কর্মক্লান্ত মনগুলিকে কল্পনাতীত সম্ভাবনার আবেশে আবিষ্ট করিয়াছে। অতীত মগ্ন হইয়াছে, বর্তমান উদ্বেলিত, ভবিষ্যত অসম্ভব সম্ভাবনা ভারে উত্তেজিত।

এমনই হয়। আমি যেবার সর্বপ্রথম ব্রহ্মদেশ যাইবার জন্য যাত্রা করি সেবার আমার মনের উন্মত্ত আনন্দ এমনই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যাত্রায় সেই দুর্বহ আনন্দের কোন পরশই আমার সর্বহারা মনে নাই। নাই থাকুক, তবুও আমি কলিকাতার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রোধকারী আবহাওয়া হইতে তো মুক্তি পাইয়াছি!

জাহাজ দ্রুতগতিতে সমুদ্রের আকর্ষণে ছুটিতেছে, আমি কোন

এক সময়ে অর্থহীন, সঙ্গতিহীন চিন্তার ভারে বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, সহসা কাহারও আহ্বানে চমকিত হইয়া জাগরিত হইলাম; সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের গ্রামের নিতাই প্রামাণিক, আমার মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই, নিতাই আমাকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আপনি কোথায় চলেছেন, দাদাবাবু?"

নিতাই প্রামাণিককে দ্বিতীয়-শ্রেণীর ডেকে দেখিয়া বিস্ময়ের মাত্রা আমার কম হইয়া ছিল না। তথাপি শান্ত কণ্ঠে কহিলাম, "রেঙ্গুন যাচ্ছি, নিতাই। তারপর, তুমি কোথায় চলেছ?"

নিতাই একমুখ হাসিয়া কহিল, "আমরাও তো রেঙ্গুন যাচ্ছি; বেশ ভালই হ'ল। কিন্তু দাদাবাবু, শুনছি নাকি সে মেলেচ্ছ দেশে একবার গেলে জাতধম্ম আর কিছু থাকে না? তাই ভাবছি, পেটের দায়ে না-হয় যেতেই হচ্ছে, কিন্তু দেশে ফিরে পাঁচটী ভাল বাহ্মণকে ভোজন করিয়ে, একটা তঙ্গ পাচিত্তির করলেই......"

নিতাইয়ের ইহলৌকিক শুদ্ধির ইতিতত্ত্ব শুনিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ না থাকায়, তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলাম, "কিন্তু তোমরা আবার কা'রা নিতাই?"

নিতাইয়ের মুখভার সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, এবং আমার পায়ের নিকট উবু হইয়া বসিয়া কহিল, "দেখছি, অপনি সব ভুলে বসে আছেন!" এই বলিয়া একবার পিছন দিকে চাহিয়া স্বর নীচু করিয়া পুনশ্চ কহিল, "রাজাবাবু যে দু'বছর হল পোরোমে আছেন, দাদাবাবু। কেন আছেন, তা' আর শুনে আপনার কাজ নেই। কিন্তু আপনি তো

জানেন, আমি আজ বিশ বছর রাজাবাবুর খানসামাগিরি ক'রে, চুল পাকাচ্ছি? তা'ই যখনি যা জরুরী কাজ পড়্‌বে, তখনই হুকুম হবে ডাক্‌ নিতাইকে! নিতাইও তখন হাজির আছে! কিন্তু যাই বলুন, দাদাবাবু রাজাবাবুর মত অমন মনিবও অনেক তপিস্যে করলে তবে পাওয়া যায়। একবার আমার অসুখ করে…”

নিতাই অন্য পথে ছুটিতেছে দেখিয়া, আমি পুনশ্চ বাধা দিয়া কহিলাম, “তোমার অসুখ এখন থাক, নিতাই। তোমার রাজাবাবুর কথা শেষ কর। কবে থেকে তিনি প্রোমে আছেন?”

দেখিলাম, নিতাইয়ের মুখে অপ্রসন্নতার আভাষ ফুটিয়া উঠিল। সে ম্লানমুখে কহিল “বলেছি তো যে রাজাবাবু দু'বছর হ'ল পোরোমে আছেন? হাঁ, তারপর শুনুন। পরশু দিন তার্‌ এল, যে রাজাবাবু অসুখে মরমর। নিতাই যেন গুরুদেব আর সীতাকে নিয়ে পরের জাহাজে চলে আসে। তাই চলেছি, দাদাবাবু। এখন মা কালী-গঙ্গা জানেন, রাজাবাবুকে দেখতে পাব কিনা!”

এই অবধি বলিয়া নিতাই মুখ গম্ভীর করিয়া বসিল। আমার নিকট তখনও অনেক কিছু পরিষ্কার হয় নাই। কহিলাম, “রাজাবাবু আবার কে? তুমি নিবারণবাবুর কথা বলছ তো?”

নিতাইয়ের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, “হাঁ, দাদ-বাবু, তিনিই: আমারা রাজাবাবু ব'লেই ডাকি। ডাক্‌ব না? কলকাতায়' যার আঠারো-বিশখানা বাড়ী, বেঙ্কে লাখো লাখো টাকা, তাঁকে রাজাবাবু বল্‌ব না তো কি…” এই অবধি বলিয়াই নিতাইকে নিরস্ত হইতে হইল। খুব সম্ভবত সে আর উপমা খুঁজিয়া পাইল না।

আমি কহিলাম, "নিবারণ বাবুর কোন ছেলে নাই, নিতাই ?"

"না, দাদাবাবু না। কত ঠাকুরের দোর ধ'রে, তবে ঐ একটি মেয়ে হ'য়েচে। রাণীমা'ও আজ পাঁচবছর হ'ল স্বর্গে গেছেন। ঐ মেয়ে ছাড়া এত বিষয়, এত টাকা, ভোগ করবার আর কেউ নেই, দাদাবাবু। সবই অদেষ্ট ! কিন্তু নেই ছেলে থাক, দাদাবাবু। দিদিমণিকে আপনি সেবারে দেখেছেন তো ?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে, নিতাই পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "যেন সাক্ষাৎ দুর্গো পিতিমে ! দু'টো পাশ এরই মধ্যে হ'য়ে গেছেন। যখন ইংরেজী বলেন, যেন তুবড়ী ছোটে। হবে না ? কিরকম ঘরের মেয়ে – দিদিমণি ! আপনিও এই জাহাজে যাচ্ছেন, একবার শুনলেই— আপনার কাছে ছুটে আসবেন। সেবারে রাজাবাবুর নিমন্ত্রণে গিয়েও আপনি কিছু খেলেন না তা'তে দিদিমণির কি কম দুঃখু হ'য়েছিল !"

সহসা আমার মানস দৃষ্টিতে তিন বৎসর পূর্বেকার একটি দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। তখন এই নিবারণ ঘোষের বহু বাড়ীর মধ্যে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়া বাস করি। কি-একটা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া নিবারণ বাবুর বাড়ীতে যাই। বিপত্নীক, মদ্যপ, লম্পট, ধনী খেয়াল বশে তাঁহার এক রক্ষিতাকে বাড়ীতে আনিয়া এবং তাহার দ্বারা মিষ্টান্ন পরিবেশন করাইয়া তাহাকে সমাজে চালাইয়া লইতে চাহেন। যদিচ কলিকাতায় সমাজ বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, এবং সাধারণত এরূপ অনাচার কলিকাতার মত স্থানে ধর্তব্যের মধ্যে না হইলেও আমি কিছুতেই তাহা বরদাস্ত করিতে না পারায়—বাধে গোল। ফলে আমাকে অভুক্ত অবস্থাতেই ফিরিয়া আসিতে হয়। সীতা তখন পনেরো কি ষোল বছরের

মেয়ে। সে আহারের স্থানে আসিয়া আমাকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইবার জন্য, অন্য কক্ষে লইয়া যাইতে চাহে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। নিবারণ বাবু কন্যার উপর ক্রুদ্ধ হন। আমি চলিয়া আসি। অবশ্য পরে নিবারণবাবু তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় আমার নিকট মার্জ্জনা চাহিয়া গিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ নিতাই সবেগে দাঁড়াইয়া কহিল, "এখন আমি আসি। দাদাবাবু। জটাধারীবাবা বোধ হয় রেগেছেন।" বলিতে বলিতে নিতাই দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, অদূরে ডেকের উপর একখানি গালিচা পাতিয়া উপবিষ্ট, এক দীর্ঘ জটাজুটধারী বিশালবপু সন্ন্যাসীকে ঘেরিয়া বহু কৌতূহলী দৃষ্টি একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে। আমার মন, এই অপ্রত্যাশিত অভিনব সম্ভাবনার ভারে চকিত হইয়া উঠিল, এবং জটাধারী বাবাজীকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। দূর হইতে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জানি না কেন, বারবার এই চিন্তা আমার মনে উদয় হইতে লাগিল, যেন ওই মুখ অন্য কোথাও দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না। একবার ইচ্ছা হইল, যাই আলাপ করিয়া আসি, কিন্তু তাঁহাকে যেরূপ আগ্রহাকুল নর-নারীর দল ঘিরিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে সকল সঙ্কল্প আমার নিমেষে চূর্ণ হইয়া গেল।

আমি দুই পা মেলিয়া দিয়া চক্ষু মুদিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে বীণা ঝঙ্কৃত স্বরে কে যেন ডাকিল, "শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি চমকিত বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলাম। বসিয়া যাহা দেখিলাম

তাহাতে আমার মন যেন পরম বিস্ময় ও বিস্মিত হইয়া পড়িল। আমার মুখ হইতে ক্ষণকাল কোন কথা বাহির হইল না। আমি নির্বাক হইয়া মুগ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

২

জীবনে বহু নারী বহুরূপে দেখিয়াছি। আমি যাহা পাইয়াছিলাম, হারাইয়াছি, আমার গর্ব ছিল, তেমনটি আর কখনও সম্ভব হইবে না, হইতে পারে না। কিন্তু এই যে কয়েকটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত ব্যাপিয়া যে অগ্নিশিখা অচঞ্চল বিভায় স্থির হইয়া রহিল তাহার সহিত তুলনা করি, তেমন সঞ্চয় আমার ছিল না।

আমাকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তরুণী মৃদু-হাস্য করিল, এবং সুমিষ্ট নত স্বরে কহিল, "আমি সীতা, শ্রীকান্তবাবু।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার মুগ্ধদৃষ্টি, সপ্রশংসদৃষ্টিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল। আমি আবার আপনাকে সহজ অবস্থায় ফিরিয়া পাইলাম। কহিলাম "তুমি সীতা? কিন্তু কি আশ্চর্য, মাত্র তিন বছর তোমাকে দেখি নাই, অথচ তোমাকে ·····"

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া সীতা কহিল, "চিনিতে পারেন নি। তা' আমি আপনার মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিলাম। ি তাই বল্লে যে, আপনি যাচ্ছেন—শুনে আমার সব দুর্ভাবনা দূর হ'য়ে গেল।"

পাশেই একখানা ডেক্ চেয়ার খালি পড়িয়াছিল, সীতাকে বসিতে বলিয়া কহিলাম, "শুনলাম তোমার বাবা নিবারণ বাবু প্রোমে আছেন—

অসুখ করেচে। কিন্তু বুঝলাম না, কলকাতায় সব-কিছু ছেড়ে গত দুবছর যাবত কেন সেখানে আছেন, সীতা? কোন ব্যবসা করেছেন না কি?"

সীতার প্রফুল্ল মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। সে কহিল, "কেন যে আছেন, কি যে করছেন, আমরা জানি না।" এই বলিয়া সীতা স্বর নীচু করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমার বাবাকে তো আপনি চেনেন! জানেন তো, তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথাই চলে না আমাদের! এখন ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করচি, যেন সেখানে গিয়ে তাঁকে সুস্থ দেখি।"

আমি কহিলাম, "জটাধারী বাবাজিটী কে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "উনি বাবার সদ্‌গুরু। সিদ্ধ পুরুষ। গত ছ'মাস যাবৎ উনি আমাদের একখানা বাড়ীতে বাস করছেন। বাবাকে উনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। আর বাবারও, ওঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস আছে। তাই বাবা যখন আমার পত্রে শুনলেন যে, গুরুদেব কলকাতাতে আছেন, তখন ওঁকেও যাবার জন্যে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে তার্ করলেন। উনি বাবাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন কি-না, তাই! নইলে শুনি, লাখ টাকা দিলেও কারও বাড়ীতে উনি যান না।

আমি কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া কহিলাম, "জটাধারী ঠাকুর এতদিন কোথায় ছিলেন?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া সীতার মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল "উনি সিদ্ধপুরুষ, ওঁর কি থাকবার কোনও নির্দিষ্ট স্থান আছে? শুনলাম যে, উনি কলকাতায় আসবার পূর্বে হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে বসে তপস্যা করছিলেন, একাদিক্রমে দ্বাদশবর্ষ তপস্যা করবার সঙ্কল্প নিয়ে আসনে বসেছিলেন।"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম "ব্যতিক্রম হ'ল কেন?"

সীতা আমার মুখের দিকে চকিতে একবার চাহিয়া কহিল, "উনি সিদ্ধপুরুষ। ওঁর সঙ্গে বিদ্রূপ করতে নাই। মহাপাপ হয়।"

আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "না, না, আমাকে ভুল বুঝ না, সীতা আমি আদৌ বিদ্রূপ করি নাই।" আমি শুধু কৌতূহলের বশে জানতে চেয়েছিলাম যে, যদি দ্বাদশবর্ষই সঙ্কল্প ছিল, তবে তার ব্যতিক্রম হ'ল কেন?"

সীতা ঈষৎ উষ্ণস্বরে কহিল, "যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, তাঁদের কিসে ব্যতিক্রম হয়, আর হয় না, আমাদের মত সংসারী জীবের ধারণা করতে যাওয়াও পাগলামি। নয় কি, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি উৎসাহ ভরে কহিলাম, "নিশ্চয়ই পাগলামী। কিন্তু ও কথা থাক। আমি ভাবছি কি, এই তিনদিন তিনরাত্রি বাবাজি কি খেয়ে কাটাবেন। শুধু চিঁড়ে শুক্‌নো গুড়ে কিংবা ছাতুতে অরুচি ধরতেও তো পারে?"

আমার কথা শুনিয়া অকস্মাৎ সীতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল হাসিতে হাসিতে সে নিজের হাঁটুর উপর ধনুকাকারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি বুঝিতে পারিলাম না, যে ঐ কথার ভিতর এরূপ হাসির উপাদান কি থাকিতে পারে! অবশ্য আমাকে বেশীক্ষণ উদ্বেগে কাল কাটাইতে হইল না। সীতা কহিল, "রাগ করবেন না, শ্রীকান্ত বাবু! সত্যি বল্‌ছি, আপনারা সব একেবারে সেকেলে মানুষ। আপনাদের কাছে সন্ন্যাসীর রূপ সেই পুরাকালের আদর্শেই রয়ে গেছে। সন্ন্যাসী হ'লেই গঙ্গাজলে আতপ তণ্ডুল কাঁচা রম্ভা সহযোগে সিদ্ধ ক'রে, ঘৃত আর মরিচ

মাখিয়ে খাবে নইলে চিঁড়ে গুড় খেয়ে কিম্বা ছাতু লঙ্কা চিবিয়ে নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করবে। কেমন তাই, না?"

আমি পূর্ণ সম্মতি জানাইয়া কহিলাম, "হুবহু ঠিক।"

সীতা আর এক বার হাসিয়া লইয়া কহিল, "কিন্তু আমার দুঃখ হয়, এই আধুনিক যুগেও আপনাদের মত শিক্ষিত পুরুষেরা কোন্ সাহসে ঐ ঘৃণিত পশু প্রথাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে পারেন! আমাদের শ্রীমৎ জটাধারী সন্ন্যাসী, আমাদের মত সাধারণ লোকে যা খায়, উনিও ঠিক তাই খান। উনি কি বলেন শুনবেন?"

শুনিবার আগ্রহের আর অন্ত ছিল না আমার। কহিলাম, "শুন্‌ব বই কী! বল?"

সীতা একবার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "উনি বলেন আত্মা আর মন উপবাসী রেখে, পীড়ন ক'রে কখনও মোক্ষ পাওয়া যায় না। মন ও আত্মা এই দুইই যদি পীড়িত হ'ল তবে কা'র বলে ঈশ্বরের আরাধনা করব আমি? মনের শক্তি আত্মার তেজ, পরিপূর্ণ রাখতে হ'লে, চাই, রুচি অনুযায়ী খাদ্য, চাই, মনের কামনা অনুযায়ী বস্তু; তবেই আমি সর্ববিধ প্রলোভন জয় ক'রে ঈশ্বরের সমীপবর্তী হতে পারব।

আমার অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে বাহির হইল, "সর্বনাশ! এমন কথা উনি বলেন নাকি?"

সীতা তপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার আগুনের মত মুখের রঙ গাঢ় রক্তের মত বর্ণ ধরিল। সে কহিল, "সর্বনাশ আবার কিসের, শ্রীকান্ত বাবু? সত্যি বলছি, আমি ভেবেছিলাম, অন্ততঃ পক্ষে আপনার মত শিক্ষিত ব্যক্তি আমার মতের অনুবর্তী হ'তে সক্ষম হবেন।"

আমি অসহায় দৃষ্টিতে অদূরে বহুরথী দ্বারা আক্রান্ত ব্যূহমধ্যস্থিত জটাধারী বাবজির শ্রীঅঙ্গের দৃশ্যমান একাংশের প্রতি একবার চাহিয়া সীতাকে কহিলাম, "আমাকে বিশ্বাস কর, সীতা, যে ঠিক সর্বনাশ কথাটা বলবার আমার ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ মুখ দিয়ে বা'র হয়ে পড়েচে। তা'ছাড়া কি জান, আমাদের মন সত্যিই এমনি কুসংস্কারাবদ্ধ যে, সাধু-সন্ন্যাসীর নাম শুনলেই, আলোচাল আর কাঁচা রম্ভা, গঞ্জিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আচ্ছা থাক—ও কথা। এখন বল: জটাধারী বাবাজির মন যা চায়, তাই তিনি করেন, এই কথাই বলছ তো?"

সীতা গম্ভীর স্বরে কহিল, "তাই বলেছি বটে। কিন্তু আপনি যে ভাবে বলছেন, ঠিক ওভাবে আমি কিছু বলি নি।"

বুঝিলাম সীতা রাগ করিয়াছে। বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, যে আমার জীবনে কখনও নারীর সহিত একমত হইয়া চলিতে পারিলাম না। সমস্যায় পড়িয়াছি সন্দেহ নাই। কহিলাম, "তুমি এত অল্পে রাগ করবে বুঝতে পারলে, কখনও জটাধারী সম্বন্ধে আলাপ করতে চাইতাম না।" গম্ভীর হইয়া বলিতে গিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

সীতাও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "আপনার স্বভাব এতটুকুও বদলায় নি, শ্রীকান্ত বাবু। আশা করি বাঙালী-পুরুষের চিহ্ন রাগ টুকুও তেমনি মাত্রায় আছে?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "তা আছে। কিন্তু যে আলোচনা চলছিল, তা'র এখনও শেষ হয়নি। সুতরাং—"

বাধা দিয়া সীতা কহিল, "জটাধারী কাকার সম্বন্ধে আলোচনা সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম ছাড়া, লাভ কিছু হবে না। কারণ তিনি যখন সশরীরে

এখানে উপস্থিত আছেন, তখন তাঁর শ্রীমুখের বাণী বকলমে না শুনে, শ্রীমুখে শোনাই সমীচীন। তবে, মিছে আমরা মাথা ব্যথা করি কেন?"

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, 'সিদ্ধপুরুষের নামে অমন অশ্রদ্ধার কথা বলতে নেই, সীতা।"

সীতা সশব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামাইয়া কহিল, "একটা কথা তবে বলি, শ্রীকান্ত বাবু। একান্তই যদি রাগ করতে হয়, তবে সবটা শোনবার পরে করবেন। কেমন, রাজী তো?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "কিছু না শুনে আগে থেকে শপথ করা যায় কি ক'রে, বলতো?"

সীতা আমার প্রশ্ন কানে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, 'বড় কম দিন নয়, আপনারা আমাদের পাশের বাড়ীতে ছিলেন। দু'বছর তো নিশ্চয়ই। তারপর দিদি মারা গেলেন, আর আপনিও সেই যে ঝাড়া তিনটী বছর কোথায় ডুব মারলেন, কোন ঠিকানাই পেলাম না। আর যে কখনও আপনার দেখা পাব, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আমি ভেবেছিলাম,—" সহসা সীতা নীরব হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে পুনশ্চ কহিল, "আচ্ছা দিদির শোকটা কি আপনাকে অত্যন্ত বেজেছিল, শ্রীকান্তবাবু?"

কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। যাহা ভয় করিতেছিলাম, অবশেষে তাহাই আসিল দেখিয়া অস্থির কণ্ঠে কহিলাম, "তুমি ওসব বুঝবে না সীতা। তুমি অন্য গল্প করো।"

সীতা ক্ষণকাল আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল "বুঝব না? আমি নারী হয়ে তেমন দিদিকে হারাণোর দুঃখ, বুঝতে পারব না

আমাকে কি আপনি তেমনি ছেলেমানুষ ভাবেন নাকি, শ্রীকান্ত বাবু?"

অত্যন্ত দুঃখের মাঝেও হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, "না ছেলে-মানুষ নও, খুব বুড়ো হয়েছ তুমি।"

সীতা শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল' "উত্তর দেবেন না?"

আমি ম্লান স্বরে কহিলাম, "শুনে কি লাভ হবে, সীতা?"

সীতা কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিল, পরে কহিল, "আচ্ছা থাক্ যা বলছিলাম তাই শেষ করি। বলছিলাম যে, সে সময়ে আপনাকে দু'টী বছরের প্রত্যেকটি দিন অধ্যয়ন করেছি। অবশ্য আপনি সে সব খবর কিছুই রাখেন না। কিন্তু আপনার খবর আমি সব রাখতাম। তখন ভাবতাম, পৃথিবীতে যদি দিদি না জন্মাতেন, তা' হ'লে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতো তেমন নারী বিধাতা আর দু'টী সৃষ্টি করেন নি। তাই এখন আমার মনে এই বিস্ময় জেগেছে যে, বুঝি জগতে কারোর জন্যই কারোর কিছু আটকায় না। আশ্চর্য!"

আশ্চর্যই বটে! আমি সবিস্ময়ে সীতার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, যে বালিকাকে আমি চিনিতাম, সে যেন এ নহে। কবে কোন্ অবসরে বালিকা বিদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ণ নারীকে আসন ছাড়িয়া দিয়াছে! কহিলাম, "সীতা এই জগতে আশ্চর্য ব'লে কোন শব্দ নেই। সবই এখানে সম্ভব। নইলে একদিন, যে-আমিই ভাবতাম, যা'কে ছেড়ে একটা দিনও আমি চল্‌তে পারব না, তাকে ছেড়ে কেমন সহজেই চল্‌তে পারছি —সেই আমিই এখন ভাবি, আর মনে মনে হাসি।"

ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত গ্রীবা তুলিয়া সীতা কহিল, "হাসেন?"

আমি ম্লান হাস্যে কহিলাম, "এই ভেবে হাসি পায়, সীতা, যে, মানুষ কত বিপুল ভাবেই না অজ্ঞ! যে নিজেকে চেনে না, সে আবার পরের বিচার করতে যায়!"

এমন সময়ে নিতাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিল, "দিদিমণি, শীগ্‌গীর আসুন। বাবাঠাকুরের পেট জ্বলচে, মেজাজ আগুন হ'য়েছে, শীগ্‌গীর একটা বন্দোবস্ত করবেন আসুন।"

সীতা হাস্য মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইবার পূর্বে কহিল, "আসুন না, আপনিও একটু মিষ্টিমুখ করবেন, শ্রীকান্তবাবু?'

আমি আপত্তি জানাইয়া কহিলাম, "আমার জন্য অস্থির হবার প্রয়োজন নেই, সীতা! তুমি যাও, আগে ব্রহ্মাগ্নি শীতল করো গে। নইলে কাঠের তৈরী জাহাজ, যদি আগুন লেগে যায়, তবে একটা প্রাণও বাঁচানো যাবে না।"

সীতার মুখ মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল। বোধ হয় সে কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মত পরিবর্তন করিয়া, নিতাইকে সঙ্গে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল, এবং দ্রুতপদে কেবিনের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, জটাধারী বাবাজি, গালিচা-আসন ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন।

৩

জল, জল আর জল! চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু অসীম অনন্ত নীলাম্বু দিক্‌চক্রবালে বিলীন হইয়াছে। শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রি। চন্দ্রদেব অসীম নীলাকাশ তুষার শুভ্র জ্যোৎস্নায় ভাসাইয়া দিয়া, সীমাহীন

জলধির নীল জলরাশির উপর উথলিয়া পড়িতেছেন। রাত্রি, জ্যোৎস্না ও উদ্বেলিত সমুদ্রের মৃদুগর্জনে মিলিয়া চারিদিকে যে মায়াপুরীর কুহক রচনা করিতেছে, এমন ভাষা নাই যাহার মধ্যে ইহাকে ধরিয়া রাখা যাইতে পারে। আমি তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার মন বিমুগ্ধ শ্রদ্ধাভারে শ্রীভগবানের মহিমা অনুভব করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, এমন সময়ে শুনিলাম, নিতাই ডাকিতেছে, "দাদাবাবু?"

আমি বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিলাম। কহিলাম, "কি চাও, নিতাই?"

নিতাই বিনীত কণ্ঠে কহিল, "দিদিমণি আদেশ দিলেন, দাদাবাবু, যে, আপনি যদি জটাধারী বাবার সঙ্গে আলাপ করতে চান, তবে এই তার উপযুক্ত সময়। তিনি এখন কেবিনে আছেন। একা আছেন, দাদাবাবু"

"চল।" এই বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং নিতাইয়ের পশ্চাতে জটাধারী বাবার রিজার্ভ করা প্রথম শ্রেণী কেবিনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শ্রীমতী সীতা সেখানে বসিয়া রহিয়াছে। আমি যতদূর সম্ভব নত হইয়া বাবাজিকে প্রণাম করিলাম। বাবাজি কহিলেন, "হয়েচে, হয়েচে, বসুন শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি পরম বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলাম। পরে সীতার দিকে চাহিতে দেখিলাম সে হাস্য করিতেছে।

সীতা কহিল, "একী দাঁড়িয়ে রইলেন যে? বসুন।"

আমি গালিচার এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া পুনশ্চ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলাম। আমার মনে হইল, নিশ্চয়ই ওই মুখ কোথাও দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায়, কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না।

. সন্ন্যাসী স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "সাধু-সন্ন্যাসী ব্যক্তিকে কোথায় কবে দেখেছেন, তা নিয়ে মিছে ভেবে ক্লেশ পাবার কোন সার্থকতা নেই, শ্রীকান্ত বাবু। আমি আমার সীতা মায়ের মুখে আপনার পরিচয় পেয়েছি। আপনার মত একজন পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়ে বিশেষ সুখী হয়েছি।"

আমার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। সন্ন্যাসী কি অন্তর্যামী না কি? নহিলে আমার মনের কথা কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? আমি কহিলাম, আমি নিতান্তই একজন সাধারণ ব্যক্তি। সীতা আপনাকে ভুল সংবাদ দিয়েছে।"

সন্ন্যাসীর মুখে সুমিষ্ঠ একটুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "না, বাবা, ভুল সংবাদ আমি পাই নি। কিন্তু থাক্— ওকথা। এখন বলুন শ্রীকান্ত বাবু, আমাকে আপনি কোন পথে পরীক্ষা করতে চান?" সন্ন্যাসী মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।"

আমি লজ্জিত হইলাম। কহিলাম, আমি আপনাকে পরীক্ষা করব, এই মনোভাব নিয়ে আমি আসিনি। অবশ্য আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমার দুর্জ্জয় লোভ যে জেগেছিল, তা সত্যি।

সন্ন্যাসী মৃদু হাস্যমুখে আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "ভাল আমি না হয় আপনাকে দু'একটা বিষয় জানাচ্ছি।

আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "শ্রীকান্ত বাবু আপনি এই সঙ্কল্প নিয়ে ব্রহ্মদেশে চলেছেন, যে আপনার অবশিষ্ট জীবনকালে আর কখনও ভারতে ফিরে যাবেন না। কেমন সত্য নয় কী?"

আমি সশ্রদ্ধ কণ্ঠে কহিলাম "সত্য। নিশ্চয়ই আপনি অন্তর্যামী।

"না শ্রীকান্ত বাবু, না। অন্তর্য্যামী হবার স্পর্ধা আমার নেই।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অকস্মাৎ আমার দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া হস্তরেখা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, তাঁহার সস্মিত মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি মুখ তুলিয়া একান্তে উপবিষ্ট সীতার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "মা একটীবার যে উঠতে হবে?"

সীতা স্নিগ্ধমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিঃশব্দে কেবিন হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "আপনার আশা পূর্ণ হবে না, শ্রীকান্ত বাবু। আপনাকে আবার সংসারী হ'তে হবে।"

আমার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম, সন্ন্যাসী এইবার ভুল করিয়াছেন। তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসী পুনশ্চ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমি তর্ক করতে চাইনে—কারণ আমি তর্ক করি না। আমি যা দেখতে পাই, তাই বলি। বিশ্বাস করা আর না করা সম্পূর্ণভাবে অপরের দায়িত্বের ওপর নির্ভর করে। আমি আবার বলছি, শ্রীকান্তবাবু, বর্তমান জীবন আপনার কাছে যতই কেন নৈরাশ্যব্যঞ্জক বোধ হোক না কেন, আপনাকে পুনশ্চ সংসারী হ'তে হবে। এবং…" এই অবধি বলিয়া সহসা তিনি নীরব হইলেন।

আমি কহিলাম, "এবং কি বলুন?"

সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "না, শ্রীকান্ত বাবু, আমি আর কিছু বল্‌ব না কারণ অদৃষ্ট অদৃশ্য বস্তু ব'লেই ওই নামে অভিহিত হয়। মোট-কথা, আপনার মত ভাগ্যবান পুরুষ আমাদের বাঙলা দেশে খুব কমই আছে।"

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, কহিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনি বহুদর্শী, আপনি মানুষের মুখ দেখে তার অন্তরের ভাষা বুঝতে পারেন সত্যি, কিন্তু ভাষার বাইরেও যে অনুভূতি বলে একটি বস্তু আছে, তার হিসাব তো আর মুখ দেখে করা যায় না? তাই আমি বল্‌তে চাইছি যে, আপনার হিসাবেও তো ভুল থাকতে পারে? কারণ......"

এমন সময়ে নিতাই কেবিনের দ্বারদেশ হইতে কহিল, "আপনার ভোগ এসেছেন, বাবাঠাকুর।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বিনীতকণ্ঠে কহিলাম, "আমার কথা শেষ হ'ল না। যদি অনুমতি করেন, তবে কাল কোনও সময়ে এসে শেষ করে নিতে পারি।"

জটাধারী কহিলেন, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! সে জন্য অনুমতি চাইবার কোন প্রয়োজন নেই, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি কেবিনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, জাহাজের দুইজন মুসলমান খানসামা, সন্ন্যাসী-ঠাকুরের জন্য আহার্য সামগ্রী লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমার মন সহসা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল, এবং পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে আমার জন্য নির্দিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে প্রবেশ করিলাম।

সৌভাগ্যবশতঃ আমার কেবিনে আর দ্বিতীয় কোন যাত্রী ছিল না। সুতরাং রিজার্ভ না করিয়াও সম্পূর্ণ কেবিনটী দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

রাত্রে ক্ষুধা না থাকায়, কলিকাতা হইতে আনিত, কিছু মিষ্টান্ন আহার করিয়া বার্থে শয়ন করিলাম। সন্ন্যাসী-ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া আমার মনে যে-শ্রদ্ধা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার কোন চিহ্নই আর

দেখিতে পাইলাম না। আমার সংস্কারাবদ্ধ মন কিছুতেই আহারের অনাচার সহ্য করিতে পারিল না। আমার সারা মন ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, যে-ব্যক্তি বহু সাধনার ফলে ওরূপ অমানুষিক শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি কি করিয়া সাত্ত্বিক আহার ত্যাগ করিয়া তামসিকতার প্রশ্রয় দিতে পারেন, তাহা আমার নিকট এক অপ্রতিপাদ্য সমস্যারূপে রূপগ্রহণ করিল। আমি পুনশ্চ সংসারী হইব! ইহার মত হাস্যকর ভবিষ্যদ্বাণী আর কি হইতে পারে? সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি আমাকে জানিবার, আমাকে চিনিবার কিছুমাত্রও সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে এমন অসম্ভব কথা বলিতে সাহসী হইতেন না। আমি হাসিয়া উঠিলাম।

"বাঃ রে! কি হল আপনার? একা একা হাসছেন যে!" এই বলিয়া সীতা আমার কেবিনের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি ব্যস্তভাবে বার্থ হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইলাম, কহিলাম, "তোমাদের জটাধারী বাবাজীর মুখে যে-কাহিনী শুনেছি, না হেসে কিছুতেই পরিত্রাণ পাচ্ছি না, সীতা। কিন্তু তুমি যে? কিছু প্রয়োজন আছে?"

সীতা ধীর স্বরে কহিল, "আসুন না একটু ডেকে বেড়াই। এত শিগ্‌গীর কি ঘুম ধরে!"

"চল।" এই বলিয়া আমি কেবিনের দ্বার চাবী বন্ধ করিয়া সীতার সহিত ডেকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সন্ধ্যার পর যেরূপ সংখ্যায় নর-নারীর সমাগম হইয়াছিল, তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাসপাইয়াছে মাত্র জন-কয়েক নর-নারী তখনও সেখানে বসিয়া গল্প গুজব করিতেছেন।

আমি রেলিংয়ের নিকট দুইখানি ডেক্‌চেয়ার টানিয়া লইয়া কহিলাম, "এস, এখানে বসা যাক্।"

সীতা উপবেশন করিয়া সীমাহীন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কহিল, "এমন রাত্রিতে কি ঘুমুতে ইচ্ছা যায়! মনে হয় আমার, সারা রাত শুধু জেগে চেয়ে বসে থাকি।"

আমি মৃদু হাস্যমুখে কহিলাম, "প্রথম বারে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু আমার মত যাঁরা কয়েক বার সমুদ্র লঙ্ঘন করেছেন, তাঁদের মুখে ঠিক বিপরিত কথাই শুনতে পাবে, সীতা।"

সীতা মৃদুশব্দে হাসিয়া কহিল, আপনি সমুদ্র লঙ্ঘন করেছেন, শ্রীকান্ত বাবু?"

"লঙ্ঘনই বল, আর অতিক্রমই বল, আসলে ও দু'টো একই কথা।" আমি কহিলাম।

সীতা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল "এখন বলুন জটাধারী কাকার কি কথা শুনে একা একা হাসছিলেন?"

আমি প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিলাম, ওঁর বুঝি খাদ্য বিচারের বালাই নেই?"

সীতা কহিল, "নেই-ই তো। সে কথা কি আপনাকে বলিনি?"

"তা বলেছ। কিন্তু সন্ন্যাসী মানুষ যে বাবুর্চীর রান্না জাহাজের খাদ্য আহার করেন, ততখানি নেবার দুঃসাহস আমার হয় নি। সীতা। আমি আহতস্বরে কহিলাম।

সীতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "আপনি সনাতনী, না?"

আমি ক্ষুব্ধস্বরে কহিলাম, "সনাতন ধর্ম হাসি ঠাট্টার বস্তু নয়, সীতা। সনাতন ধর্মের অর্থ গ্রহণ করবার শক্তি সবার যে থাকে না, তা' স্বীকার করি; কিন্তু তা' ব'লে, যা বুঝিনা, তা'কে উপহাস করবার অধিকারও কারুর থাকা উচিত নয়।"

সীতার মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "আপনি এটুকুতেই যে কি করে রেগে যান, ভেবে আশ্চর্য লাগে।"

আমি কহিলাম, "গেরুয়া ধারীদের ওপর আমাদের যে স্বতঃ উৎসরিত শ্রদ্ধা প্রবাহ ঝরে, এই ব্যক্তিটি সেই অধিকারের অবমাননা করেছেন তা'ই আমার মন এতটা ভেঙ্গে পড়চে সীতা। উনি যদি গেরুয়া আর জটাধারী না হতেন, নিজেকে সন্ন্যাসী নামে অভিহিত না করতেন, তবে উনি যা'ই করুন না কেন, যা'ই খান্ না কেন, কিছুতেই কোন আপত্তি আমার থাকৃত না। আশা করি, এবার আমার বক্তব্য তুমি বুঝেছ, সীতা?"

"বুঝেছি. শ্রীকান্ত বাবু। কিন্তু আপনিই গোড়ায় গলদ করেছেন। জটাধারী কাকা, সিদ্ধপুরুষ। আপনি কি শোনেন নি, সিদ্ধপুরুষেরা সু-খাদ্য অ-খাদ্যের বাদ-বিচার করেন না? এমন কি কেউ কেউ যে আপন মল পর্য্যন্ত আহার করেছেন, তেমন কথাও কি কখনও শোনেন নি বা কোন বইয়ে পড়েন নি?" সীতা প্রশ্ন করিল।

সত্যসত্যই আমি বিস্মিত হইলাম। কিছু সময় পর্যন্ত আমার মুখে বাক্যস্ফুরিত হইল না। সীতা পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "উনি সিদ্ধপুরুষ। উনি যখন যা খুসী তাই আহার করেন, আবার সপ্তাহকালব্যাপী কোন কিছুই খাননা, এমনও আমি স্বচক্ষে দেখছি, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "উনি কি পিশাচসিদ্ধ?"

সীতা কহিল, "তা আমি জানিনা। তবে ওঁর যে বহু অলৌকিক শক্তি আছে, তা'তে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।"

আমি আগ্রহভরে কহিলাম, "ওঁর বহু অলৌকিক শক্তির মধ্যে কি দু'একটীর কথা আমাকে জানাতে পার না, সীতা?"

সীতা কহিল, "পারি। কিন্তু এক মিনিটের জন্য আমাকে মার্জনা করুন।" এই বলিয়া সহসা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মুখ ঘুরাইয়া চাহিয়া রহিল। দেখিলাম, শ্রীমান নিতাই বাবাজীবন দ্রুতপদে আসিতেছে। ভাবিলাম, নিতাই যে বলিয়াছিল, একমাত্র তাহারই অভিভাবকত্বে, রাজাবাবু তাঁহার কন্যাকে শুধু ছাড়িয়া দিতে পারেন—কথাটা নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। ভাবিলাম, লোকটা অহঙ্কার করিতেও যেমন জানে, কর্তব্য পালন করিতেও তেমনি সজাগ। নিতাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সীতার সম্মুখে নত মস্তকে দাড়াইয়া কহিল, "আদেশ করুন, দিদিমণি?"

সীতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "জটাধারী কাকা শুয়েছেন?"

"শুয়েছেন, দিদিমণি। কেবিনের মধ্যে যেন মেঘ ডাকছে।" নিতাই মুখ নত রাখিয়াই সংবাদ জানাইল।

সীতা হাস্য চাপিয়া কহিল, "গুরুজনের নামে অমন ভাবে কথা বলতে নেই, নিতাই। তোমাকে অনেকবার সাবধান করেছি—মনে থাকে না কেন?"

নিতাই একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া পরে কহিল, "আমার মুখবন্ধ না হয় করলেন, কিন্তু কেবিনের সামনে যে দুজন গোরা দরজা ভেঙ্গে জটাধারী বাবার নাক চেপে ধরবে, না বাইরে থেকেই

গুলি চালাবে, ঠিক করতে না পেরে হল্লা আরম্ভ করেছে, তা'কে থামাই কি করে বলুন, দিদিমণি?"

সীতার গাম্ভীর্যের মুখোস খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি বলছ, নিতাই?"

নিতাই অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল, কহিল, "দাদাবাবু, সত্যি, সে নাকডাকা শুনলে রক্তমাংসের দেহ মানুষ কি ক'রে সইতে পারে বলুন দেখি? আপনি একবার আসবেন, দাদাবাবু? নইলে যে কি অনর্থ বাধাবে বেটারা তারাই জানে।"

আমি কহিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের নাক ডাকা কি, এই জাহাজ চলার শব্দকেও ছাপিয়ে উঠেছে, নিতাই? কি সব বাজে কথা বলছিস, বাবা?"

নিতাই এমন একটা মুখভঙ্গী করিল, যাহাতে এই ভাবটাই বুঝাইল যে এই সব বুদ্ধিহীন, অর্বাচীন জীবগুলিকে বোঝাইবে, তাহার সে সামর্থ নাই। কহিল, "আপনি বাজ্ পড়া শুনেছেন, দাদাবাবু? বাজ্ পড়বার পরে কি আগে জানি না, যেমন আকাশ কড়্ কড়্ শব্দে ডেকে ওঠে, তেমনি ডাক্ বাবাঠাকুর অনবরত ডাকচেন।" এই বলিয়া সে সীতার দিকে ফিরিয়া কহিল, "যা হোক কিছু একটা বন্দোবস্ত করুন, দিদিমণি। নইলে খাজা-গোরার হাতে বাবাঠাকুরের স্বর্গলাভ না হ'য়ে আর পথ থাকবে না।"

এই বলিয়া নিতাই যেমন দ্রুত আসিয়াছিল অভিভাবকত্বের জ্বালায় তেমনি বেগে চলিয়া গেল।

সীতা পাংশুবর্ণ মুখে কহিল, "একবার দেখবেন, শ্রীকান্ত বাবু?"

"তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি দেখে আসি।" এই বলিয়া আমি নিতাইয়ের গমন পথ লক্ষ করিয়া চলিতে লাগিলাম।

৪

বাজ্ পড়ার প্রাথমিক শব্দই বটে! নিতাই এতটুকু অতিরঞ্জিত করিয়া বলে নাই। দেখিলাম, গোরা নহে দুইজন ভদ্র সাহেব ও একজন মেমসাহেব, মহা উৎকণ্ঠিত মুখে কেবিনের দ্বারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগপূর্ণ মুখভাব দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত হইল। আমি হাস্য চাপিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া কহিলাম, "ব্যাপার কি? আপনার এখানে কি করছেন?"

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সাহেবটি সবিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "কি করচি? নিশ্চয়ই জাহাজের এঞ্জিনে কোন গোলযোগ ঘটেচে। ওই শুনুন, কি রকম ভীষণ শব্দ হচ্ছে। আমরা জাহাজের ক্যাপ্টেনকে সংবাদ দিয়েছি। আচ্ছা বাবু, এই কেবিনে কি কোন যাত্রী আছেন?"

আমি হাস্যমুখে কহিলাম, "আছেন। কিন্তু মিথ্যে ভয় করছেন আপনারা। জাহাজের এঞ্জিন এ কেবিনে নেই, সুতরাং বিগ্ড়াবার ভয়ও কিছু নেই।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক কহিলেন, "কেবিনে যে এঞ্জিন থাকেনা, তা 'আমরা জানি বাবু। নিশ্চই কেবিনের নীচে এই অংশে আছে।"

অকস্মাৎ নাসিকাধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল। বোধ হয় বাবাঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যে সাহেবটি প্রথমে কথা বলিয়াছিল, তিনি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "যাক, এরা ঠিক ক'রে নিয়েছে। কিন্তু যে ভয় হয়েছিল, বাবু! এই গভীর রাত্রে যদি তেমন কিছু বিপদ ঘট্‌তো, তা হ'লে কতপ্রাণ যে নষ্ট হ'ত—তা' বলা শক্ত। কিন্তু যিনি এঘরে আছেন, তাঁর ঘুমকেও ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। এমন শব্দেও যাঁর ঘুম ভাঙ্গে না, তিনি যে কি রকম ঘুমুতে পারেন—ভাবতেও বিস্ময় জাগে। তা' হ'লেও আপনার উচিত, তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে সতর্ক করা।"

আমি মৃদু হাস্যমুখে কহিলাম, "তাঁর ঘুম ভেঙ্গেচে।"

"ভেঙ্গে থাকে—ভালই।" এই বলিয়া ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গীদের সহিত চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই, আমি মনস্থির করিয়া কহিলাম, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আপনারা একটু ভ্রমে পড়েছেন, আমার কর্তব্য সেটুকু ভেঙ্গে দেওয়া।"

"কি রকম!" বলিয়া সকলে আমার মুখের দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে চাহিলেন।

আমি কহিলাম, "আপনারা যে শব্দ শুনছিলেন, তা' এঞ্জিনের শব্দ নয়। শব্দটা—"

অপেক্ষাকৃত কমবয়সী সাহেবটী কহিলেন, "আলবৎ, এঞ্জিন বেগড়াবার শব্দ। জানেন, আমি একজন ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার? আমার কাছে—"

ডিপ্লোমাকে আর বেশীদূর অপদস্থ হইতে না দিয়া আমি কহিলাম, "শব্দটা হচ্ছিল, আসলে নাক-ডাকার।"

"নাক-ডাকার!" দু'টী শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক ও একটি শ্বেতবরণী তরুণী সমস্বরে আঁৎকাইয়া উঠিলেন।

আমি কহিলাম, "হাঁ, নাক-ডাকার। আর যার তার নাক নয়, যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আজ আপনার অদৃষ্টফল শুনেছিলেন, তাঁরই নাক। অতএব বারবার ঘুম ভেঙ্গে সুখশয্যা হ'তে ভয় পেয়ে যাতে ছুটে আসতে না হয়, সেজন্য সত্যটুকু জানিয়ে দিলাম।"

কয়েক মুহূর্ত তিনটি জোড়া বিড়াল-চক্ষু আমার কৃষ্ণচক্ষুর উপর নিবদ্ধ রহিল। এমন সময়ে বুঝি বা আমার মান রক্ষার জন্যই জটাধারী বাবার নাসিকাদ্বয় পুনশ্চ নূতন উদ্যমে মহোল্লাসে কড়্‌কড়্‌ ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দে গর্জন করিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতবরণী তরুণী সদাপদাপে দ্রুত ধাবমান তটিনীর কলকল ধ্বনির সহিত সমত্ব বজায় রাখিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, এবং ভদ্রমহোদয় দুইজনের কণ্ঠে, সেই গভীর রাত্রে যে অট্টহাস্য স্ফুরিত হইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তাহার সহিত তুলনা করি বা উপমা দিই, তেমন কিছু আমার জানা নাই।

হাসিতে হাসিতে তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া অদৃশ্য হইলে, আমি পিছন ফিরিতেই দেখিলাম, নিতাই চন্দ্র আমার দিকে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সে আমার পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, "ভাগ্যে আপনি ছিলেন, দাদাবাবু। নইলে যে অনর্থ বাধতো ভাবতেও আমি ভয় পাই। বাপ্‌স্ এ কী মানুষের নাকের শব্দ!"

সীতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলে আমি কহিলাম, "গোল মিটে গেছে।"

"তা জানি। কিন্তু মিটল কি ক'রে, সেইটুকুই শুনতে চাইছি।

জানিতো, জটাধারী কাকার নাক ডাকার শব্দ কি রকম! আমাদের পাশের বাড়ীতে গত ছয়মাস ধ'রে কোন ভাড়াটে টিকতে পারছে না।" সীতা ধীরস্বরে কহিল।

আমি উপবেশন করিয়া কহিলাম, "খুবই স্বাভাবিক পরিণতি। ওঁকে একটু সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন।"

সীতা হাসিতে হাসিতে কহিল, "উনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না যে, ওঁর নাক ডাকে। তা ছাড়া সাবধান করার সার্থকতাই বা কী?"

"তা' বটে।" এই বলিয়া আমি ক্ষণপূর্বে অভিনীত একদৃশ্য নাটকের অভিনয়টী বিবৃত করিলাম।

সীতা সশব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, "রক্ষা যে উনি, সন্ন্যাসী, এবং প্রথম দিনই সকলের অদৃষ্ট ফল বলে, সকলকে বশীভূত করে ফেলেছিলেন। নইলে—' সহসা সীতা নীরব হইল।

"নইলে সবাই মিলে জোর করে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিত।" আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম।

নিতাই অদূরে দাড়াইয়া ছিল, নিকটে আসিয়া কহিল, "রাত বারোটা বাজে, দিদিমণি। বেশী রাত জাগলে অসুখ করতে পারে।"

সীতা কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে কহিল, "নাও করতে পারে। যাও তুমি শোও-গে বুদ্ধিমান। আমার জন্য জেগে থেকে আমাকে পাহারা দেবার প্রয়োজন নেই।"

নিতাই মুখ ভার করিয়া কহিল, "আমি আমার জন্যই বলছি কিনা!" এই বলিয়া সে ডেকের অপর প্রান্তে গিয়া রেলিংয়ের ধারে বসিয়া পড়িল।

সীতা কহিল, "নিতাইয়ের মত বিশ্বাসী, নিতাইয়ের মত প্রভুভক্ত- আমাদের আর দ্বিতীয় কোন কর্মচারী নেই। বাবা ওকে কি রকম বিশ্বাস করেন, তা' দেখতেই পাচ্ছেন।"

আমি কহিলাম, "তোমার বাবার কি অসুখ?"

"বলেছি তো, যে আমরা কিছু জানিনা? বাবা গত দু'টী বছর ধ'রে ব্রহ্মদেশে আছেন। সত্যি বল্‌তে কি আমি খুব খুসী এতে। কারণ কলকাতায় তাঁর যে-সব সহচরের সঙ্গে তিনি মিশতেন, তা'র চেয়ে দূরে থাকেন সেও ভাল।" এই বলিয়া সীতা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া ঈষৎ লজ্জিতস্বরে পুনশ্চ কহিল, "আপনি তো সবই জানেন, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি সীতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শিক্ষিতা তরুণীর মুখ পিতার চরিত্রহীনতার পরিচয়ে বেদনাতুর আভাষে ছাইয়া গিয়াছে। আমি এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য কহিলাম, "তুমি কি, বি, এ, পড়্‌চ, সীতা?"

সীতা কহিল, "না। আই, এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু পাশ করতে পারি নি। পড়া ছেড়ে দিয়েছি। ভাল লাগে না আর।" এই বলিয়া ক্ষণকাল নতমুখে বসিয়া থাকিয়া সীতা পুনশ্চ কহিল, "আচ্ছা, শ্রীকান্ত বাবু বাবা যদি পুনশ্চ বিয়ে করতেন, তা'ই ভাল হ'ত না?"

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম, "না হ'ত না।"

সীতা আমার দৃঢ়স্বরের প্রতিবাদ শুনিয়া সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন বলুন তো?"

আমি কহিলাম, "কেন, তা কি তুমি জান না সীতা? তুমি কি বাঙলা

দেশের বহু ঘরে এই দ্বিতীয় বিবাহের কুফল প্রত্যক্ষ করো নি? কত শিশুর, কত পুত্র-কন্যার জীবন যে বাপের দ্বিতীয় দার গ্রহণের ফলে বিষময় হয়ে উঠেছে, তা' কি তোমাকে ব'লে জানাতে হবে?"

সীতা ক্লিষ্টস্বরে কহিল, "না হবে না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে, বাবার চরিত্রে তো দুরপণেয় কলঙ্ক লাগত না। সে লাভের চেয়েও কি বিমাতার দুঃখ এত বড়ো হয়ে উঠবে?"

আমি কহিলাম, "যারা ভুক্তভোগী, সেই হতভাগ্য পুত্র-কন্যারা ছাড়া বিমাতার দুঃখ আর কেউই ঠিক ভাবে বুঝতে পারবে না, সীতা। তা'ছাড়া যে পুরুষ ভুল করে অধিক বয়সে দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন, তিনিও যে-দুঃখ, যে-বেদনা, যে-কষ্ট ভোগ করেন, সে সবের কাছে চরিত্রহীনতা দুর্ণামের দুঃখ কিছুই নয় বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

সীতা বিস্মিত চক্ষুদুটী মেলিয়া কহিল, "আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি কহিলাম, "অসম মিলন কখনও সুখকর হয় না, হ'তে পারে না। কেন পারে না, তোমার মত শিক্ষিতা মেয়ের কাছে বলবার প্রয়োজন দেখি নে। বাঙলার যে-সব ঘরে এই সব অকীর্তি সম্ভব হয়েছে, সে-সব ঘরের যে কোন একটার সংবাদ নিলেই জানতে পারবে, যে, সে সংসারে নরকের আগুন জ্বলতে সুরু করেছে। আমি বলি, তার চেয়ে তোমার বাবা যে-পথ বেছে নিয়েছেন, সে-পথ শতগুণে শ্রেয়। আর একমাত্র এই কারণের জন্যই তোমার বাবাকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

সীতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল নীরবে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনার যুক্তিই ঠিক, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি কিছু সময় দ্বিধা করিয়া কহিলাম, "আমার ভয় হয়, তোমার বাবা বোধ হয়, যে পাপ দেশে করেন নি, সেই পাপেই বর্মায় জড়িয়ে পড়েছেন।"

সীতার মুখ নিমেষে ম্লান হইয়া উঠিল। সে ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "অর্থাৎ বাবা সেখানে বিবাহ করেছেন, এই কথাই আপনি বলতে চাইছেন তো?"

আমি নীরবে রহিলাম, কোন উত্তর দিলাম না।

সীতা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, "তা' হ'লে উপায়, শ্রীকান্ত বাবু? শুনি সেখানের মেয়েরা স্বামীকে হারাবার ভয়ে বিষ খাইয়ে মারে। সত্যি?"

আমি কহিলাম, "অনেক ক্ষেত্রেই সত্য, সীতা। কিন্তু যে কথা নিশ্চিতরূপে আমরা জানি না, শুধু সন্দেহের ওপর তা'র আলোচনা করার সার্থকতা দেখিনে।

সীতা কহিল, "কিন্তু কেন বিষ খাইয়ে মারে, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি ম্লান হাস্যে কহিলাম, "বোধ হয় বিচ্ছেদের ভয়ে।"

সীতা ম্লান হাস্যে কহিল, "এ আবার কি কথা বলুন তো? বিচ্ছেদের ভয়ে উচ্ছেদ করা এ আবার কেমনতর যুক্তি, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি একটা হাই তুলিয়া কহিলাম, "আমাকে এখন মার্জনা করতে হবে, সীতা। আমি ব্রহ্মতরুণীদের ভাবধারার সঙ্গে আদৌ পরিচিত নই। তা ছাড়া আমার বড় ঘুম পাচ্ছে, এস আজ উঠি। কাল আবার আলোচনা হবে।"

জ্যোৎস্নাময় সমুদ্র বৃক্ষের উপর মুক্ত দৃষ্টি মেলিয়া সীতা কহিল,

"আমার কিন্তু একটুও ঘুম পাচ্ছে না। এমন সুন্দর রাতে কি ক'রে যে আপনাদের ঘুম পায়, তাও বুঝতে পারি নে।"

আমি মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিতাইচন্দ্র কোন সময়ে আসিয়া বোধ হয় সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "দুটো বাজে, দিদিমণি। শোবেন আসুন।"

সীতা অনিচ্ছুকস্বরে হাস্যমুখে কহিল, "চল, কুম্ভকর্ণ চল।"

সীতা যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কুম্ভকর্ণ কহিল, তাহাতে আমার সন্দেহ থাকিলেও বিনা প্রতিবাদে শয়ন করিতে গমন করিলাম।

৫

আলস্যে ও অবসাদে দেহ ও মন আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল, যে শুইবামাত্র আমি ঘুমাইয়া পড়িব। কিন্তু যখন শয়ন করিলাম, তখন দেখিলাম নিদ্রিত হইবার পূর্বে কিছু সময় অতিবাহিত করিতে হইবে।

নিঃসঙ্গ, একাকী অবলম্বন শূন্য হইয়া পথে যখন পা বাড়াইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, অদৃষ্টে আর যাহাই ঘটুক না কেন, কোন কিছুর ভালমন্দ লইয়া আর মাথা ঘামাইতে হইবে না। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত চিত্তে এই মায়াময় জগতের মিথ্যা আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলা-অভিনয়ের দিকে উপেক্ষা ভরে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইব। কিন্তু সত্যই কি আমার মন এইরূপ সংস্কার মুক্ত হইয়াছে? আমি কি সকল আসক্তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছি? আমি কি আমাকে লইয়া নিরাসক্ত দর্শকের অভিনয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিবান হইয়াছি? কে জানে!

কেবিনের ক্ষুদ্র গোলাকার বাতায়ন পথে চাহিলাম। দেখিলাম,

সমুদ্র শান্ত। সমুজ্জল জ্যোৎস্না ধারায় মায়াময় অভূতপূর্ব রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। স্নিগ্ধ বাতাসে আকাশ-প্রকৃতি শান্ত সমাহিত চিত্তে অচিন্ত, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত বিরাট পুরুষের ধ্যানে মগ্ন। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রির বক্ষ স্পন্দন যেন শোনা যাইতেছে। আমি সহসা শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন বাহির প্রকৃতি আমাকে এক অবিচ্ছিন্ন সুরে তাহাদের ভিতর আহ্বান করিতেছে। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। কেবিন হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ডেকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে জনপ্রাণী নাই। আমি ধীরে ধীরে রেলিংয়ের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। সমুদ্রের দিকে চাহিলাম, দুই চক্ষু আমার জুড়াইয়া গেল। মন আমার এক অনির্বচনীয় শান্তিসুধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার মুখ হইতে বাহির হইল, "ভগবান! আজ মন প্রাণ দিয়া বুঝিলাম, মানুষ তোমার এই মহিমময় সৃষ্টির ভিতর কিরূপ এক নগণ্য, তুচ্ছ, শক্তিহীন, অসহায় সৃষ্টি। আজ আমি আমার সমগ্র স্বত্তা দিয়া অনুভব করিলাম, নিঃসন্দেহাতীতরূপে তুমি সদা-জাগ্রত আছ, ভগবান! অজ্ঞতাবশে যখন ভাবিয়াছি, তুমি নাই, সমগ্র সৃষ্টি স্বভাবই সৃষ্টি করিয়াছে, তখনকার সেই নিদারুণ মহাপাপ হইতে আমাকে মুক্তি দাও, দয়াময়!

আনন্দে, অনুভবের মাদকতায় আমার দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। দুই হাতে চক্ষু মার্জন করিয়া একখানি ডেক্-চেয়ারে বসিবার উপক্রম করিতেছি, পিছনে পদশব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া দেখিলাম, অভিভাবক শ্রীমান নিতাই চন্দ্রও ঘুমহারা চক্ষুতে উপস্থিত হইয়াছে। উপবেশন করিয়া কহিলাম, "ঘুমুতে পারো না নিতাই?"

নিতাই আমার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া কহিল, "মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল, দাদাবাবু। ঘুমুতে পারছি না।"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "হঠাৎ মন খারাপের হেতু কি, নিতাই।"

নিতাই সহসা কোন উত্তর দিল না। কিছু সময় নীরবে থাকিয়া এক সময়ে কহিল, "একটা কথা আপনাকে না ব'লে শান্তি পাচ্ছি না, দাদাবাবু। আমাদের রাজাবাবু শুনছি, সেখানে বিয়ে করেছেন।"

আমি বিন্দুমাত্রও বিস্মিত বা আশ্চর্য হইলাম না। কারণ আমি এখনই কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কহিলাম, "তা বেশ তো, নিতাই। সেখানে কোন আদর-যত্নের আর অভাব হবে না।"

নিতাই ভাবিল বুঝি-বা আমি পরিহাস করিতেছি। সে মুখ তুলিয়া আমার মুখভাব একবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "আদর-যত্নের কথাই আমি ভাবছি কি না, দাদাবাবু।"

নিতাই যে কি ভাবিতেছে তাহা আমার নিকট অজ্ঞাত না থাকিলেও অজ্ঞতা দেখাইয়া কহিলাম, "তবে কি ভাবছ তুমি নিতাই?"

নিতাই ম্লান স্বরে কহিল, "তা হ'লে তো সর্বনাশের কথা, দাদাবাবু।" শুনি না-কি ডাইনীরা পুরুষকে যাদু করে রাখে, কিছুতেই তাঁদের চোখের আড়াল করতে চায় না? যদি কেউ দেশে ফিরতে চায়, তবে বিষ খাইয়ে, না হয় বুকে ছোরা বসিয়ে মেরে ফেলে?"

নির্বিকার স্বরে কহিলাম, "কিছু সত্যি বটে।"

নিতাই ভয় ব্যাকুল দৃষ্টিতে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে কহিল, "তবে, দাদাবাবু?"

"তবে কী, নিতাই?"

"রাজাবাবুকে তা'হলে আর ফিরে পাব না?"

নিতাইয়ের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট ভাবে কাঁপিয়া উঠিল।

আমি নিতাইকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলাম, "তুমি তো ভগবান মান, নিতাই?"

নিতাই অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "ভগবান মানি না? আপনি যে কি কথা বলেন, দাদাবাবু! এই সেদিন দেশ থেকে বউ হরিরলুটের বাতাসা পাঠিয়ে দিয়েছিল, ভক্তিভরে দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম ক'রে খেলুম না?"

"তবে আর অত ভয় কিসের তোমার? ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তোমার রাজাবাবু সেখানে থাকবেন, তবে সাধ্য কি তোমার, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এস? আর যদি তেমন ইচ্ছা তাঁর না হয়, খুব সম্ভবত হবে না, তবে আর ভয় করবার কি আছে?"

নিতাই আমার কথা বুঝিল, কি বুঝিল না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না কিন্তু সে একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া নতস্বরে কহিল, "যদি রাজাবাবু সত্যি সত্যিই বিয়ে করে থাকেন দাদাবাবু, তবে সেখানে দিদিমণিকে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? অবিশ্যি জটাধারীবাবার কথা আমি ভাবছি না, তাঁর যা খুসী করতে পারেন।"

"তা পারেন। কিন্তু তোমার দিদিমণির কথাটা ভাবা আর একটু পূর্বে কি উচিত ছিল না, নিতাই? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, কলকাতা থেকে যাত্রা করবার পূর্বেই এসব কথা তোমার ভাবা কর্তব্য ছিল না-কি?"

নিতাইচন্দ্র বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিল, "ভেবেছিলাম বই, কি দাদাবাবু!"

"তবে এমনটা হ'ল কেন, নিতাই ?"

নিতাই অপ্রসন্ন মুখে কহিল, "আমি ভাবলে হবে কি, দাদাবাবু? আমি তো একটা খানসামা বইতো নয়! দিদিমণি বললেন, তোর আর পাকামো করতে হবে না, নিতাই। বাবা যখন আদেশ করেছেন, তখন আমি যাবই।"

আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, "তবে তো গোল চুকে গেছে, নিতাই ? তবে মিথ্যে আবার পাকামো করতে এলে কেন ? তোমার দিদিমণি যদি শোনেন তা হ'লে……"

নিতাই কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কহিল, "বরাত দোষে আমি খানসামা বটে, দাদাবাবু। কিন্তু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, দিদিমণি না হয়, দু'টো পাশই করেছেন, কিন্তু এসবের কি বোঝেন বলুন তো? আর যখন আমাকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে রাজাবাবু আদেশ দিয়েছেন, তখন……"

"লক্ষ্মী ছেলের মত একটা চেয়ার এনে আমাকে দিয়ে,একটু দূরে গিয়ে পাহারা দাও, বুদ্ধিমান।" বলিতে বলিতে অকস্মাৎ কুমারী সীতার আবির্ভাব হইল।

নিতাইচন্দ্র ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও একখানি চেয়ার আনিয়া আমার অদূরে স্থাপন করিয়া নিঃশব্দে দ্রুতপদে ডেকের অপর প্রান্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার বিস্ময়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলেও মুখে কিছু বলিলাম না। কহিলাম, "তোমারও ঘুম ধরে নি, সীতা ?"

সীতা পরম বিস্ময় ভরে কহিল, "কি রকম ? বেশ মজা তো! ঘুম ধরবার, এবং তা রীতিমত ভাবে আক্রমণের ঘোষণা তো আপনারাই

করেছিলেন ? আমি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তিই করেছিলাম। সেক্ষেত্রে কৈফিয়ৎ যদি কাউকে দিতে হয়, তবে তিনি অন্য ব্যক্তি—আমি নই।"

আমি মৃদু হাসিলাম। কহিলাম, "সত্যি, এমন সুন্দর রাত্রি জীবনে খুব কমই এসেছে। কিছুতেই ঐ একরত্তি কেবিনে থাকতে পারলাম না।"

সীতা হাসিতে হাসিতে কহিল, "একান্ত মনে কোন প্রার্থনা কখনও যে ব্যর্থ হয় না, আজ আর একবার প্রমাণিত হ'ল।"

আমি শঙ্কিত হইলাম। কহিলাম, "তুমি কি একান্ত মনে এই প্রার্থনাই করছিলে, যেন আমাদের ঘুম না ধরে ?"

সীতা মৃদু হাসিয়াই মুখ নত করিল এবং পর মুহূর্তে উন্মুক্ত উদার জলধির দিকে চাহিয়া কহিল, "আহা! চোখ আমার ধন্য হ'ল, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি কিছু সময় নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুর নিশ্চয়ই অট্টরোলে বাজের ধ্বনি করছেন ?"

সীতা কহিল, "না। তিনি কেবিনে নেই।"

সবিস্ময়ে কহিলাম, "কেবিনে নেই! তার মানে ? ডেকেও তো তিনি নেই ?"

সীতা নিরুদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, "তিনি কোথায় থাকবেন, তা জানবার কোন কৌতূহলই আমার নেই।" এই বলিয়া সীতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। কিছু সময় নীরবে থাকিয়া কহিলাম, "ভাবনার কথা, সীতা। সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি কেবিনে না

থাকেন, তুমি বলছ নেই, এবং ডেকেও দেখছি যখন নেই, তখন আর যে কোথায় তিনি থাকতে পারেন, তা'তো আমার ধারণায় আসছে না।"

সীতা কোন উত্তর দিল না। সে দুই করতলের উপর মুখ রাখিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি উদ্বিগ্নস্বরে ডাকিলাম, "নিতাই ?"

"যাই, দাদাবাবু।" সদা-জাগ্রত ও হুঁসিয়ার অভিভাবক নিতাইচন্দ্র দ্রুতপদে নিকটে আসিল।

আমি কহিলাম, "জটাধারী ঠাকুর কেবিনে নেই, এখানে নেই, তবে কি তাঁর নাক ডাকার জ্বালায় কেউ তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, নিতাই ?"

নিতাই কিছু বলিবার পূর্বে, সীতা সুমিষ্ট শব্দে হাসিয়া উঠিল। নিতাই উদ্বেগহীন স্বরে কহিল "জটাধারী বাবা তপিস্যে করছেন।"

"তপিস্যে করছেন! কিন্তু কোথায়?" আমি বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করিলাম।

নিতাই হস্ত নির্দেশে জাহাজের অগ্রভাগ দেখাইয়া কহিল, "ওখানে একরাশ তেরপল্ প'ড়ে আছে, তার ভেতরে বসে তিনি তপিস্যে করছেন।

আমার মন উদ্বেগ শূন্য হইল। নিতাইচন্দ্র সমস্যা সমাধান করিয়া পূর্বস্থানে চলিয়া গেল।

সীতা মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "জটাধারী কাকার মত একটা বিরাট পুরুষকে কেউ চুপিচুপি সমুদ্রে ফেলে দেবে, এমন উদ্ভট ভয় আপনার মনে বাসা বাঁধল কি ক'রে, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "তাঁর নাক-ডাকার ভয়াবহশব্দে মানুষের

মেজাজ বিগড়ে যাওয়া, আর মানুষকে বেপরোয়া করে তোলা এতটুকুও বিচিত্র নহে, সীতা।

সীতা শুধু কহিল, "তা'ই বটে!"

আমি আর কিছু না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। এক সময়ে সীতা কহিল, "আচ্ছা শ্রীকান্ত বাবু, হঠাৎ যদি জাহাজটা এখানে ডুবে যায়?"

আমি নিস্পৃহস্বরে কহিলাম, "যাবে।"

"যাবে তো—কিন্তু তা হলে কি হবে?" সীতা শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

আমি কহিলাম, "কি আর হবে! যারা ভেলা বা লাইফ-বেল্টের সৌভাগ্যে বঞ্চিত হবে, কিছু সময় সাঁতার কেটে অবসন্ন হয়ে পড়বে, তারপর ধীরে ধীরে অতলের সীমাহীন তলে তলিয়ে যাবে, নয় ও-সব কিছু ঘটবার পূর্বেই কুমীর কিম্বা হাঙ্গরের, অথবা অন্য কোন জলজন্তুর ক্ষুধার আহার যোগাবে।"

পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, আমার নিষ্ঠুর বর্ণনা শুনিয়া সীতা প্রবল ভাবে শিহরিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে কহিল, "শুনলাম যে, এই জাহাজে প্রায় দু'হাজার ডেক-যাত্রী যাচ্ছে। লাইফ্‌বেল্ট বা ভেলার কথা যা বললেন, তা' শুধু প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাগ্যবানদের জন্যই নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু যারা সংখ্যায় বেশী, যারা সমষ্টিগত অর্থ দিয়েছে এত বেশী, যার বলে এত বড় জাহাজ কোম্পানী দিন দিন স্ফীত হয়ে উঠছে, এমনি অদৃষ্টের পরিহাস জাহাজে নেই শুধু তাঁদেরই বাঁচবার কোন রকম বন্দোবস্ত। সত্যি বলছি আমি, শ্রীকান্ত

বাবু, যদি এই যাত্রায় জাহাজ ডোবে, তা হ'লে আমি কিছুতেই কোন ভেলা বা লাইফ বেল্টের সাহায্যে বাঁচতে চাইব না। আমি ওই হ'হাজার দরিদ্র, অসহায়, মূক জনসাধারণের সঙ্গে সাঁতার দেব, পরে অবসন্ন হয়ে অতলের তলে তলিয়ে যাব, নয় কোন হাঙ্গর, কি কুমীর কিম্বা অন্য কোন নরখাদক জলজন্তুর ক্ষুধার আহার জোগাব—তবু কিছুতেই এই অবিচার মেনে নেব না।"

আমি সবিস্ময়ে সীতার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। সীতার মুখে যে অনবদ্য করুণ আভাষটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেমন অভূতপূর্ব, তেমনি অভিনব। আমি কহিলাম, "কিছুমাত্র কাজ হবে না, সীতা।"

"নেই হোক—তবু তো শান্তিতে মরতে পারবো। ভাবতে তো পারব যে, অমানুষিক অন্যায় আদেশ মেনে নিই নি। সেই হবে আমার সান্ত্বনা। তার বাড়া আমি কোন ফল প্রত্যাশা করি না।" এই বলিয়া সীতা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অকস্মাৎ সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "কিন্তু এ-কি অন্যায় অত্যাচার বলুন তো? ভারতের রেলের দিকে চেয়ে দেখুন, সেখানেও অবিকল ঠিক একই ব্যবস্থা। যারা কোটি কোটি টাকা রেল কোম্পানীকে দিচ্ছে, তাদের জন্য বসবার কোন সুবন্দোবস্ত নেই। আর যে-ক'টী ভাগ্যবান তাদের তুলনায় অতি নগণ্য অংশ বহন করছেন, তাঁদের খাতিরের আর শেষ নেই! দেখবেন আপনি, শুধু এই পাপেই এই সব কোম্পানী ডুব্‌বে, ডুব্‌বে, ডুব্‌বে! বলিতে বলিতে সীতা উত্তেজিত হইয়া নীরব হইল।

আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম, "তোমার কথাগুলো ঠিক সাম্য—বাদীদের মত হচ্ছে, সীতা।"

সীতা সহসা মধুবস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "সাম্যবাদকে আপনার এত ভয় কেন?"

আমি নির্লিপ্তস্বরে কহিলাম, "কোন বাদকেই আমি ভয় করি না। আমি মাত্র নির্বিবাদে থাকতে চাই।"

সীতা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তা হয় না, শ্রীকান্ত বাবু। মানুষ, সামাজিক মানুষ কখনই নির্লিপ্তভাবে চলতে পারে না। হয় তাকে এটা, নয় ওটা মানতেই হবে। নির্বিবাদ কথাটার মানে ওখানে কিছু নেই।

আমি কহিলাম, "হয়তো নেই; কিন্তু ওখানে ছাড়াও মানুষের থাকবার স্থান আছে। আর সেখানে বাদাবাদির কোন স্থানই নেই সীতা।"

সীতা সুমিষ্টস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "সে জায়গা মানুষের জন্য নয়, শ্রীকান্ত বাবু। যাদের জন্য ভগবান প্রচুর সংখ্যায় তাদের সেখানে পাঠিয়েছেন।"

আমি পূর্বাকাশের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, দিকচক্রবালে প্রত্যুষের ক্ষীণ কাঞ্চন আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতার দিকে চাহিলাম, বুঝিলাম, সে আমার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। কহিলাম, "মানুষ যখন সকল বাদের বাইরে চলে যায়, তখন বনই তার একমাত্র আবাস স্থল হয়ে দাঁড়ায়, সীতা। বনের উত্তরাধিকারীরা অর্থাৎ জন্তুরা তখন আর মানুষের হিংসা করে না। মানুষের প্রবেশকে অনধিকার আখ্যাও গ্রহণ করে না। মানুষজন্তু আর বন্যজন্তুতে মিলেমিশে তখন বাস করে। তুমি কি, পুরাকালের ঋষিদের তপোবনে-আবাসের কথা, এবং পঞ্চাশের পরে সংসারী মানুষের বনগমনের কথা পড়ো নি?"

সীতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "পড়েছি। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে যে,
সে সবের উপমা দেওয়া একান্তভাবেই অনধিকারচর্চা, এই কথাটাই
বোঝবার জন্য এতক্ষণ প্রয়াস পাচ্ছিলাম। কিন্তু আর না। পূবদিকে
চেয়ে দেখুন, অংশুমালীর পুনরাবির্ভাবে আর অধিক বিলম্ব নাই। সারা-
রাত্রি বসিয়ে রাখবার পর, আপনাকে এখনও টেনে রেখে অত্যাচারের
মাত্রা আরও বাড়াতে চাই না।" এই বলিয়া সীতা হাসিতে হাসিতে
চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইলাম। কহিলাম, "তুমি যে আমাকে
টেনে রেখেছ, এমন ধারণা তোমার হল কেন?"

চলিতে চলিতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসি থামিলে
কহিল, "ধারণা কি রকম! সত্যকে বুঝি আবার অলঙ্কার পরিয়ে
দেখতে হয়? ভারী মজা তো!"

মজাই বটে! সারা রাত্রি জাগিয়া অতিবাহিত করিবার পর যখন
কেবিনের শয্যায় শয়ন করিলাম, তখন কোন কিছু আর ভাবিবার
পূর্বেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৬

ঘুম ভাঙ্গিল, নিতাই চন্দ্রের চীৎকারে। চাহিয়া দেখি, সে এক
পেয়ালা গরম চা লইয়া আমাকে ডাকিতেছে। কেবিনের ক্ষুদ্র
গোলাকার বাতায়ন পথে দিয়া সূর্যালোক ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।
বহু বেলা অবধি ঘুমাইয়াছি ভাবিয়া আমি শয্যার উপর ধড় মড় করিয়া
উঠিয়া বসিলাম। কহিলাম, ক'টা বেজেছে নিতাই?"

নিতাই কহিল, "এগারোটা। বাব্বা! কি ঘুম আপনার, দাদাবাবু। একটি ঘণ্টা ধ'রে গরম চা নিয়ে এসে ডাকাডাকি করচি—ঘুম আপনার কি কিছুতেই ভাঙতে চায় না!"

আমি কহিলাম, "তা' হ'লে গরম আর নেই, নিতাই। কিন্তু চা এখন নিয়ে যাও, আমি স্নানাহ্নিক না করে কিছু খাই না। এই বলিয়া আমি মেঝের উপর নামিয়া দাঁড়াইলাম।

নিতাই মুখ ভার করিয়া কহিল, "দিদিমণি এই হুকুম দিয়ে ছিলেন যে আগে একটু গরম চা খেয়ে তারপর যা করবার সব করবেন। জটাধারী বাবাও ব'লে দিলেন এই কথা!

আমি কহিলাম, "তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ দিও। কিন্তু তুমি এখন যাও। আমি স্নান সেরে নিই।"

নিতাই বাহির হইয়া গেল। সহসা আমার মনে অতীতের স্মৃতি উদিত হইয়া সকল আগ্রহ নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এগারোটা বাজিয়াছে। কিবা ক্ষতি তাতে? আমার মুখ চাহিয়া তো কেহ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া নাই?

যদি আমি সারাদিনই ঘুমাইয়া কাটাই- তাহা হইলেই বা কি আইসে যায়? কিছুই না। মাত্র তিনটি বৎসর পূর্বে যাহার প্রত্যেকটি কাজ নিয়মিত সময়ের পর পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হইলে, একজন কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিত, কাঁদিয়া-ককিয়া, অনর্থ বাধাইত, আজত সে সবের সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটিয়াছে? তবে আর ভয় কিসের?

কতকাল পরে যে সারা রাত্রি অনিদ্রার অজুহাতে কাটাইয়াছি, তাহা আজ আর স্মরণ নাই। এমন অসম্ভবও যখন সম্ভব হইতে পারিয়াছে

তখন যদি সারাদিন অনাহারে ঘুমাইয়া কাটাই, তাহাতেই বা আপত্তি কোথায়?

আমার মন এই বাধা-বন্ধহীন উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আমি একটা কোচের উপর নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, এই অপরূপ স্বাধীনতা আমার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ভিতর কি-এক অভিনব সঞ্চয় নহে? আমার জন্য কেহ অপেক্ষা করিয়া নাই, কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবার কোন উদ্বেগ আমার মনে নাই! এই যে জীবন, ইহা দুর্বহ বলিয়া ভাবা উচিত, না সুবহ বলিয়া গ্রহণ করা বিধেয়, কে আমার এই সমস্যার সমাধান করিবে?

কেবিনের দ্বারে মৃদু করাঘাত শব্দে আমার চিন্তা-বিলাসের অবসান ঘটিল। পুনশ্চ নিতাই অহৈতুকী ব্যগ্রতা দেখাইতে আসিয়াছে ভাবিয়া, মন আমার তিক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহা প্রকাশ করিবার পূর্বেই শুনিলাম, শ্রীমতী সীতা বলিতেছে, "আসতে পারি, শ্রীকান্ত বাবু?"

পর মুহূর্তেই দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। দেখিলাম, সুদীর্ঘ ভ্রমর-কৃষ্ণ সিক্ত অলকদাম পৃষ্ঠে ছড়াইয়া একখানি সাগর-নীলসাড়িতে অপরূপ-শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া, শিল্পীর হাতে গড়া, মর্মর প্রস্তরের মানসপ্রতিমার মত, শ্রীমতী সীতা প্রসন্ন দীপ্ত আভা মুখে মাখিয়া দু'টী আয়ত চক্ষুর সবিস্ময় দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিমেষে মন হইতে সকল তিক্ততা দূর হইয়া গেল। আমি লজ্জিত-হাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সীতা বিস্মিত স্বরে কহিল, "কি ভয়ানক ঘুম-কাতুরে লোক আপনি, শ্রীকান্ত বাবু! এখনও মুখে-চোখে জল পর্যন্ত দেন নি? কি হয়েচে

আপনার বলুন তো? এমন হবে জান্‌লে কিছুতেই আপনাকে—" এই বলিয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়া সীতা কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিল, কিন্তু আমার দিক হইতে কোন কৈফিয়ৎ না পাইয়া পুনশ্চ কহিল, "যান্, শীগ্‌গীর স্নানাহ্নিক সেরে নিন্। ওদিকে জটাধারীকাকা, কিছু না হয় অন্তত পক্ষে পাঁচশোবার আপনার খোঁজ করেছেন।"

আমি কিছু বলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারিলাম না। জানি না চিরলুপ্ত অতীতে কোন অনুভূতি আবার জীবন পাইয়া আমার দুটী চক্ষুতে জ্বালা ধরাইল। আমি দ্রুতপদে বাথ্‌রুমে প্রবেশ করিলাম।

স্নানান্তে আমার দেহ ও মনের সকল ক্লান্তি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পরে আহ্নিক ও প্রাতঃকৃত্য সারিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম; তখন আমার দেহ ও মনের কোন স্থানেই কোন অবসাদের নাম-গন্ধ পাইলাম না। আমাকে বাথ্‌রুমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সীতা কেবিন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। আমি তীব্র ক্ষুধা অনুভব করিয়া, জাহাজের ডাইনিংরুমে যাইব কিনা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বাহির হইতে নিতাই কহিল, "আমি দাঁড়িয়ে আছি, দাদাবাবু।'

বুঝিলাম, অভিভাবক মহাশয় দ্বারের ফাঁক দিয়া আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, আমি হাসিয়া কহিলাম, "এইবার ভিতরে এসে বস্‌তে পার, নিতাই।"

নিতাই দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কহিল, "কি যে বলেন, দাদাবাবু! আমি বসবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি কি-না! আসুন, দিদিমণি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

আমি কহিলাম, "আচ্ছা, তোমার চা এইবার নিয়ে এস।" ।১

নিতাই অপ্রসন্নমুখে কহিল, "মিথ্যে দেরী ক'রে, দিদিমণির রাগ বৃদ্ধি করছেন, দাদাবাবু। তিনবার জল গরম করেছি, তিনবার ঠাণ্ডা হ'য়েচে, আবার যদি ঠাণ্ডা হয়, তাহ'লে"...এই বলিয়া সে সহসা পিছন দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে কেবিন হইতে বাহিরে গিয়ে দাঁড়াইল।

বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, সস্মিত মুখে, শ্রীসতী সীতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সীতা শান্তস্বরে কহিল, "কৈ, আসুন ?"

বুঝিলাম, নিষ্কৃতি নাই। নিতাইচন্দ্র যে বলিয়াছে, মিথ্যা দেরী ক'রে—তা' সীতার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলাম। কহিলাম, "চল।"

আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সীতা চলিয়াছে, প্রথম শ্রেণীতে। প্রথম-শ্রেণীর কেবিনগুলি, দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা স্বভাবতই বড় এবং প্রশস্ত। উপরন্তু বিশেষভাবে সজ্জিত। সীতার পশ্চাতে তাহার কেবিনে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে না হাসিয়া—পারিলাম না। সীতা দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "হাসছেন যে ?" "আসুন, খেতে বসুন।"

আমি বসিয়া কহিলাম, "কিন্তু এতগুলি বস্তু আমার দুই দিনের পরিপূর্ণ খোরাক। সুতরাং মিথ্যে নষ্ট ক'রে তোমাদের ক্ষতি না হোক, লাভও কিছু হবে না।"

সীতা মুখভার করিয়া কিছু খাবার ঈষৎ দূরে সরাইয়া রাখিয়া কহিল, "দেখুন, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি নে। ক'টা বেজেছে দেখেছেন! এখন দয়া ক'রে আমার গত রাত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করুন।"

যদিও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল যে, আমি খাই নাই বলিয়া, তাহার ক্ষুধা বাড়াইবার সার্থকতা কী, এবং বারবার ওই একই অভিযোগ, 'তাহারই জন্য আমি গত রাত্রে না ঘুমাইয়া জাগিয়া কাটাইয়াছি,' ইহারই বা উদ্দেশ্য কী ? কিন্তু সে ইচ্ছা স্থগিদ রাখিয়া আহার করিতে লাগিলাম।

সীতা নির্বাক মুখে একের পর অন্য ডিসগুলি আমার সম্মুখে সরাইয়া দিতে লাগিল। জীবনে আমি মাত্র একটি বিলাসের দাস হইযাছিলাম, তাহা এই ; ভোজন-বিলাস। জীবনের অনেক কিছু হারাইয়াছি, অনেক কিছু ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, কিন্তু এই বিলাসটীব প্রতি আনুরক্তি পূর্বে যেরূপ ছিল, অদ্যাপিও তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই। বরং অনাহারে থাকিব তবুও আহার্য বস্তুতে এতটুকু অশুচি সহ্য হইবে না আমার। আমাকে বহুবার এই অভিযোগ সহ্য করিতে হইয়াছে যে, আমি আহারের ব্যাপারে সনাতন পন্থী। ছুঁৎমার্গের একজন গোঁড়া পাণ্ডা। ইহার জন্য আমাকে ঘরে-বাহিরে বহু বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছে, তবুও অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি নাই।

তা' বলিয়া যে জাহাজের বাবুর্চির দ্বারা প্রস্তুত চা পর্যন্ত স্পর্শ করিব না, তেমন গোঁড়ামি আমার কোন কালেই ছিল না, আজও নাই। কিন্তু যে-সব অনাচারী আহার্য বস্তু জটাধারীবাবাজির জন্য লইয়া যাইতে দেখিয়াছি, উপবাস করিয়া মৃত্যু বরণ করিব, ভাল, তবুও তাহা কোনদিন গ্রহণ করিতে পারিব না।

নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া সীতার মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, একটা তৃপ্তির আভাষ তাহার মুখে দীপ্ত হইয়াছে। বিশ্বের নারী জাতিটাই, সম্মুখে বসিয়া আপনজনকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি

পায়, কিন্তু একজন অনাত্মীয়কেও খাওয়াইয়া তৃপ্তি পায়, আমার বোধ হয়, একমাত্র বাঙলা দেশের লক্ষ্মী—স্বরূপিণী মেয়েরাই। নহিলে সীতার মুখে, শুধু সীতা কেন আমার ভবঘুরে জীবনে বহুবার বহু দয়াময়ী বাঙালী মাতৃজাতির মুখে ওই একই তৃপ্তির আভাষ দেখিবার সৌভাগ্য হইত না।

আমি শান্তস্বরে কহিলাম, "এইবার উঠি। কিন্তু ওঠবার সামর্থও বোধ হয় অবশিষ্ট রাখি নি।"

সীতার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আচ্ছা, উঠুন। একবার জটাধারীকাকার সঙ্গে দেখা করুন। তিনি কতবার যে—"

আমি বাহির হইতেছিলাম, থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "খোঁজ করেছেন। কিন্তু এখন যদি তাঁর খপ্পরে গিয়ে পড়ি, তা'হলে যা খেয়েছি তা' হজম করবার সুযোগ আর পাব না। একটু বেড়িয়ে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করব।"

সীতা হাস্যমুখে কহিল, "ডেকে থাক্‌বেন তো? বেশ, একটু পরে আমিও আসছি।"

আমি বাহির হইয়া দেখিলাম, নিতাইচন্দ্র হাস্যমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কহিলাম, "তুমি খেয়েছ, নিতাই?"

নিতাই এক মুখ হাসিয়া কহিল, "জটাধারীবাবা পেট ছেড়ে বসেছেন, মাত্র দু'খানা পাঁউরুটী আর আধসেরটাক্ মাখন খেয়ে শুয়েছেন। বাবাঠাকুরের জন্য আনা সব খাবার নষ্ট হবে ভেবে, আমাকে পেরসাদ ক'রে দিয়েছিলেন।"

আমি আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, "পেট ছেড়েচে, অথচ আধসের মাখন

খেয়েছেন ? করেছ কি, নিতাই ? শেষে নাড়ী ছেড়ে না যায় দেখো।”

‘নিতাই বিড়বিড় করিয়া কি কহিল, বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, নাড়ী ছাড়ার প্রার্থনাই সে জানাইল। আমি ডেকের উপর উপস্থিত হইলাম।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বেলা ১টা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। ডেকের উপর মাত্র তিনটী ইউরোপীয়ান বালক-বালিকা বসিয়া গল্প করিতেছে। সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, গভীর নীল জলরাশি দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া সূর্যালোকে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। জাহা-জের গতি পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি একটা ডেক্‌-চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলাম।

নিঃসঙ্গ জীবনের চিন্তা-ব্যাধির মত গুরুতর জ্বালা আর কিছুই নাই। শুধু ভাবনা, ভাবনা আর ভাবনা! অতীতকে লইয়া কত শতবার যে নাড়াচাড়া করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। অতীতকে আমি ভয় করিতে সুরু করিয়াছি। বর্ত্তমান আমার নিকট উদ্দেশহীন গতিময়। ভবিষ্যৎ লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রবৃত্তি কোন কালে ছিল না, এখনও নাই।

ভগবান যাহার অদৃষ্টে সংসার সুখ লিখেন নাই, তাহার সংসারী হইয়া শান্তিময় জীবনযাপনের প্রয়াস যে কিরূপ হাস্যকর, কিরূপ বেদনাদায়ক আমাকে তিনি তাহা বিশদভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি মুক্তি পাইয়াছি। আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন! আমার পিছনের আকর্ষণ লয় পাইয়াছে, সম্মুখের প্রলোভন রূপ হারাইয়াছে। আমি গতিময় হইয়াও গতিশূন্য স্থবিরে পরিণত হইয়াছি। অমি আমাকে লইয়াই পূর্ণ, আমার আর কোন প্রয়োজন নাই, আমার জমা-খরচের ঘরে মিল হইয়া,ছ।

"এই যে শ্রীকান্ত বাবু!" আমার পশ্চাতে অকস্মাৎ গম্ভীর স্বরে নিনাদিত হইলে, আমি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, দীর্ঘ বিলুণ্ঠিত জটাজুটধারী, গেরুয়া পরিহিত দীর্ঘকায় বিশালবপু-পুরুষ, জটাধারীবাবা আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবং নত-মস্তকে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিবার পর, বিব্রত দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু তাঁহার দেহভার বহন করিবাব মত সামর্থ রাখে, এমন কোন আসনের দেখা না পাইয়া মাথা চুলকাইয়া কহিলাম "তাই তো কোথায় আপনাকে বসাই বলুন তো?"

জটাধারীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "উদ্বেগ দূর করুন, শ্রীকান্তবাবু। শ্রীমান নিতাইচন্দ্রের ওপর সে ভার দিয়ে এসেছি।" এই যে বাবাজীবন, এসে পড়েছ।" এই বলিয়া গালিচা স্কন্ধে দণ্ডায়মান নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "ওখানে নয় এখানে নিয়ে আয় বাবা।"

গালিচার উপর উপবেশন করিয়া শ্রীমৎ জটাধারী স্বামী কহিলেন, "আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার ডেক্-চেয়ারে বসতে পারেন, শ্রীকান্তবাবু।"

আমি বসিবার সমস্যাই সেই সময়ে চিন্তা করিতেছিলাম। কারণ গালিচাটী এরূপভাবে নিতাইচন্দ্র ভাঁজ করিয়া পাতিয়া দিয়া গিয়াছে, যে বাবাজির বসিবার পর দ্বিতীয় ব্যক্তির স্থান সঙ্কুলান হওয়াতো দূরের কথা, গালিচার কোন অংশই প্রায় দেখা যাইতেছিল না। তাহা ব্যতীত একজন সন্ন্যাসীর সম্মুখে উচ্চাসনে বসিবার চিন্তাও আমার সংস্কারাবদ্ধ মন করিতে পারিতেছিল না। আমি দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া পড়িলাম।

"বসুন।" এরূপ গম্ভীর স্বরে জটাধারী কহিলেন, যে, তাহা অনুরোধ না, আদেশ বুঝিবার পূর্বেই, আমি ডেক্-চেয়ারের উপর উপবেশন করিলাম।

জটাধারীবাবা ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন, "সীতামায়ীকে ডেকে এসেছি, এখনি আসবে—অপেক্ষা করুন। সীতা এলেই আলোচনা শুরু করা যাবে।"

আমি মনে মনে কহিলাম, "তথাস্তু!"

৭

শ্রীমতী সীতা অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কোন প্রতিবাদ বাহির হইবার পূর্বেই, সে সন্ন্যাসীর সম্মুখে ডেকের পাটাতনের উপর উপবেশন করিল। আমি প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াই, নিরস্ত হইলাম। ভাবিলাম, ধনী কন্যার বহুমূল্য বস্ত্রের প্রতি যদি দরদ না থাকে, তবে আমার প্রতিবাদের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসী-ঠাকুর আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া, মৃদু হাস্য-মুখে কহিলেন, "এমনই মায়াময় ধরণী, শ্রীকান্ত বাবু। মানুষ তুচ্ছ বস্তুর দিকে সদা-জাগ্রত-বোধ বজায় রাখে, কিন্তু সে নিজেই যে কিরূপ ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর তা' ভুলেও কোনদিন ভাবে কী?"

বাবাঠাকুরের আধ্যাত্মিক, উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা শুনিয়া মন আমার বিরূপ হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "একদিন মর্‌তে হবে ভেবে, মানুষ যদি সব কিছুকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকে, তবে এই পৃথিবী অতি বড় হতভাগার পক্ষেও বাসের উপযুক্ত থাকবে না। মানুষে

আর পশুতে সকল পার্থক্যবোধ উঠে যাবে। সমাজ-ব্যবস্থায় বিপর্যয় আসবে। মানুষ হবে উদাসীন।”

জটাধারীর মুখে হাসিটুকু তখনও লাগিয়াছিল, তিনি কহিলেন, “তাতে আপনার আপত্তি কেন, শ্রীকান্ত বাবু? আপনি তো শুনি সংসার ত্যাগ ক’রে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছেন। তখন পৃথিবী কি হবে আর না হবে, তা’ নিয়ে মাথা ব্যথার কি যুক্তি আপনার আছে শোনবেন কী?”

আমি চিরদিনই এই তর্ক জিনিষটাকে এড়াইয়া চলিতে ভালবাসি। কিন্তু আমি সকল অন্যায় সহ্য করতে পারি; পারিনা শুধু স্বেচ্ছাকৃত ভণ্ডামীকে। আমি দেখিলাম, সীতা অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। সে আমাদের আলোচনা শুনিতেছে কি-না নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। কহিলাম, সংসারী জীবন ভাল, না সন্ন্যাসী জীবন শ্রেয়, এ নিয়ে বহু তর্ক, বহু আলোচনা হ’য়ে গেছে। সুতরাং তা’ নিয়ে আলোচনার কোন সার্থকতা দেখতে পাইনে। কিন্তু আপনি দেখুন আর নাই দেখুন, আমরা তো দেখতে পাই, সংসারী-মানুষ, সমাজী-মানুষ বর্ত্তমানে কিরূপ দারুণ অন্নাভাবে কাতর হচ্ছে। অসংখ্য দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে, মাত্র কয়েকজন ধনী যদি ধনের অহেতুক অপব্যয় করেন, তবে আমার বিশ্বাস, তাঁরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে অপরাধী হচ্ছেন।”

অকস্মাৎ সীতা মৃদুশব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “আপনি সাম্যবাদীদের যুক্তি প্রয়োগ করছেন, শ্রীকান্ত বাবু।”

জটাধারী সশব্দে হাস্য করিয়া কহিলেন, “তুমিই শ্রীকান্ত বাবুকে রাগিয়েছ, মা।”

"আমি ?" সীতার দু'টী ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

জটাধারী কহিলেন, "হ্যাঁ, মা, তুমি। তুমি বিনা-আসনে ওই দামী সাড়ীখানাকে ধূলার স্পর্শ দিয়েছ ব'লেই, উনি ওই দারুণ অপব্যয় সহ্য করতে না পেরে—চটেছেন।"

সীতার সারামুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সে আমার মুখের উপর পদ্মচক্ষুদু'টীর আয়ত দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, "এখানে তো ধূলা নেই, শ্রীকান্ত বাবু ?"

আমি লজ্জিত হইয়া কহিলাম, "তোমার উপলক্ষ্য ছেড়ে দিলেও আমি এই দৃঢ় অভিমত পোষণ করি সীতা, যে অপব্যয়ে প্রশ্রয় দেওয়া কুবেরের মত ধনীর পক্ষেও উচিত নয়।"

জটাধারী কহিলেন, "এই বিশাল সীমাহারা জলধির বুক থেকে যদি কেউ এক কলসী জল বিনা প্রয়োজনে তুলে নেয়, তবে কি আপনার মতে অপব্যয় এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ নামে কথিত হবে, শ্রীকান্ত বাবু ?"

আমি দৃঢ়স্বরে কহিলাম, "বিনা প্রয়োজনে নষ্ট করার নাম, অপব্যয় তো নিশ্চয়ই, ঠাকুর। তা' ছাড়া সমুদ্র শুধু বিশাল নয়, মহাবিশাল বললেও ঠিক বলা হয় না। কিন্তু সীমাহীনও নয়, অসীমও নয়।" আমি এই কথা জোর গলায় বল্‌তে পারি যে, অপরাধ তা'তে যা'ই হো'ক না কেন, আপনার বিশাল জলধির এককলসী পরিমিত জলও কমে যাবে। তা'র বিশালত্ব, বিনা প্রয়োজনে অপব্যয়ের দরুণ, কলসীপ্রমাণ কম হবে।"

সীতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, জটাধারীবাবা কহিলেন, "যে ক্ষতি অদৃশ্য তা' নিয়ে মাথাঘামানোয় বিপদ আছে, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, অদৃশ্য ধূলিকণাও চোখে যাতনা দেয়, ঠাকুর। কোন লোকসানই তুচ্ছ নয়। কোনও অপব্যয়ই সমর্থন যোগ্য নয়।"

জটাধারী বাবার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "এই ধরণীর, ওই আকাশের, এই সমুদ্রের কোন কিছুই নষ্ট হয় না, শ্রীকান্ত বাবু। আপনি বলবেন, নষ্ট না হোক, অপব্যয় হ'য়। আমি বলি, অপব্যয় হয় না। আজ যে-অপব্যয় আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দিল, আবার সেই অপব্যয়ই, আমাদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে যথাস্থানের শূন্যতা পূরণ ক'রে দেবে। অপব্যয় ব'লে কোন শব্দ, শ্রীভগবানের অভিধানে নেই, শ্রীকান্ত বাবু।"

সীতা হাসিতেছিল, কহিল, "আপনার এই যুক্তি যদি কলকাতায় শুনতাম, কাকাবাবু, তা' হ'লে আমাদের বাড়ীর সরকার মশায়কে সান্ত্বনা দিয়ে আসতে পারতাম।"

সীতা কি বলিতে চাহে বুঝিতে না পারিয়া আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। জটাধারী কহিলেন, "তুমি কি বলতে চাইছ, মা?"

সীতার মুখে হাস্যরেখা মিলাইয়া গেল। সে কহিল, "সেদিন সরকার মশায়ের পকেট মেরে নাকি শ'দুই টাকা কেউ তুলে নিয়েছে। তিনি তো বুক চাপড়ে অস্থির হ'লেন। তাঁর এই দারুণ লোকসান আর অপব্যয় যাই বলুন, যখন কিছুই হয় নি, তিনি দু'শো টাকা হারিয়ে ঐ পরিমাণ দরিদ্র হ'লেন বটে, তবে অন্যে সেই পরিমাণে তো ধনী হ'ল? তা' হ'লে লোকসান আর হ'ল কৈ? যদিও, তাঁর মাইনে থেকে কিছু কিছু ক'রে প্রতি মাসে কেটে নিয়ে, ষ্টেটের ক্ষতিপূরণ

করা হবে, তা' হ'লেও………" সীতার কণ্ঠে কলকল ধ্বনিতে হাস্যধারা সজীব হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসীঠাকুরের যুক্তিকে সীতা উপহাস করিতেছে। তাহার প্রতি-ক্রিয়া কোন পথে হইবে ভাবিয়া, আমি ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া, জটাধারী ঠাকুরের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। তিনি কহিলেন, "তোমার বিশ্লেষণে একটু ভুল রয়ে গেছে, মা।"

সীতা কহিল, "দেখিয়ে দিন?"

জটাধারী কহিলেন, "তোমাদের সরকারের পকেট থেকে দু'শো টাকা গেছে সত্যি, তার জন্য তিনি সেই পরিমাণে দরিদ্র হ'য়েছেন ঠিক, কিন্তু আসল যে প্রশ্ন, সেই টাকার ক্ষতি কিছু হ'য়েছে কি, মা? টাকাটা, স্থান পরিবর্তন করেছে মাত্র, সেটা অপব্যয়ও নয়, নষ্ট হওয়াও নয়। তবে টাকাটাই যখন ঠিক রইল, তখন অপচয়ে বা লোকসানের প্রশ্ন তো উঠেনা, মা?"

সীতা সলজ্জমুখে নত দৃষ্টিতে চাহিল। ধীর স্বরে কহিল, "এবারে বুঝেছি।"

জটাধারী দুই বৃহৎ চক্ষু আমার মুখের উপর মেলিয়া কহিলেন, "আর আপনি?"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "না। কারণ আসল প্রশ্ন সমষ্টিগত ভাবে কোন জিনিষের কম-বেশীর উপর ভিত্তি ক'রে ওঠে নি। আসল প্রশ্ন আমার, অপব্যয়ের দিক দিয়ে। যখন সীতাদের দরিদ্র সরকার ভদ্রলোককে আজীবন ধরে ঐ সামান্য দু'শো টাকার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তখন টাকাটা পকেটমারের পকেটে ঠিক রইল কি রইল না, কোন

সান্ত্বনা সরকার মশায় পারেন না, তাঁকে ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। তবেই এক্ষেত্রে ঐ ঘটনাকে অপব্যয় বলতে কারুর আপত্তি থাকে, থাক। কিন্তু সরকার ভদ্রলোকের যে দারুণ লোকসান তথা অপব্যয় হ'ল, তা'তে কি সন্দেহ থাকে, ঠাকুরমশায় ?"

জটাধারী আমাকে চাপিয়া ধরিবার জন্য কহিলেন, "তা'তে কি প্রমাণিত হ'ল ?"

"এই হল যে, জগতে লোকসান আছে, অপহরণ আছে, এবং তার জন্য যখন দণ্ড ভোগের ব্যবস্থা আছে তখন অপব্যয়ের জন্য কেন যে, থাকবে না,এই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।" কথা শেষ করিয়া আমি সীতার দিকে চাহিতে দেখিলাম, যে আমার মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

জটাধারী কহিলেন, "মায়াময় দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, ওভাবেই দেখা যায় বটে, কিন্তু শ্রীকান্ত বাবু, একটু যদি গভীর ভাবে দেখেন,অপনারধারালো সব যুক্তিই হাস্যকর মিথ্যা রূপেই দেখিতে পাবেন। মৃত্যু সত্য, মৃত্যুর পরেই জীবনের আরম্ভ—মৃত্যুর পূর্বে নয়। এই সত্য যখন মানুষের ধারণা হয়, তখনই মিথ্যার ঘোর কেটে যায়—তা'র পূর্বে নয়।"

আমি ভাবিলাম, সন্ন্যাসীঠাকুর এইবার যে অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, সেখান হইতে তাঁহাকে চ্যুত করার শক্তি আমার নাই। ইচ্ছাও নাই। আমি প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য কহিলাম, "বর্মায় আপনি আর কখনও গিয়েছিলেন, বাবাঠাকুর ?"

জটাধারী হাস্যমুখে কহিলেন, "বুঝেছি। বেশ,এই ভাল। অহেতুক, আগ্রহহীন তর্ক বা আলোচনায় কোন শুভ ফল দেয় না। হাঁ, আর এক

কথা, আমাকে আপনি, ঠাকুর, বাবাঠাকুর, সন্ন্যাসীঠাকুর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে না ডেকে, জটাধারীবাবু ব'লে ডাকবেন। তা'সেত আমার বোঝবার সুবিধে এই হবে যে, আপনি আমাকেই ডাকছেন। তারপর, হাঁ, আমি ব্রহ্মদেশে এর পূর্বেও গিয়েছি, শ্রীকান্তবাবু।"

আমার মন হইতে যেন পাষাণ চাপ অপসৃত হইল! কেন এরূপ হইল, তাহার হেতু ভাবিতেও আমি লজ্জিত হইয়া উঠিলাম, যে রেঙ্গুনে পৌঁছিবার পর অপরিচিত দেশের অজুহাতে, পথের বন্ধুত্বের ওপর দাবী বসাবার কোন সঙ্গত কারণই আর কোন পক্ষেই রহিল না।

আমি চিন্তা করিতেছি, জটাধারীবাবু পুনশ্চ কহিলেন, "কেউ কি কারুর ভার বইতে পাবে, শ্রীকান্ত বাবু? যদি দয়াময়ের ইচ্ছা না হয়, তবে মানুষ একগাছি তৃণের ভারও বহন করিতে সমর্থ হয় না।"

আমি ভীত হইয়া ভাবিলাম, সন্ন্যাসীঠাকুর যখন মনের কথা পাঠ করিতে পারেন, তখন বিশেষ সাবধান না হইলে আর পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না। আমি কহিলাম, "তা ঠিক।"

এই সময় নিতাইচন্দ্র সন্ন্যাসীঠাকুরের সুবৃহৎ সৌখীন গড়গড়া ও বৃহৎ কলিকায় তামাকু সাজিয়া আনিয়া তাঁহার সন্মুখে রক্ষা করিল। জটাধারী প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিতাইয়েব দিকে একবার চাহিয়া হাতে সুদৃশ্য নলটি উঠাইয়া লইলেন। কহিলেন, "বহুরূপে ধূমপান করে দেখেছি, কিন্তু এই প্রথায় যে তৃপ্তি যে আনন্দ পাই আর কিছুতেই পাই না।" এই বলিয়া তিনি গড়গড়ায় ধ্বনির পর ধ্বনি উত্থিত করিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে দুই একটি করিয়া বহু নর-নারী ডেকে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। দেখিলাম, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই আকর্ষণের কেন্দ্র

বাবাঠাকুর। তাঁহারা বাবাঠাকুরকে নমস্কার করিয়া কুশলবার্তা আপ্যায়ণের ভিতর দিয়া আলাপ জমাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ইহার পর আর কোন আলোচনা সম্ভবপর নয় বুঝিয়া, আমি সীতার দিকে একবার চাহিলাম। সীতা আমার দৃষ্টির অর্থ অনুধাবন করিল, এবং নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমরা বাবাঠাকুরের সান্নিধ্য হইতে তাঁহার অলক্ষ্যে দূরে সরিয়া আসিলাম। সীতা কহিল, "আসুন, একটু বেড়িয়ে আসি।"

আমি কহিলাম, "চল। কিন্তু কোথায় যাবে?"

সীতা কহিল, "শুনেছি, হাজার দুই ডেক্ যাত্রী এই জাহাজে চলেছে। চলুন তা'দের সঙ্গে আলাপ করে আসি, আর কি ভাবে তারা আছে দেখে আসি।"

আমার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। কহিলাম, "কিন্তু সে দৃশ্য দেখলে তুমি তো সুখী হবে না, সীতা। মিথ্যে মন খারাপ করে লাভ কী?"

"আপনি আমাকে যে কি ভাবেন! একটু অপেক্ষা করুন, আমি একখানা চাদর নিয়ে আসি।" এই বলিয়া সীতা দ্রুতপদে কেবিন উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

আমি চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

৮

আমি সীতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময়ে নিতাইচন্দ্র আসিয়া কহিল, "দিদিমণি আপনাকে কেবিনে ডাক্‌ছেন দাদাবাবু।"

আমি হেতু বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, "কেন নিতাই?"

নিতাই প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "আমাকে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করুন, দাদাবাবু?"

আমি নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম, "অর্থাৎ তুমি জান না?"

নিতাই নীরবে রহিল। আমি কহিলাম, "চল, নিতাই!"

নিতাই কহিল, "আপনি যান, দাদাবাবু। আমার ওপর আরও হুকুম আছে।" এই বলিয়া নিতাই আমাকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল,

সীতার কেবিন দ্বারে উপস্থিত হইয়া, আমি বাহির হইতে ডাকিলাম "সীতা!"

সীতা কলকণ্ঠে কহিল, "ভিতরে আসুন, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি দ্বিধাগ্রস্থ চিত্তে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম, সীতা কোমল স্বরে পুনশ্চ কহিল, "আমাকে এইবারটি মার্জনা করতে হবে, আপনাকে। আপনার যে চা-খাবার সময় হ'য়েচে সে দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। অথচ এমন পোড়ারমুখী আমি যে,সেদিকে নজর না দিয়ে বেড়াবার সখ ক'রেছিলাম। বসুন, অমন ক'রে চেয়ে দেখছেন কী?"

আমি কহিলাম, "আমার সব কিছুই যে তোমাকে করতে হবে, এমন…………" সহসা সীতার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই আমি নীরব হইলাম। দেখিলাম, সীতার প্রফুল্লমুখ অকস্মাৎ ম্লান হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাহা মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে সীতা স্বাভাবিক স্বরে কহিল, "না, শ্রীকান্ত বাবু, তেমন কোন লেখাপড়া করা নেই। নেই বা রইল, লেখাপড়া। ভাগ্যক্রমে আপনার যখন দেখা পেয়েছি, অতীতে আপনকে জানবার যখন সুযোগ হ'য়েছে, তখন সব জেনে শুনেও কি আমি

নিশ্চিন্ত থাকতে পারি? স্বর্গ থেকে দিদি দেখে কি ভাববেন বলুন তো?" শেষের দিকে সীতার কণ্ঠস্বর করুণ হইয়া উঠিল।

আমি আর প্রতিবাদমাত্র না করিয়া, একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিলাম। এইমাত্র যে অপ্রীতির বাতাস বহিয়া গিয়াছে, তাহাকে সহজ সরল এবং স্বাভাবিক করিবার অভিপ্রায়ে কহিলাম, "দেখেছি, তুমিই আমাকে নষ্ট করবে, সীতা। মনে কর, যদি তুমি এই জাহাজে না যেতে, তা' হ'লে আমার দুর্দশার কি আর শেষ থাকত!"

আমার বলিবার দোষে বিপরীত ফল ফলিল। সীতা একখানি ডিসে খাবার সাজাইতেছিল, সে দীপ্তমুখে চাহিয়া কহিল, "বাজে যা' তা' বক্‌বেন না বল্‌চি। এই যে গত তিনটী বছর আপনি নিরুদ্দেশ হ'য়েছিলেন, তাতে আপনার কোন ক্ষতি হ'য়েছে শ্রীকান্ত বাবু? অবশ্য আমি পূর্বে ভাবতাম, যে দিদি ব্যতীত আপনার পক্ষে একটা দিনও স্বাধীন ভাবে চলা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তা' যে কত ভুল আমার, এখন বুঝতে পারছি।"

আমি কহিলাম, "ভগবানের রাজ্যে অক্ষম, অসহায়ের পক্ষে একটা না একটা অবলম্বন জুটে যায়, সীতা। তা'র প্রধান সাক্ষীই তুমি। তাই তো বলছিলাম, যদি তোমার দেখা ভাগ্যে না হত, তা হ'লে…"

সীতা আমাকে মধ্যপথে থামাইয়া দিয়া কহিল, দোহাই আপনার শ্রীকান্ত বাবু। বারবার ওকথা তুলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। ভাগ্য যে কা'র সুপ্রসন্ন, আপনি মুখে স্বীকার করুন আর না করুন, মনে তো জানেন, সেই ভাবেই আমি সুখী। এখন বলুন, রাত্রে আপনি কি খাবেন?

"আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই, সীতা। ভাগ্যে যা জোটে, তাই খাব।" এই বলিয়া আমি মৃদু হাস্য করিলাম।

সীতা কহিল, 'এতখানি লক্ষীছেলে কবে থেকে হয়েছেন, সত্যি, জানতে ইচ্ছা যায় আমার। এই যে, নিতাই, নিয়ে আয় বাবা গরম জল। শ্রীকান্ত বাবু বহুক্ষণ বসে আছেন।"

এক কেত্‌লী গরম জল একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া নিতাই কহিল, "জটাধারী বাবার গলা শুকিয়ে উঠেচে দিদিমণি, তাঁর দু'কাপ চা, আগে দিন।"

নিতাই দু'কাপ চা লইয়া বাহির হইয়া গেল, আমি কহিলাম, "তাঁর জন্য কিছু খাবার পাঠালে না যে, সীতা?"

সীতা কহিল, "তিনি চায়ের সঙ্গে কিছু খান না।"

"সবই তাঁ'র বিপরীত।" আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম, এবং সীতার আগাইয়া দেওয়া খাবারের সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম।

সীতা এক কাপ চা নিজের জন্য লইয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিল, "নিতাই?"

"এই যে দিদিমণি, এসেছি।" এই বলিয়া নিতাই কেবিনে প্রবেশ করিল।

সীতা, নিতাইয়ের হাতে এক গ্লাস চা ও কিছু খাবার তুলিয়া দিল। দেখিলাম, নিতাইয়ের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়াছে। আমি কহিলাম, "জটাধারী বাবু কি করছেন, নিতাই?"

নিতাই কহিল, "কাল রাত্রে যে দুজন সাহেব আর মেম সাহেব ইঞ্জিন বিগ্‌ড়েচে ভেবে ছুটে এসেছিল, আজ তারা এইবার বাবাঠাকুরকে নিয়ে পড়েচে, দাবাবাবু। বাবাঠাকুরও খুব জমিয়ে তুলেছেন।"

সীতা দুই বঙ্কিম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "জমিয়ে তুলেছেন, মানে ? কোন দিনই কি, কি ক'রে কথা বল্‌তে হয়, শিখতে পারবি না, নিতাই ?"

নিতাই কিছুমাত্র অপ্রতিভ্‌ না হইয়া কহিল, "আপনাদের আশীর্বাদে নিতাইচন্দ্র যা শিখেছে, তার বাবা ঠাকুরদা'ও কখনও এত শেখে নি দিদিমণি।" নিতাইচন্দ্র কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সীতা আমার উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি সরাইয়া রাখিয়া অন্য একখানি কৌচে উপবেশন করিয়া কহিল, "আপনি কি জন্য রেঙ্গুনে যাচ্ছেন, শ্রীকান্ত বাবু ?"

আমি প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিলাম, "কৈ, তুমি বেড়াতে যাবে না, সীতা ?"

সীতা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "আজ আর ইচ্ছে যাচ্ছে না। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না যে ?"

আমি নতমুখে কহিলাম, "উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই বলে'ই দিলাম না।"

অর্থাৎ ?" সীতার ভ্রূ দ্বয় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম, "তুমি আমার অতীত ইতিহাস জান না বলেই, ওই প্রশ্ন করেছ। যদি জানতে যে, আমি চিরদিনই—অবশ্য মাঝে কয়েকটা বছর ছাড়া ঘুরে বেড়িয়ে জীবন কাটিয়েছি, তা' হলে আর পণ্ডশ্রম স্বীকার করতে না।"

সীতা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল "ভবঘুরে জীবন কি খুব আনন্দময় ?"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। কহিলাম, "এ তোমার ঠিক সেই প্রশ্ন হ'ল, সীতা, যে চিরদুঃখী কি খুব সুখী?"

সীতা পলকহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি সেই দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া, মুখ নত করিয়া বসিলাম। কিছু সময় পরে সীতা কহিল, "তবে আপনি অমন জীবন বেছে নিয়েছেন কেন?"

আমি কহিলাম, "মিথ্যে তুমি শ্রম করচ, সীতা। কারণ তুমি কোনদিনই বুঝতে পারবে না যে, কেন, কোন মানুষ ভবঘুরে হয়, কেন, কোন মানুষ চিরজীবন দুঃখ ভোগ করে, আর কেনই বা কেউ স্বর্ণপালঙ্কে পালকের গদীতে শুয়ে নিদ্রা যাবার সৌভাগ্য অর্জন করে। কিন্তু আমি এইটুকু তোমাকে বলতে পারি যে, মানুষ কখনই স্বেচ্ছায় দুঃখময় জীবন বেছে নেয় না। সব কিছুই তা'র অবস্থার ওপর নির্ভর করে।"

সীতা ঈষৎ তপ্তস্বরে কহিল, "তা' করুক। কিন্তু আপনার পক্ষে পর্যাপ্ত এমন কোন অবস্থা বা হেতু আমার জানা নেই, যার জন্য আপনি এমন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াবেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "নেই?'

"না, নেই।" সীতা দৃঢ়স্বরে কহিল, আমি বিশেষ ভাবেই জানি, আপনার অর্থের অভাব নেই, যার জন্য আপনাকে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াতে হবে। আর বিপদ-আপদ তো সব মানুষেরই অ-বিচ্ছিন্ন সাথী।"

আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম, "ভবঘুরে জীবন যে একেবারে দুঃখ-ময় জীবন, এমন ধারণা তোমার হ'ল কেন, সীতা?"

সীতা একবার ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "না, খুব সুখের জীবন! ঝোড়ো পাতার মত নিরুদ্দিষ্ট পথে ছুটে বেড়ানো, কত যে সুখের, তা' যার এতটুকুও বুদ্ধি আছে সেই বুঝতে পারে। আপনি যাই বলুন, শ্রীকান্ত বাবু, আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি যত বেশী আতঙ্কিত হয়েছিলাম, ততবেশী হওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় নি।"

সীতার সুস্পষ্ট অনুযোগে আমার বলিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু দুঃখ করিবার উপাদান প্রচুর থাকিলেও আমি উপেক্ষা করিয়া কহিলাম, "আমি দুঃখীত সীতা, তোমাকে নিরাশ করেছি দেখে।"

সীতা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "কিন্তু ঠিক পরিমাণ মত রাগ হ'ল ত তো?"

আমি ম্লানহাস্যে কহিলাম, "আমি আর রাগ করি না, সীতা।"

সীতা কহিল, "অর্থাৎ রাগ সহ্য করবার উপযুক্ত পাত্র নেই, আপনারা উদাসীন মানুষের লক্ষণই তাই। কিন্তু একটা সত্য কথা স্বীকার করবেন?"

আমি কৃত্রিম মুখ ভার করিয়া কহিলাম, "আমি কি শুধু মিথ্যা কথাই স্বীকার করি, সীতা?"

সীতা প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া কহিল, "আচ্ছা, গত তিনটি বছর ছিলেন কোথায়?"

আমি হাসিয়া উঠিয়া কহিলাম, "সন্ন্যাসী-ঠাকুরের মত নিশ্চয়ই কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে ছিলাম না, সীতা। ভবঘুরে ব্যক্তি শুধু ঘুরেই বেড়িয়েছিলুম।"

"কিন্তু কেন? আনন্দ পান ব'লে?" সীতা প্রশ্ন করিল।

আমি আলোচনার ইতি করিবার জন্য কহিলাম, "মনে কর তা'ই।"

সীতা ক্ষণকাল একদৃষ্টে দ্বারের উপর চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি বোধ হয় রেঙ্গুনেই থাকবেন?"

আমি কহিলাম, "কেন তুমি আমার কথা ভেবে, পণ্ডশ্রম করচ সীতা? যারা ভবঘুরে, ঘুরে বেড়ানোই যাঁদের জীবনধারণের মূলধন, তা'রা কি কখনও একস্থানে চুপ করে ব'সে থাকতে পারে?"

সীতা কোন জবাব দিল না। এমন সময়ে দ্বারের বাহির হইতে নিতাইচন্দ্র কহিল, "বাবাঠাকুর জপে বসেছেন, দিদিমণি।" বলিতে বলিতে নিতাই দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সীতা যেন ঘুম হইতে উঠিল, এমন ভাব দেখাইয়া কহিল, "বাবা-ঠাকুরের কি হয়েছে, নিতাই?"

নিতাই কহিল, "কিছু হয় নি, দিদিমণি। জপে বসেছেন।"

সীতা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তাঁর রাতের খাবারের বন্দোবস্ত হয়েচে?"

নিতাই প্রসন্ন মুখে কহিল, "তা আবার হয় নি, দিদিমণি! তাঁরও হয়েচে, আমারও হয়েচে। কিন্তু আপনি যে রোজ উপোষ দিচ্ছেন, এতে কি শরীর ভাল থাকবে, দিদিমণি?"

সীতা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "আবার পাকামো আরম্ভ করলি, নিতাই?"

নিতাই মুখ ভার করিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "সাধে করতে হয়, দাদাবাবু? রাজাবাবু আমাকে হুকুম দিয়েছেন, নিয়ে যাবার জন্য। তবে দিদিমণি যদি জাহাজের খাবার কিছু না খান, তবে তিন-চার দিন কি ক'রে থাকবেন বলুন তো, দাদাবাবু?"

ইহা আমার নিকট নূতন এবং অভিনব সংবাদ। আমি সবিস্ময়ে সীতার দিকে চাহিতেই, সে প্রথমে নিতাইকে বাহিরে যাইবার জন্য আদেশ দিয়া আমাকে হাস্যমুখে কহিল, "হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে কি ক'রে এই সব ম্লেচ্ছ-খাবার খাই বলুন তো? কিন্তু তা ব'লে কি আমি উপবাসী আছি? তা' আদপে নয়। বাড়ী থেকে, দেখতেই পাচ্ছেন, এত খাবার এনেছি যে, দিনরাত খেলেও সাতদিনে ফুরুবে না। কিন্তু বেশী মিষ্টি কি খাওয়া যায়? নিতাইয়ের সব বাড়াবাড়ি!"

আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম, কহিলাম, "বিপদের কথা বই কি! আমার তো ধারণা ছিল, তোমার ওসব ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নেই। কিন্তু এমন ভাবে তো আর চলতে পারে না, সীতা? তোমার শরীর ভেঙ্গে যাবে যে!"

সীতা হাসিয়া কহিল, "কি যে বলেন আপনি! তিন-চার দিন ভাত না খেলে মানুষ ম'রে যায় না। তা ছাড়া আমি তো দু'বেলা পেটপুরে এসব খাচ্ছি। বাজে কথা যেতে দিন। চলুন, একটু ডেকে গিয়ে বসি।"

আমি কহিলাম, "একটা উপায় আমি করতে পারি। কিন্তু তুমি খেতে পারবে কী?"

সীতার নিস্পৃহভাব বিলীন হইল। সে কহিল, "কি শুনি?"

আমি কহিলাম, "নীচের ডেকে, হিন্দু-ভেণ্ডার আছে। তা'কে দিয়ে গরম-পুরী ভাজাবার বন্দোবস্ত হ'তে পারে। কিন্তু তোমার খাওয়া চল্‌তে পারে কি না সমস্যা তো সেইখানেই!"

সীতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "চল্‌বে না কেন? আমি কি সোনা-ভাতে

ঝাপো-ভাজা খাই যে, পুরী লুচি খেতে পারব না? কিন্তু কে, একথা নিতাইচন্দ্র তো ভুলেও আমার কানে তোলে নি? তা হ'লে কি আমি এমনি শুধু শুধু উপোস দিযে কাটাই? মিষ্টি কি কেক্, বিস্কুট আর কত খেতে পাবা যায? এমনি অবস্থা হযেচে যে, ওসবের কথা মনে পড়লেই আমার গা বমিবমি করে।"

আমি উঠিযা দাঁড়াইলাম। সীতা ব্যগ্র স্বরে পুনশ্চ কহিল "এ-কি উঠলেন যে? ডেকে যাবেন না?"

আমি কহিলাম, "যাব। তার পূর্বে আমি একবার নীচের ডেক থেকে ঘুরে আসছি।"

আমি কেবিনের বাহিরে আসিযা দেখিলাম নিতাইচন্দ্র অদূরে দাঁড়াইযা রহিযাছে। তাহাকে সঙ্গে করিযা হিন্দু ভেণ্ডারের উদ্দেশ্যে গমন করিলাম।

৯

সীতার জন্য গরম পুরীর বন্দোবস্ত করিযা, আমি যখন ডেকে ফিরিয়া আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জটাধারী ঠাকুরকে ঘিরিযা বহু নর নারী গোলাকার হইযা ডেক্ চেয়ারে বসিযাছে। বাবাঠাকুর একটি ইউরোপীয়ান্ তরুণী মেয়ের হস্তরেখা পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

দেখিলাম, শ্রীমতী সীতা এই জনতা হইতে দূরে একান্তে একখানি চেয়ারে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তরুণী মেয়েটীর কোন্ ভাগ্য গণনা করিতেছেন

জানিবার জন্য আমার অসীম কৌতূহল হইল। আমি নিঃশব্দে ঠাকুরের পার্শ্বে একটি শূন্য চেয়ারে উপবেশন করিলাম। শুনিলাম, তিনি মেয়েটাকে বলিতেছেন, "তুমি যার সঙ্গে রেঙ্গুনে চলেছ, তিনি কি ডেকে আছেন?"

ইউরোপীয়ান্ তরুণীর মুখে সবিস্ময় ভাবটা ফুটিয়া উঠিল। সে একবার চারিদিকে চক্ষু বুলাইয়া লইয়া কহিল, "না, তিনি এখানে নেই।"

জটাধারী ঠাকুর নতকণ্ঠে কহিলেন, "ওই ব্যক্তিকে যদি বিবাহ কর, তবে শুধুই তোমার ধনের অপচয় হ'বে, তুমি সুখী হ'বে না।"

মেয়েটার দু'টা চোখ বিস্ফারিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের মুখের উপর নিবদ্ধ রহিল। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, মেয়েটার দু'টা চক্ষুতে বহু প্রশ্ন ভিড়্ করিয়া আসিয়াছে। মেয়েটা বিস্ময়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কহিল, "আমি যে ওঁকে বিবাহ করব, বা আমার ধন আছে, আপনি কি ক'রে জানলেন সাধু?"

জটাধারী মৃদু হাস্য করিলেন, কহিলেন, "তোমার ও-সব অবান্তর প্রশ্ন, মিস্। আমি যা বলেছি, তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাকে নির্বোধ প্রশ্ন ক'বো না। আচ্ছা, তুমি কি বড় ঘরের এবং ধনীর কন্যা নও?"

মেয়েটা নত স্বরে কহিল, "আমার বাবা লর্ড ছিলেন। আমিই বাবার একমাত্র সন্তান। আর আমি যা'কে বিবাহ করতে চলেছি, তিনি…"

জটাধারী ঠাকুর বাধা দিয়া কহিলেন, "তিনি যা'ই হোন, তুমি যদি আমার পরামর্শ নিতে চাও, তবে তাঁকে বিবাহ করতে যেয়ো না।"

মেয়েটা কাতর স্বরে কহিল, "কিন্তু আমি যে তাঁকে ভালবাসি, সন্ন্যাসী?"

জটাধারীর মুখে করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "মা,

তোমার নিজের সুখের বিনিময়েও কি ভালবাসা বড় হ'য়ে উঠবে? প্রতারিত-ভালবাসা, কি কখনও সুখী করতে পারে, মা?"

সন্ন্যাসীর মা-সম্বোধনে তরুণীর মুখ লজ্জারাগে রক্তিম হইয়া উঠিল। সে ধীর স্বরে কহিল, "আপনি এই কথাই বলছেন সন্ন্যাসী যে, আমি প্রতিদান পাব না?"

"ঠিক তাই বল্‌ছি, মা! অতুল ঐশ্বর্যের লোভে যে-নিখুঁত অভিনয় তোমাকে ঘিরে চলেছে, তোমার সাধ্য কি মা, তা সাচ্চা কি ঝুটা বুঝতে পারো? আমি বুঝেছি, আমার কথায় তুমি আঘাত পেয়েছ। কিন্তু যে আঘাত তোমার জন্য শক্তি সংগ্রহ করবে, তাঁকে যদি সহ্য করতে না পারো, সতর্ক না হও, ওই ব্যক্তিকেই বিবাহ করো, তবে তখনই বুঝতে পারবে, সেদিনের দুর্বহ বেদনার তুলনায় বর্তমানের এই বেদনা কিরূপ তুচ্ছ, কিরূপ নগণ্য ছিল।"

ইংরাজ তরুণীর দু'টী চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। সে করুণস্বরে কহিল, "আমি তবে কি করব সন্ন্যাসী?"

জটাধারী কহিলেন, "তোমার মা'র কাছে ফিরে যাও।" এই বলিয়া তিনি তরুণীর বাম হাতটি পুনশ্চ টানিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলেন, এবং কহিলেন, "একটা কাজ করতে পারবে, মা? তা' হ'লে তোমার সন্দেহ বোধ হয় নিরসন ক'রে দিতে পারি।"

মেয়েটীর মুখ আগ্রহে, আনন্দে ঝল্‌সিয়া উঠিল। সে কহিল, "কি বলুন?"

"তোমার ফিঁয়াসে অর্থাৎ ভাবী-স্বামীকে একবারে কোন ছলে আমার কাছে আনতে পারো, মা? আমি তা' হ'লে বলতে পারি, তাঁ'র প্রতারণার কেন্দ্র কোথায়। পারবে, তুমি?" সন্ন্যাসী ঠাকুর নতস্বরে প্রশ্ন করিলেন

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। জটাধারী ঠাকুর মৃদু হাসিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "কিন্তু মা, তোমাকে খুব চতুরতার সঙ্গে তাঁকে আনতে হবে। ভুলেও আমার ভবিষ্যদ্বাণী যেন তাঁ'র কাছে প্রকাশ ক'রে দিও না।"

ইংরাজ-তরুণী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত-বিস্ময়ে এই অসাধারণ শক্তিশালী সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়াছিলাম, তিনি অন্য একজন ভদ্রলোককে হস্ত-প্রসারিত অবস্থায় আসিতে দেখিয়া কহিলেন, "আজ আর না। কাল যদি সময় পাই, দেখ্‌ব। ঐ মেয়েটির কাজ এখনও শেষ হয় নি।" এই বলিয়া তিনি আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনারা বোধ হয় বিস্মিত হ'য়েছেন, শ্রীকান্ত বাবু?"

"আপনারা!" আমি পিছনদিকে চাহিতেই দেখিলাম, শ্রীমতী সীতা আমার পার্শ্বে অন্য একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে। কোন্ সময়ে যে সে উঠিয়া আসিয়াছে, আমি জানিতে পারি নাই। আমি মৃদু হাসিয়া জটাধারী ঠাকুরকে কহিলাম, "সত্যই আমি বিস্মিত হয়েছি। আমাদের সামুদ্রিক-বিজ্ঞান যে এতখানি উন্নত হয়েছে, ইতিপূর্বে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। আমার জীবনে, আমি যে-সব জ্যোতিষির সংশ্রবে এসেছি, তাঁদিকে এমন নির্ভুল, বিস্ময়কর ভাবে বর্তমানের সঙ্গে কারবার করতে দেখি নি। সর্বক্ষেত্রেই সুদুর ভবিষ্যৎ এবং অতীতের সঙ্গেই তাঁদের যা' কিছু লেন-দেনের হিসাব শুনেছি।"

জটাধারী কহিলেন, "ফাঁকি দিয়ে, চালাকী ক'রে, শুধু প্রতারণা করাই চলে, সত্যের সাক্ষাৎ মেলে না, শ্রীকান্ত বাবু। আমি কায়মনোপ্রাণে এই বিজ্ঞানের সাধনা করেছি—ফল পেতেও দেরী সয় নি। এই যে মেম্ সাহেব, সাহেবকে ধ'রে এনেছে।"

পূর্বোক্ত ইংরাজ-তরুণী, লর্ডের কন্যা, তাহার ভাবী-স্বামী যুবককে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। সীতার আদেশে, নিতাই একখানি ডেক্‌ চেয়ার আনিয়া দিলে, যুবক ও যুবতী উভয়েই উপবেশন করিল। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, যুবকের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ও বিষণ্ণভাব ধারণ করিয়াছে। সে যে তরুণীর অনুরোধে সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা তাহার মুখভাব দেখিয়া অনুমান করা কাহারও পক্ষেই কষ্টসাধ্য ছিল না।

জটাধারী ঠাকুর সদয় হাস্যে যুবকের মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে অমন নোংরা চিন্তা করতে নেই, সাহেব। আমি একজন সন্ন্যাসী মাত্র। আমাকে এত ভয় করবার কি আছে বলুন তো?"

ইংরাজ যুবকের মুখে ক্রোধের পরিবর্তে, উৎকণ্ঠা মিশ্রিত বিস্ময়-আভাষ ফুটিয়া উঠিল। সে তপ্ত স্বরে কহিল, "আমি এসব ভণ্ডামি বিশ্বাস করি না। আর তারই জন্যে তোমার কাছে আসি নি। শুধু..."

"বুঝেছি বাবা, বুঝেছি। দেখি আপনার হাতখানা?" এই বলিয়া সাহেব বাধা দিবার পূর্বেই, জটাধারী ঠাকুর যুবকের হাতটি টানিয়া লইলেন, এবং ক্ষণকাল নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, এবং কহিলেন, "হ'য়েচে। এবার আপনি যেতে পারেন।"

যুবক সক্রোধে কহিল' "হয়েচে! কি হ'য়েচে? বুজরুক, ভণ্ড!"

যুবকের অভদ্রতায় আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, এবং কিছু বলিবার পূর্বেই, জটাধারী আমার দিকে মৃদু হাস্যমুখে চাহিয়া ইঙ্গিতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী, সাধুরা অমন সহজে তা'তে না, বাবা। তা' ছাড়া আমি তো জানি,

তোমার কাছে এর বেশী ভাল আচরণ প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ যা'র জন্মের পর, মা তা'কে রাস্তায় ফেলে দেয়, পরে অর্ফ্যান-হোমে যা'র বাল্যকাল কাটে, যা'র পিতৃ-পরিচয় নেই, তার কাছে কোন ভদ্র-ব্যবহার আশা করে শুধু বাতুল ব্যক্তিতে।" এই বলিয়া জটাধারী, যুবকের ক্রোধকম্পিত কলেবরের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "কিন্তু তোমাকে আমি সতর্ক ক'রে দিচ্ছি সাহেব, যদি সম্ভব হয়, তবে রেঙ্গুনে যেও না। যদি যাও, তবে তোমার লোভনীয় ভবিষ্যৎ চিরতরে নষ্ট হবে। যাও! নিজেকে সংযত কর, বাবা। তোমার মত এক ডজন ছেলেকে, আমি অবলীলাক্রমে সমুদ্রে ফেলে দিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি সহসা সশব্দ হাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজ-যুবক একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জটাধারীর দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আমি ইংরাজ তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম মেয়েটীর দুই চক্ষু ভাসাইয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সে অতি কষ্টে সন্ন্যাসীকে কহিল, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনি আমাকে—"বলিতে বলিতে তরুণী নতমুখে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার রূঢ়তায় বহুক্ষণ অবধি আমাদের কাহারও মুখে কোন কথা বাহির হইল না। আমরা স্ব স্ব চিন্তাভারে আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

১০

"তোমরা গল্প করো, মা। আমি একটু বেড়িয়ে আসি।" এই বলিয়া জটাধারী ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কোনদিকে না চাহিয়া কেবিনের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

সীতা কহিল, "অদ্ভুত!"

"অদ্ভুতই বটে, সীতা। এস, আমরাও একটু ঘুরে বেড়াই।" এই বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

সীতা আমার পশ্চাতে চলিতে চলিতে কহিল, "মেয়েটার ব্যথায় আমার মনে যেন পাষাণ চাপ বসেছে। আমি শুধু ভাবছি, সে এই ক্ষতি সহ্য করবে কি ক'রে!" এই বলিয়া সীতা সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং পুনশ্চ কহিল, "আসুন, এইখানে বসেই গল্প করি। ঘুরে বেড়াতে আদৌ ইচ্ছে যাচ্ছে না।"

আমি সম্মতি জানাইয়া কহিলাম, "বেশ।"

উপবেশন করিয়া সীতা কহিল, "আচ্ছা, শ্রীকান্ত বাবু মেয়েটাকে তো সাহেব পীড়নও করতে পারে?"

আমি বুঝিলাম, ওই ব্যাপারে সীতার মন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "না, তা' পারে না, সীতা। কারণ মেয়েটী এখনও তা'কে বিবাহ করে নি।"

সীতা ম্লান স্বরে কহিল, 'তা'ই বিবাহ অনেক ক্ষেত্রেই সুখের হয় না। তাই না, শ্রীকান্ত বাবু?'

সীতা কি বলিতে চাহিতেছে, বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, "আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পারি নাই, সীতা।"

সীতা যেন আপনাকে আপনি কহিল, "বিবাহের পূর্বে ওদের কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা পরস্পরকে জান্‌বার, বোঝ্‌বার। কিন্তু তবুও কিছুতেই যে কিছু হয় না, তা' যেমন আজ দেখ্‌তে পেলাম, এমনটি আর কখনও দেখি নি। আচ্ছা, কেন এমন হয়, শ্রীকান্তবাবু?"

আমি বিভ্রান্ত হইয়া কহিলাম, "কি হয়, সীতা?"

সীতা যেন এতক্ষণ আচ্ছন্ন হইয়া কথা কহিতেছিল, সহসা সচকিত হইয়া, আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মুখে মৃদু লজ্জার আভাব ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনিই বলুন তো, কোন প্রথা ভাল? চোখে কাপড় বেঁধে, বাপ-মা, অভিভাবকদেব, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতের হাতে আমাদের সমর্পন করা, না ওদের ওই পরস্পরকে জানা-চেনার জন্য বহু সময় নিয়ে, পরে ইচ্ছামত স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন করা?"

আমি কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "আমার অভিমতের কোন মূল্য নেই, সীতা।"

সীতা কহিল, "মূল্য আছে কি, না আছে, সে বিচারের ভার অপরেব। আপনি দয়া ক'রে আমার উদ্বেগ দূর করুন, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, "সত্যি বল্‌তে কি সীতা, এই দুই প্রথার মধ্যে কোনটা ভাল, আর কোনটা মন্দ বিচার কববাব মত অভিজ্ঞতা বা বিশ্লেষণ শক্তি আমার নাই। তবে আমার মতে, যে বস্তুর সঙ্গে আমরা সম্যকভাবে পরিচিত নই, এবং যা আমাদের কাছে একান্ত রূপে অপরিচিত, সে বস্তুর অনুকরনে সুফল দেবে না। বিশেষ ক'রে পশ্চিমের জলবায়ুতে যা সহ্য হয়, পূবের জলবাতাসে তা' সহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক হ'বে।"

সীতা কহিল, "ওই কি আপনার যুক্তি হ'ল, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "যুক্তি তো আমি দিই নাই, সীতা। শুধু আমার অভিমত ব্যক্ত করেছি।"

সীতা ঈষৎ তপ্ত হইয়া কহিল, "অভিমতই বলুন, আর যুক্তিই বলুন, ওসব অনেক কিছুই আলোচনা আমি শুনেছি। কিন্তু প্রশ্ন তো আমার তা নয়। প্রশ্ন আমার, এই যে জানা-চেনার—জন্য ওদের এত সময় অপব্যয় হয়, তার বিনিময়ে কি ওরা আসল জিনিষটি লাভ করে?"

আমি কহিলাম, "কে আর করে, সীতা? এই তো চোখের ওপরই দেখতে পেলে, লর্ডের মেয়েটির মত একটি শিক্ষিতা মেয়েকেও দীর্ঘকাল-ব্যাপী জানা-চেনার অভিনয়ের মাঝেও প্রতারিত করা চলে। তাই আমি বলি, কাজ কি ওসব ঝঞ্চাটে। জীবনটাই যখন একটা প্রকাণ্ড জুয়া-খেলা, তখন চোখ বুঝে যা হাতে ঠেকে তা'ই মাথায় তুলে নেওয়া ভাল। তা'তে সব সময়েই যে ঠকতে হয় এমন কিছু নয়। জিত্‌ও তো মাঝে মাঝে হয়ে থাকে!"

সীতা অপ্রসন্ন-মুখে কহিল, "আপনার আজ কি হ'য়েছে বলুন তো? এমন একটা গুরুতর সমস্যা, অমন লঘুভাবে আলোচনা করছেন কেন? মাঝে মাঝে জিত্‌ হয়, এ আবার কেমনতর, কথা?"

সীতার রাগ দেখিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, সর্বক্ষেত্রেই জিত্‌ হয় বললে যদি সুখী হও, তবে তা বল্‌তেও আমার আপত্তি নেই।"

সীতা রাগ দেখাইতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "সত্যি বল্‌ছি, আপনার ওপর আমার এমন রাগ ধর্‌চে!"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, "রাগ ধর্‌চে! কিন্তু কেন, সীতা?"

সীতা গম্ভীর মুখে কহিল, "এই যে কল্‌কাতায় দলে দলে মেয়েরা শিক্ষিতা হ'য়ে, পশ্চিমা-প্রথায় জানা-চেনার অভিনয়ের অনুকরণ করতে গিয়ে যে ফল পাচ্ছে, তা' কি আপনি কোনদিন চোখ চেয়েও দেখেন নি? আজ জানা-চেনা অভিনয়ের আর অন্ত নেই! ফলে, ফলও ঠিক পশ্চিমের মত হ'তে আরম্ভ হয়েচে। অধিকাংশ শিক্ষিত মেয়েরই বিবাহ হচ্ছে না।"

আমার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। কহিলাম, "নারীর জীবনে বিবাহটাই একমাত্র কাম্য বস্তু নাও হ'তে পারে।"

আমার কথা শুনিয়া সীতা ক্ষণকাল অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের উপর চাহিয়া রহিল। পরে মুখ নত করিয়া কহিল, "না, আপনার সঙ্গে এ বিষয়ের আর আলোচনা করতে চাই নে।"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "আমার অপরাধ, সীতা?"

সীতা কোন জবাব দিলনা! নীরবে অর্থহীন দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

বুঝিলাম সীতা রাগ করিয়াছে। কহিলাম, "তুমি আমাকে ভুল বুঝেচ, সীতা। আমি তোমার মত শিক্ষিতা মেয়েদের মুখেই যে প্রশ্ন শুনেছিলাম, তা'রই পুনরাবৃত্তি করেছি মাত্র। নইলে আজ পশ্চিমা-প্রথার অনুকরণে যে নোংরামির স্রোত ছেলেমেয়েদের ঘিরে বইতে সুরু করেছে এবং পরিণাম ভেবে যে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, সে তথ্যও আমার কাছে অজানা নেই। কিছুকাল পূর্বে-ও এমন কি অদ্যাপি বহু পল্লীগ্রামে বালিকা-বিবাহ প্রথা বজায় আছে। বাপ-মা-অভিভাবকের দল, ছেলেমেয়ে নিজেরা পরীক্ষা ক'রে তাদের ছেলে-মেয়েদের স্বামী-স্ত্রী নির্বাচিত ক'রে দেন। প্রকৃত বাঙ্‌লা, প্রকৃত বাঙালী

সহরে দেখতে পাবে না। বাঙ্‌লা ও বাঙালীর আত্মা পল্লীগ্রামেই শুধু বেঁচে আছে। চিরদিন সেখানেই বেঁচে থাকবে। সহরের পঙ্কিল আবর্ত দেখে যারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, তাঁদের বলি, আতঙ্কের কোন হেতুই নেই।"

সীতা কহিল: "নেই কেন?"

"নেই ব'লেই নেই। নদীর যেখানে স্রোত থাকেনা, সেখানের জলেই পাঁক জমে। ধর্মহীন, সমাজ-বন্ধনহীন, চরিত্রহীন মানবগোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল এই সহর। সেখানে যদি ব্যভিচারের স্রোত না বইত, সেখানে যদি জঘণ্য অনুকরণের স্পৃহা নরনারীর মনে না জাগ্‌ত, তবেই হ'ত বিস্ময়ের কথা। যত রকমের নিদারুণ পাপ আছে, যত প্রকারের নীচ কামনা আছে, সবই সহরে অতি যত্নে লালিত হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচার, অনাচার নিয়েই সহরের সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছে। তবেই সেখানের বিষয় নিয়ে, যখন কেহ সারা বাঙ্‌লার বিচার করতে যান, তিনি ভুল করেন। পবিত্র, শুচি, সনাতন বাঙলার সহরে দেখা পাবে না, সীতা। তিনি বাস করেন, মূর্খ, অজ্ঞ, দীন-দরিদ্র পল্লীবাসীর নর-নারী আপনভোলা হৃদয়ে।"

সীতার দুই চোখে সশ্রদ্ধ ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "কিন্তু এই সহরই তো পল্লীগ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করে, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "ভুল সীতা, ভুল। বরং পল্লীর নিরক্ষর চাষীরাই, সহরের তথাকথিত আভিজাত সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখে, অন্ন যোগায়। পল্লীবাসীরা যদি সহরকে বয়কট্ করে, তবে একটি সপ্তাহও সহরবাসীদের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। কিন্তু তোমার প্রশ্ন এই

যে, বিবাহের জন্য পশ্চিমা-প্রথা ভাল, না আমাদের প্রথা শ্রেয়। কিন্তু আমি বলি সীতা, কাজ কি আমাদের তর্কে, কাজ কি আমাদের আলোচনায় একবার পল্লীর দিকে শুধু চেয়ে দেখ, স্মরণাতীত কাল থেকে যে-প্রথায় আজ পর্যন্ত আপন অস্তিত্ব,আপন বৈশিষ্ট তারা বজায় রাখতে সক্ষম হ'য়েছে, সেই প্রথাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। আমাদের অল্প-বুদ্ধির ভ্রমে নাই-বা পশ্চিমা-বিষ সেখানে সঞ্চারিত করলুম? সহর বিষ খেয়েছে, বিষে জরজর হ'য়ে উঠেছে, এইবার তা'র মৃত্যু হবে। তা'কে নিজের পথে মরতে দাও, এই আমা'র তোমাদের কাছে অনুরোধ।"

সীতা হাসিয়া উঠিল; কহিল, "অনুরোধ করতে হবে না, শ্রীকান্ত বাবু। যে মরতে বসেছে, সে মরবেই—সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীও তা'কে বাঁচাতে পারবে না।"

এমন সময় নিতাইচন্দ্র আসিয়া কহিল, "গরম পুরী এনেছি, দিদিমণি। শীগ্‌গীর আসুন, জুড়িয়ে গেলে খেতে পারবেন না।"

সীতা আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আসুন"

আমি সবিস্ময়ে কহিলাম, "আমি?"

হ্যাঁ, আপনি। কিন্তু কেন, মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন বলুন তো? আসুন।" এই বলিয়া সীতা উঠিয়া দাড়াইল।

আমি ব্যর্থ প্রতিবাদ হইবে জানিয়াও কহিলাম, "কিন্তু আমি যে শুধু একা তোমার জন্যই পুরীর অর্ডার দিয়েছিলাম!"

"আর আমি আপনার জন্যও অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়েছি। কিন্তু কেন এত বাজে কথা বলেন, বলুন তো? শীগগীর আসুন।" এই বলিয়া সীতা অগ্রসর হইল।

আমি নিরুপায় হইয়া, সীতার আদেশ প্রতিপালন করিতে তাহার পশ্চাতে অনুগমন করিলাম।

১১

আমার ক্ষুধা ছিল না। সীতার একান্ত অনুরোধে কিছু আহার করিয়া, বাহিরে আসিবার পূর্বে কহিলাম, "তুমি কি ডেকে আর যাবে, সীতা?"

সীতার ভ্রু দু'টী কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কয়েক মুহূর্ত বোধ হয় আমার মনোভাব অবগত হইবার জন্য আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে কহিল, "আপনার যদি ঘুম পেয়ে থাকে, ঘুমুন-গে। আপনাকে আজ আর বিরক্ত ক'র্‌ব না।"

আমি বুঝিলাম, সীতার অভিমান হইয়াছে। কিন্তু অনর্থক বাদানুবাদ করিয়া তাহার আহারের বিলম্ব করিতে ইচ্ছুক না হইয়া কহিলাম, "সেই ভাল।" এই বলিয়া আমি ধীরে ধীরে কেবিনের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

জটাধারীবাবার কেবিনের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম নিতাই চন্দ্র-গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং কেবিনের দ্বার অর্ধ উন্মুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলে, নিতাই ইঙ্গিতে কক্ষ দেখাইয়া নতস্বরে ইসারার সহিত কহিল, "বাবাঠাকুর ভোজনে বসেছেন।"

আমি দ্বারের পার্শ্বে মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইলাম পরে মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া যেমন ব্যবধানটুকু অতিক্রম করিয়া যাইব,

শুনিলাম, বাবাঠাকুর গম্ভীর ও গাল-ভরা স্বরে ডাকিতেছেন, "শ্রীকান্তবাবু—এদিকে শুনুন।"

আমার পলাইবার আর পথ রহিল না। কিন্তু জটাধারীবাবা সেই মুহূর্তে যে-সব বস্তু গলাধঃকরণ করিতেছেন, কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিলাম। তৎসত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক মনে দ্বার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "আমাকে ডাক্‌ছেন?"

জটাধারী কোন একটা বস্তুতে একটি কামড় বসাইয়া বিকৃত হাস্যমুখে কহিলেন, "তা' আপনি শুনেছেন। কিন্তু আমি যা' তৃপ্তি সহকারে আহার করতে পারি, আপনি তা' চোখে দেখতেও ঘৃণা বোধ করেন, এতখানি বাড়াবাড়ি তো ভাল নয়, শ্রীকান্ত বাবু? আসুন ওই কৌচটায় বসুন। আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'

আমি দ্বিধাগ্রস্থচিত্তে কহিলাম, "আপনার আহারের সময় নেই-বা বিরক্ত করলুম। আমি না হয় একটু পরেই ঘুরে আসছি।"

দেখিলাম, জটাধারী ঠাকুর টলিলেন না। তিনি আমার অনিচ্ছাকে কিছুমাত্র আমল না দিয়া কহিলেন, "না, আপনি আসুন। আমিআহারের সময় কথা বলতে অত্যন্ত ভালবাসি।"

হায় রে আমার অদৃষ্ট! উনি ভালবাসেন—অখাদ্য কুখাদ্যগুলি বেপরোয়াভাবে আহার করিবেন, আর আমাকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে! পরিত্রাণের কোন পথই না দেখিযা ধীরে ধীরে তাঁহার শ্রীমুখে কথিত কৌচটীর উপর জড়সড় ভাবে উপবেশন করিলাম। নাসিকায় সাহেবী খানার দুর্গন্ধ কিংবা সুগন্ধ জানিনা, প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্' কাজটুকু সমাধা করিয়া দিয়া, কিছুপূর্ব্বে

যাহা গিলিয়াছি, তাহা, এবং তাহার পূর্বে, প্রথম অন্নপ্রাশন দিনটি হইতে যত কিছু উদরে পাঠাইয়াছি, সবই বাহিরে আসিবার জন্য পেটের ভিতর কোলাহল বাধাইয়া বমনেচ্ছা উদ্রেক করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ জটাধারী কহিলেন, লবঙ্গ আছে?"

হঠাৎ লবঙ্গের কি প্রয়োজন হইল তাঁহার, বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, "আছে।" দেব? পকেটে হাত ভরিয়া কয়েকটা লবঙ্গ বাহির করিলাম।

তিনি কহিলেন, আমাকে নয়, আপনার মুখে দিন।" জটাধারী বাবা মৃদু হাস্য করিলেন।

তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, সন্ন্যাসী মনের কথা বুঝিতে পারেন। আমি সাবধান হইলাম, এবং লবঙ্গগুলি মুখে দিতেও বিলম্ব করিলাম না। কাজ হইল। আপাতত বমনেচ্ছার ভাবটা বোধ হয় কাটিয়া গেল।

জটাধারী মুখ তুলিয়া মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না, যে আমি প্রায় দ্বাদশ বৎসর আমেরিকা ও ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছি? তা, ছাড়া রুচি অনুযায়ী আহার করতে, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রও নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্য তার পরেই বাধা-নিষেধের গণ্ডী এমন ভাবে টেনেছেন যে সব মানতে হ'লে, রুচি অনুযায়ী দূরে থাক, কিছুই আহার করা চলে না। আপনি বোধ হয় ওসব মেনে চলেন?

আমি কুণ্ঠিতস্বরে কহিলাম, "যতটা পারি, মেনে চল্‌তে চেষ্টা করি।"

"যতটা পারেন! তা হ'লে আমার সঙ্গে আর আপনার প্রভেদ রইল কোথায় বলুন তো? কারণ এমন অনেক জিনিষ আছে, যা' আহার করা আমাদের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, অথচ আমারও সে-সবে রুচি নেই।

সে-ক্ষেত্রে যতটা পারি, আমিও কি চলতে চেষ্টা পাই না ?” এই বলিয়া বিরাট-বপু সন্ন্যাসী সদাপ হাস্যে সশব্দ হইয়া উঠিলেন।

আমি বুঝিলাম, জটাধারী পরিহাস করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিলাম না। জটাধারী পুনশ্চ কহিলেন, “সীতা-মা'র আহাব শেষ হ'য়েছে ?”

“বোধ হয় খেতে বসেছে।” আমি ধীর স্বরে কহিলাম।

সন্ন্যাসী একমুখ হাসিয়া কহিলেন, “না, শেষ হয়েছে।” এই বলিয়া তিনি দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, “শ্রীকান্ত বাবুকে একটু শাস্তি দিচ্ছি, মা। আমি ওঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে, নিজের রুচির সঙ্গে না মিল্‌লেও, অপরেব রুচিকে ঘৃণা করতে নেই।”

আমি প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, “আমি ঘৃণা করি না।”

জটাধারী হাস্যমুখে কহিলেন, “করেন।” এই বলিয়া তিনি সীতার দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, “তুমি ডেকে গিয়ে ব'স, মা। শ্রীকান্তবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রেই, ওঁকে আমি ছেড়ে দেব। বেশী দেরী হবেনা ভয় নেই।”

সীতা আরক্ত মুখে কহিল, “কি যে বলেন, কাকাবাবু! ভয় আমার নেই, আমি একাই বেড়াতে পারবো। সীতা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আমার মন অকস্মাৎ সন্ন্যাসীর রূঢ়ভাষণে তিক্ত হইয়া উঠিল। জটাধারী আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সীতা মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমি যে তা'কে ধ'রে ফেলেছি, বুঝতে পেরে—রেগেছে। খুবই স্বাভাবিক, শ্রীকান্ত বাবু। কারণ মানুষের স্বভাব, সে যা অতি গোপনে রাখতে চায়, তা' যদি অপরের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে পড়ে, তবে

রাগের পথেই মনোভাবের বিকাশ পায়। কিন্তু আপনি যে কেন রেগেছেন, তা'র তো কোন হদিশই পাচ্ছি না, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, আপনারও জানার একটা সীমা আছে।"

জটাধারী প্রাণখোলা হাস্যে মুখর হইয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে, আর কিছু না বলিয়া আহারে একান্তভাবে মনোনিবেশ করিলেন এবং আহারান্তে নিতাইকে ডাকিয়া কহিলেন, "এইবার এসব বা'র ক'রে নিয়ে যাও, বাবা। তারপর আমাকে একটু তামাক দিয়ে, তোমার জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য, একটা অফুরন্ত সময় নিতে পাব।"

নিতাইয়ের দ্বিতীয় আদেশের প্রয়োজন ছিল না। সে দ্রুতহস্তে উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া গিয়া, অবিলম্বে তামাকের সরঞ্জাম লইয়া ফিরিয়া আসিল, এবং নলটি বাবাজির হস্তে তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

জটাধারী কহিলেন, "মানুষের যে পর্যন্ত তৃষ্ণা থাকে, সে পর্যন্ত সে জলপান করবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হ'য়ে থাকে। সময় ও সুযোগ পেলেই সে তা'র অভাব মিটিয়ে নে'। তা'তে না আছে লজ্জার কিছু, না আছে দোষাবহ কিছু। আপনার অভিমতও তো তা'ই, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "আপনি কি তৃষ্ণা, রূপক হিসাবে প্রয়োগ করছেন?"

"যদিই ক'রে থাকি, তবে কী আসে যা'য় তা'তে? উত্তম! মানুষের ভোগ ইচ্ছার কথাই ধরুন। এমন স্বভাবের অনেক মানুষ আছে, যা'রা শুধু, অপরে কি বলবে এই শঙ্কাতেই অনেক কিছু ইচ্ছা বেমালুম

চেপে গিয়ে, অতি গোপনে তা'র দাবী পূরণ করে। সুতরাং স্বাভাবিক পথে তাদের তৃপ্তি নিয়ন্ত্রিত না হ'য়ে, অস্বাভাবিক-পথে হয়। ফলে এই গোপন-পাপের শাস্তি তা'দের নিতেই হয়, শ্রীকান্ত বাবু।"

জটাধারী আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "আমি এই কথাই বল্‌তে চাইছি যে, ভোগ ইচ্ছা, তৃষ্ণা, কামনার কণামাত্রও যে পর্য্যন্ত মনে উপ্ত থাক্‌বে, সে পর্য্যন্ত কখনও নিজেকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়। স্বভাবের গতি, স্বভাবের অমিততেজ রোধ করবে, ক্ষুদ্র মানুষের, তুচ্ছ মানুষের সে শক্তি নেই, শ্রীকান্ত বাবু। মানুষ মাত্রেরই উচিত, প্রথমে রোগের জড় পর্য্যন্ত তুলে ফেলা, পরে নিজেকে নিরোগী এবং অজের ব'লে জাহির করা।"

আমি ইহারও কোন জবাব দিলাম না! জটাধারী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "আমি হবিষ্য করি না, আলোচাল, কাঁচারম্ভা, প্রভৃতি মহাসাত্ত্বিক বস্তুগুলিকে ভালবাসিনা এই নিয়ে আপনার মত শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও তিক্ত সমালোচনার পাত্র হ'য়েছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমার খাদ্য-ভোগেচ্ছা যদি তৃপ্ত হয়ে না থাকে, তবে কি মাত্র আপনাদের মত কয়েকজন ব্যক্তিকে সুখী করবার জন্য আমার ইচ্ছা না থাকলেও, কাঁচারম্ভা খেতে আরম্ভ কর্‌ব? এই যে ভণ্ডামী, আজ প্রায় প্রতি মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হ'য়েচে, সস্তা যশের মহিমায় মানুষ তা'র স্বভাব পর্য্যন্ত ভুলে বসেছে, সে যা নয়, তা'ই জাহির করবার জন্য মিথ্যা এবং ভণ্ডামীর মুখোস পোরে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত বিষাক্ত ক'রে তুলেছে; তবু নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না, এইযে

এক নিদারুণ গুরুতর ব্যাধিতে আজ প্রায় সমগ্র মানব গোষ্ঠী ভুগতে আরম্ভ করেছে, তা' থেকে অন্তত পক্ষে যদি একজনও দূরে থাকতে সক্ষম হয়ে থাকে, তবে কি সে বিরুদ্ধ সমালোচনার পাত্র হ'তে পারে, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি মৃদু হাস্যে কহিলাম, "সব-অন্ধের দেশে চক্ষুষ্মানের কাহিনার মতই তা'র অবস্থা হয়, জটাধারী বাবু।"

জটাধারী কিছু সময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয় রহিলেন, পরে কহিলেন, "ও বুঝেছি। এই আপনি আজ রেগেছেন, না শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি চমকিত হইলাম। কহিলাম, "কি বলছেন? আমি?"

জটাধারীর কণ্ঠে অনাবিল হাস্য ধারা ধ্বনিত হইয়া উঠিল তিনি কহিলেন," হ্যাঁ, আপনি।"

আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। মানব মনের চিন্তাধারা অনুসরণকারী সন্ন্যাসীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমারই অজ্ঞাতে কি ধরা পড়িয়াছে, বুঝিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিলাম। আমাকে রক্ষা করিল, সীতা। সে অকস্মাৎ দ্বার-মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইয়া কহিল, "আপনাদের কথা কি শেষ হয়নি এখনও কাকাবাবু? আমার যে একা একা ভয় করচে সেখানে!"

জটাধারী সহসা প্রাণখোলা হাস্যে মুখর হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, এইবার আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে, মা। যান্, শ্রীকান্ত বাবু। আমার করুণাময়ী মা-টীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করুন-গে। আমার প্রশ্নের জবাব আপনি না দিলেও আমি পেয়ে গেছি।"

আমি মুক্তি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে

দ্রুত একটি নমস্কার করিয়া, সীতার সহিত ডেকে উপস্থিত হইলাম। ইহা দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলাম যে, তখন ডেকে বহু নর-নারী বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছেন। কিন্তু সীতার একা-একা ভয় পাবার কাহিনী তবে কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, ভাবিয়া না পাইয়া, সীতাকে প্রশ্ন করিবার উপক্রম করিতেছি, অকস্মাৎ সে কহিল, "জীবনে অনেক পরীক্ষাতেই তো অনেকে পাশ করতে পারে না? তবেই মনে করুন না কেন, আমিও না হয় এক ক্ষেত্রে ফেল্ করেছি?"

আমি মৃদু হাস্য করিয়া কহিলাম, "জটাধারী ঠাকুরের সংশ্রবে থেকে, দেখ্ছি তুমিও অন্তর্যামী হয়ে উঠেছ, সীতা।"

"কিন্তু আমার অনুমানে তো ভুল হয়নি?" সীতা প্রশ্ন করিল।

একান্তে রেলিংয়ের ধারে দুইখানা ডেক-চেয়ার টানিয়া লইয়া, আমরা উপবেশন করিলাম। চাহিয়া দেখিলাম, মেঘান্তরালে চন্দ্রদেব অদৃশ্য হওয়ায়, সমুদ্র গম্ভীর ও উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। সীতা সমুদ্রের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "সমুদ্রের এই শঙ্কাভরারূপেও আমাকে মুগ্ধ করে, শ্রীকান্ত বাবু। এই মুহূর্তে আমার কি মনের বাসনা, শুনবেন?"

আমি স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলাম, "বল?"

সীতা নাটকীয়ভাবে বলিতে লাগিল, "আমার ইচ্ছে যায় ওই ঘন-কৃষ্ণ ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ছুটাছুটি করি, তারপর যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ি, তখন ঢেউ থেকে নেমে নীচের দিকে চলে যাই। কতদূরে কোথায় ওই অতলের তল জানি না, নামছি তো নামছি! আমাকে দেখে সমুদ্রের তলদেশের অধিবাসীরা দলে দলে ছুটে এসে, শত প্রশ্নভরা চোখে চেয়ে থেকে অবোধ্য ভাষায় শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। আমি

ভ্রূক্ষেপহীন নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে নামতে থাকি, আমার মুখের ওপর এক টুক্‌রা ধারার হাসি ফুটে থাকে শুধু। তারপর—আর শুনবেন, শ্রীকান্ত বাবু?"

বুঝিলাম, সীতা আমার আগ্রহ পরীক্ষা করিতেছে। কহিলাম, "শুন্‌ব, না? নিশ্চয়ই শুন্‌ব। তুমি বল, সীতা?"

আমার আগ্রহভরা স্বর শুনিয়া সীতার মুখ প্রসন্ন-দীপ্তিতে ভরিয়া গেল। সে বলিতে লাগিল, "তারপর, কোন প্রশ্নের কোন উত্তর না পেয়ে তড়িদ্বেগে তড়িৎবাহন খবর দিলে সাগরের রাণীকে—যে, এক ধরার মানবী অনধিকারপ্রবেশ করেছে, অতলে। রাণীত আদেশ দিলেন রাজকন্যাকে। রাজকন্যা মুক্তা-মরকত-প্রবাল-খচিত দুই পাখা ফেলে ছুটে আসে আমার কাছে। আমার দুই চোখে বিস্ময় ওঠে উপ্‌ছে। রাজ-কুমারীর ক্ষুদ্র দু'টী গোলাকার সুন্দর চোখে ফুটে ওঠে আবাহনের ভাষা প্রশ্ন ক'রে জানতে চায় পরিচয়। আমার নামার গতি রুদ্ধ হয়, রাজকন্যার অলিখিত আদেশে। রাজকন্যা তা'র প্রশ্ন বোঝাতে না পেরে, আমার প্রশ্ন বুঝতে না পেরে ওঠে ক্রুদ্ধ হ'য়ে। সঙ্গে সঙ্গে শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ বাসুকী গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে ছুটে আসে, অনাহূত, অনধিকার প্রবেশ কারী আগন্তুককে গ্রাস কর্‌তে। সমুদ্রের তলদেশ হ'য়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ। স্বচ্ছতা পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ বসুকীর নিঃশ্বাসে বইতে থাকে প্রলয় ঝড়, আমার গতি হয় ঊর্দ্ধ। আমি প্রবল বেগে উঠতে থাকি। অবিশ্বাস্য ভীষণ বেগে ঠিক্‌রে এসে দাঁড়াই ঢেউয়ের মাথায়। ঢেউ অনাহুত অতিথিকে আর আশ্রয় দিতে চায় না, মাথা নাড়া দেয় রেগে—ছিট্‌কে এসে পড়ি জাহাজের ডেক-চেয়ারে আপনার পাশে।"

অকস্মাৎ সীতা কুলুকুলু ধ্বনীতে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল।

হাস্যবেগে তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

জাহাজের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি ১১টা বাজিল। আমি সীতার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে দুই করতলে মুখ চাপিয়া স্তব্ধভাবে হেঁট্ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

১২

আমি ডাকিলাম, "সীতা?"

সীতা একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া পুনশ্চ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গিয়া কহিল, "বলুন?"

"তুমি কি ক্লান্তি বোধ করচ?" আমি প্রশ্ন করিলাম।

সীতা মাথা নাড়া দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "না, অসুখ বড়-একটা আমার করে না।" এই বলিয়া সে ক্ষণকাল সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "বাবা আমার কেমন আছেন কে জানে!"

আমি সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে কহিলাম, "তিনি ভালই আছেন, সীতা।"

সীতার মুখে কাতর আভাষ ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তা'ই বলুন, শ্রীকান্ত বাবু, তা'ই বলুন। যদি আপনার দেখা না পেতাম, তা' হ'লে কি ক'রে যে সময় কাটাতাম, ভারতেও আমার ভয় করে এখন।" এই বলিয়া সীতা কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "রেঙ্গুন থেকে গ্রামে যেতে কত সময় লাগবে?"

আমি কহিলাম, "রাত্রে যে মেল্ ট্রেণ ছাড়ে, পরদিন প্রাতে প্রোমে পৌঁছায়। আমি একবার সেখানে গিয়েছিলাম, বেশ জায়গা।"

সীতা দু'টী চক্ষু মেলিয়া কহিল, "বেশ জায়গা? তবে বেশ তো, আমাদের সঙ্গেই চলুন না কেন সেখানে, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। আমাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া, সীতা পুনশ্চ কহিল, "এত ভাব্‌বার কি আছে বলুন তো? তা' ছাড়া, যিনি নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হয়েছেন, তাঁ'র পক্ষে প্রোমই কি, আর অন্য কোন স্থানই বা কী, কোন পার্থক্য তো দেখিনে। না, না, আমি কোন প্রতিবাদ শুনতে চাইনে, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।" সীতা শেষের কথাগুলির উপর জোর ইতি করিল।

আমি উত্তর দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তি অনুভব করিলাম। সীতা পুনশ্চ কহিল, "এই যে এত বড়ো পৃথিবী বাইরে প'ড়ে রয়েছে, আমাদের দেশের কয়জন নারীই বা তা'র খবর রাখে? শুধু ইতিহাস আর ভুগোল মুখস্থ ক'রে যারা পৃথিবীর ভালমন্দের ওপর রায় দান করে, তা'দের জন্য আমার মনে, এরই মধ্যে করুণাব সঞ্চার হচ্ছে।"

সীতার বলিবার ভঙ্গিটী অনবদ্য হইলেও, আমি হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, "শুধু নারীরাই কেন, সীতা, আমাদের দেশের কয়জন পুরুষই বা তাদের জন্মস্থানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে, এই উদার উন্মুক্ত ধরণীর বক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে? অনেকে বলবেন, সুযোগ আর সামর্থ্যের অভাবই এর হেতু, কিন্তু আমি বল্‌ব মুখ্যভাবে ইচ্ছার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। যার মনে অফুরন্ত আশা, ইচ্ছা, উদ্যম আছে, তার পথে হিমালয়তুল্য বাধাও দূর হ'য়ে যায়। আসলে চাই, সেরকম

মনশক্তি, যার প্রেরণায় মানুষ জীবন্ত-মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটবে। দ্বিধা, ভয়, পথের বাধা-নিষেধের বেড়াজাল খান্ খান্ হ'য়ে উড়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।"

সীতার দু'টী আয়ত চক্ষু উৎসাহে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "এমন অদম্য ইচ্ছাশক্তির অভাব, শুধু আমাদের হতভাগ্য দেশেই সম্ভব কেন, শ্রীকান্ত বাবু? আজ ইউরোপ যে সসাগরাধরণী শাসন করচে, ভোগ করচে, এর গোড়ার ইতিহাসে আমরা কি দেখতে পাই? দেখতে পাই, ইউরোপীয় ছেলে-মেয়েরা মৃত্যুভয় জয় ক'রে, দুস্তর সাগর, দুরন্ত প্রান্তরের বুকে, অনধিগম্য পর্বতের চূড়ায়, নির্ভীক মন নিয়ে, অদম্য ইচ্ছাশক্তি বুকে পুষে অভিযান আরম্ভ করেচে। প্রতিদানও পেয়েছে—তেমনি বিপুল ভাবে। কিন্তু ভাবতে আমার বিস্ময় জাগে, মন আমার ব্যথায় মুষড়ে পড়ে, যখন দেখি আমাদের দেশের অগ্রদূত তরুণেরা শুধু বিকৃত-প্রেমের আলোচনা নিয়েই মেতে রয়েছে। বাঙলা-সাহিত্যে পর্যন্ত বিষাক্ত দুর্গন্ধময় ক্লেদ স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হ'য়ে সারা দেশের তরুণ ছেলে-মেয়ের মনে শুধু ওই একই নীচ, বিকৃত-তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলছ।"

আমি ভয়ে ভয়ে কহিলাম, "ও আলোচনা থাক, সীতা। শুধু আলোচনা বহু হ'য়েচে। এখন চাই এমন সব উঁচু শির আর নির্ভীক, সবল কর্মীর দল, যারা ঝোঁড়া-কোদাল হাতে নিয়ে এই ক্লেদ পাঁক-পরিষ্কারের কাজে লেগে যাবে। নইলে শুধু আলোচনা পণ্ডশ্রম মাত্র হবে।"

সীতা কহিল, "আলোচনারও প্রয়োজন আছে, শ্রীকান্তবাবু। বর্ত্তমান মুহূর্তে বাঙলার সাহিত্যাকাশ থেকে, এমনি হতভাগীর অদৃষ্ট, যে চন্দ্র-

সূর্য দুইই অস্ত গেছেন। ফলে, নেমে এসেছে নিবিড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতর যে সব জোনাকীরা নৃত্য ক'রে মনের উল্লাসে নিজেদের চন্দ্র সূর্য-সমতুল্য ভেবে আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করছেন, তাঁদের কথা ভেবে আমার মন বিষিয়ে ওঠে, আমার অন্তরাত্মা ডুকরে কেঁদে উঠে শুধু এই প্রার্থনাই করে, 'ওগো অস্তমিত রবি-শশি! তোমরা পুনশ্চ প্রত্যাবর্তন করো! নইলে এই অন্ধকারে বাঙলার ফুলের মত নিষ্পাপ, নির্দোষ কচি ছেলে মেয়েরা পথ হারাতে আরম্ভ ক'র্‌বে, তা'দের মুখের দিকে চেয়ে, প্রসন্ন হও ফিরে এস! ওগো, তোমরা দু'জনে আবার বাঙলার আকাশে ফিরে এস!"

সীতার কণ্ঠ ভাবাবেগে অশ্রুরুদ্ধ হইয়া নীরব হইল। আমার মনে নিরাশাভরা অবসাদ চাপিয়া বসিল। আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। সীতা কিছু সময় পরে পুনশ্চ কহিল, "বালিগঞ্জ, (হায়, হতভাগ্য বালিগঞ্জ!) লেক্, আর পশ্চিমা-সাহিত্যের ন্যাকারজনক-অনুকরণে তথাকথিত স্বাধীন উচ্ছৃঙ্খলতাভরা, ব্যভিচারী প্রেমই হ'য়েছে, উপন্যাস সাহিত্যের মুখ্য উপকরণ। প্রতিবেশীর তরুণী মেয়ে, স্বতঃসিদ্ধভাবে কলেজে-পড়া মেয়েটীকে চাইই চাই! তারপর কচি অনুযায়ী কে কতবেশী জঘন্যতার ছবি ভাষার অক্ষরে আঁকতে পারে, এরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে।"

আমি কহিলাম, "সাহিত্যিকদের সংযত করার ভারতো পাঠকের হাতেই রয়েছে। তাঁরা তো একদিনে এই সব অসংযত, অশ্লীল সাহিত্য-রচয়িতা সাহিত্যিকদের স'য়েস্তা করতে পারেন? তবে দোষ যে একা সাহিত্যিকের তা' ভাবি কি ক'রে বলতো? পাঠকেরা যদি ইচ্ছা ক'রে

বিষ কিনে খান, তবে তাঁদের বাঁচাবার জন্য গরজ খুব কম ব্যক্তিরই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।"

সীতা বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনিও একথা বল্‌ছেন? আপনি কি জানেন না, যে আমাদের দেশের জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি কিরূপ ভয়াবহ? কয়জন বাঙালী বই কিনে পড়েন বল্‌তে পারেন? এই সাতকোটী বাঙালী অধ্যুষিত বাঙলায় শুনি মাত্র শ'পাঁচেক এমন লাইব্রেরী আছে, যাঁরা আবার সব বই কেনে না কিছু কিছু বই কিনে থাকে। আপনি একবার ভাবুন দেখি, সাতকোটী নরনারীর বাস যে প্রদেশে মাত্র পাঁচশো লাইব্রেরী, তাঁদের সব-কিছু দাবী মিটিয়ে রাখতে সক্ষম হয় কি ক'রে?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "শতকরা কতজন বাঙালী শিক্ষিত, তাও একবার স্মরণ কর, সীতা।"

সীতা দীপ্তকণ্ঠে কহিল কহিল, "শুনেছি দশজন। সুতরাং শতকরা পাঁচ জন অনুপাতেই যদি পাঠকের সংখ্যা ধরা যায়, তা হলেও নিতান্ত পক্ষে হাজার সাতেক লাইব্রেরীর কমে তাঁদের দাবী কিছুতেই মেটানো যায় না। অথচ শুনি যে ঐ পাঁচশো লাইব্রেরীই ঠিকমত চলে না। সুতরাং পাঠকের দায়িত্ব বোধ আপনি কতটুকু আশা কর্‌তে পারেন, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমার বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। আমি কহিলাম, "তুমি কি এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা কর, সীতা?"

সীতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "করি না আবার! পাঠ্যাবস্থায় আমার দিন-রাত্রির স্বপ্নই ছিল এই। দুঃখ হয়, বেদনায় আমার সারামন

টন্‌টন্ করে ওঠে, যখন ভাবি আমরা কি হ'তে চলেছি। সাহিত্যে, স্বাস্থ্যে চরিত্রে, অর্থে আমাদের অধঃপতন যে-রকম নিদারুণ বেগে হ'তে সুরু হয়েচে, আরও কিছুদিন যদি এই গতি এমন ভাবেই অব্যাহত থাকে, তা' হ'লে আমার মত একজন অজ্ঞ বালিকাও এই ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে রাখছে যে, বাঙালী ডুব্‌বে, ডুব্‌বে, ডুব্‌বে!"

সীতা উত্তেজিত হইয়া নীরব হইল। আমি তাহাকে কি বলিব ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্বেই, জটাধারী ঠাকুরের স্বর শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিতেছেন "ডুব্‌বে না, মা ডুববে না। জনকয়েক কাঁচা সাহিত্যিকের শক্তি নেই, সনাতন বাঙলাকে ডুবিয়ে দিতে পারে। যা দেখতে পাচ্ছ, ও-আর কিছু নয়, শুধু মন্দ বাতাসে ওপরে কিছু ধূলো জমেছে মাত্র। একটু প্রবল ঝড় উঠবে, আর কোথায় যে ওই ময়লা আর ময়লাবাহী মনগুলো উড়ে শূন্যে মিশিয়ে যাবে, কোন হদিশই আর পাওয়া যাবে না।"

সীতা আবেগভরে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সন্ন্যাসীর পায়ের নিকট গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আপনার আশীর্বাদই সফল হোক, পূর্ণ হোক!"

১৩

পরদিন প্রভাতে দুর্যোগের ভিতর আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কেবিনের ক্ষুদ্র গোলাকার জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মেঘে মেঘে আকাশ-সমুদ্র একাকার হইয়া গিয়াছে। সমুদ্র প্রবল বাতাসে ফুলিয়া ফুঁসিয়া আকাশের বুকে বারবার ছোবল মারিবার অভিনয় করিতেছে।

জাহাজের বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনী সুরু হইয়াছে। আমার মানস দৃষ্টিতে আর একটি ভীষণ দুর্যোগভরা রাত্রির ছবি ভাসিয়া উঠিল। আমি নিশ্চেষ্ট নির্জীব মনে ও দেহে বার্থের উপর শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ আমার মনে বালিকা সীতার কথা উদিত হইলে, আমি সবেগে বার্থ হইতে মেঝের উপর নামিয়া দাড়াইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িলাম। জাহাজ যে এরূপ প্রবলভাবে দুলিতেছে, পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং জাহাজের দোলায়মান গতির সহিত তাল বজায় রাখিয়া কেবিনের বাহিরে আসিয়া দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইলাম, এবং কি করা কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমার সম্মুখ দিয়া জাহাজের একজন অফিসার যাইতেছিলেন, আমাকে তদাবস্থায় দেখিয়া কহিলেন, "জাহাজ প্রবলভাবে দুল্‌ছে, আপনি ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।"

আমি কহিলাম, "ব্যাপার কী? সাইক্লোন্?"

অফিসার মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "না, না সাইক্লোন নয়। এ সময়ে যেমন স্বাভাবিক দুর্যোগ সমুদ্রের এই অংশটায় হ'য়ে থাকে, তা' ছাড়া আর কিছু নয়। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম "ধন্যবাদ!" এই বলিয়া আমি অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলাম।

অফিসার বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন? ডেকে থাকা আদৌ নিরাপদ নয় ব'লে, সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ হ'য়েচে। আপনি কেবিনে ফিরে যান।"

আমি কেবিনের দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ও টলিতেছিলাম, কহিলাম, "আমার একটি আত্মীয়ার সংবাদ নিতে চলেছি। তিনি এই প্রথমবার সমুদ্রে এসেছেন। সুতরাং......"

অফিসার বাধা দিয়া কহিলেন, আপনি মিস্ সীতা পালিতের কথা বল্‌ছেন তো? তিনি বহু পূর্বেই হ্যামকে আশ্রয় নিয়েছেন, এবং বেশ আছেন।"

আমি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলাম, "আর সন্ন্যাসী ঠাকুর?"

দেখিলাম অফিসারের মুখে এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াই বিলীন হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "বুঝেচি, আপনি সাধুর কথা বল্‌ছেন। তাঁকে অবশ্য অনেক পরিশ্রম ও যত্নে হ্যামকে তুলতে হয়েচে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে চীৎকার আরম্ভ করেছেন। আপনি এসময়ে এক পা'ও চল্‌তে পারবেন না। আসুন, আপনাকে কেবিনে দিয়ে আসি।"

সত্যই এক-পা চলাও আমার পক্ষে তখন অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ অবস্থার সহিত পরিচিত, অভিজ্ঞ এবং ট্রেণিংপ্রাপ্ত অফিসারের দেহ আশ্রয় করিয়া আমি কেবিনের ভিতর প্রবেশ করিলাম, এবং একটি হ্যামকে আশ্রয় লইলাম। অফিসারকে ধন্যবাদ দিবার পূর্বেই, দেখিলাম তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন।

আমি হ্যামকে শুইয়া দোল খাইতে লাগিলাম। শিশুকালে দোল্‌নায় শুইয়া হয়তো দোল খাইয়াছি, কিম্বা খাই নাই, দোল খাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে কি নাই, কোন কিছুই আমার তখনকার অবস্থার বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটাইতে সক্ষম ছিল না। আমি ভীষণ বেগে দোল খাইতে লাগিলাম।

অফিসার বাইরে যাইবার পূর্বে গোলাকার মুক্ত বাতায়নটির মুখে ঢাক্‌নি লাগাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। বাহিরে কি-তাণ্ডব চলিতেছে, কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। শুধু প্রবল দোলানির মধ্যে একটা বিকট অমানুষিক ক্রুদ্ধ গর্জনের শব্দ বদ্ধ কক্ষের বাহিরে, হা হুতাশে ভাঙ্গিয়া পড়িতে শুনিতে পাইতেছিলাম।

আমার মনে পুনশ্চ শ্রীমতী সীতার কথা জাগিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, অতীতে জীবনের গতিপথে যাহার স্বল্প পরিচয় সম্মুখে আসিয়াই, অন্যান্য বহুর মত কালের বিস্মৃতির ক্রোড়ে লুপ্ত হইয়াছিল, সেই বালিকা আজ পূর্ণ নারীত্বে বিকশিত হইয়া পুনশ্চ চলাপথের সম্মুখে উদয় হইয়াছে। যাহাকে আমি প্রায় আদৌ চিনিতাম না, যাহার স্মৃতি আমার মনের জমা-ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখিবার মত কোন আগ্রহের অবসর ঘটে নাই, সেই বালিকাই আমাকে আমার অলক্ষ্যে দীর্ঘ দু'টা বছর ধরিয়া পাঠ করিয়াছে।

ভাবিতে লাগিলাম, আমি যাহাকে জানিবার সুযোগ পাই নাই, সে আমার অগোচরে আমাকে জানিয়া লইয়াছে, এরূপ অবস্থা অসহনীয় না হইয়া পারে না।

গত দু'টা দিন যে আদর-যত্ন, স্নেহ সীতার নিকটে পাইয়াছি, তাহা কি কোন অপরিচিতের পক্ষে লাভকরা আদৌ সম্ভবপর হইত? না, হইত না। সীতা আমাকে দু'টি বছর ধরিয়া গোপনে দেখিয়াছে, আমার স্বভাব, প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইয়াছে, আমাকে চিনিয়াছে। তা'ই সে-রাত্রে যখন তাহার মদ্যপ পিতা, এক গণিকাকে সমাজে চালাইয়া লইবার জন্য জিদ প্রকাশ করেন। তখন আমি অভুক্ত অবস্থায়

চলিয়া আসিতেছি দেখিয়া, সীতার পক্ষে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে অনাহারে না যাইতে অনুরোধ করা সম্ভব হইয়াছিল। সে-রাত্রে তাহার মুখে যে আন্তরিক দুঃখের আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজও আমি যেন দেখিতে পাইতেছি।

সীতা, মদ্যপ, লম্পট পিতাকে সুদূর ব্রহ্মদেশের উত্তর প্রান্তের একটি সহরে দেখিতে যাইতেছে। হয়তো গিয়া রুগ্ন পিতাকে দেখিতে পাইবে, নয়তো পাইবে না। যদি না পায়? যদি সীতার পৌঁছিবার পূর্বেই তাহার পিতা পরলোক গমন করিয়া থাকেন? আমার চিন্তা-প্রবাহ বাধা পাইল। আমি যেন দেখিতে পাইলাম, পিতৃশোকে অভাগিনী বালিকা বুকফাটা চীৎকার করিতেছে। চারিদিকে কৌতূহলী বর্মী-নারীর দল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে এবং নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। এই চিন্তা আমার অসহনীয় হইয়া উঠিল, আমি জোর করিয়া এই চিন্তা হইতে মন মুক্ত করিয়া ফিরাইয়া লইলাম

অকস্মাৎ একটা প্রবল ধাক্কায় কেবিনের একটি ক্ষুদ্র বাতায়নের ঢাক্‌নি খুলিয়া গেল। হু হু করিয়া সিক্ত বাতাস ছোট্ট কেবিনটির ভিতর প্রবেশ করিয়া, আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিয়া দিল। আমি সমুদ্রের দিকে চাহিলাম। চক্ষুদ্বয় আমার পলকহীন হইয়া পড়িল।

দেখিলাম, হস্তীর মত শুণ্ড তুলিয়া প্রকাণ্ডকায় উর্মিমালাসমূহ অভাবিত দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসিয়া জাহাজের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। যুগপৎ শত শত বজ্র যেন সমুদ্রগর্ভে ভয়াবহ অট্টরোল তুলিয়া লুকোচুরী খেলিতেছে। আমার মন ও হৃদয় শ্রীভগবানের এই বিরাট রূপৈশ্বর্য দেখিয়া অভিভূত, ভীত, সন্ত্রস্ত এবং স্থবির হইয়া পড়িল। আমার

পলকহীন দৃষ্টি চাহিয়া চাহিয়া অর্থহীন হইয়া উঠিল। আমি কি ভাবিতে লাগিলাম, কি ভাবিতে প্রয়াস পাইলাম, কোন কিছুরই অর্থবোধ হইল না। আমি শুধু চাহিয়া রহিলাম। চক্ষু ফিরাইয়া লইতে সক্ষম হইলাম না বলিয়াই চাহিয়া রহিলাম।

সেই অবিশ্বাস্য ভয়াবহ অবস্থার ভিতরও যে মানুষ ঘুমাইতে পারে, সবার উপর আমি, যাহার ঘুম সামান্য শব্দ মাত্রই ভাঙ্গিয়া যায়, ঘুমাইতে পারি, অন্যকার অভিজ্ঞতা না থাকিলে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

কিন্তু আমার এই সন্দেহ কে ভঞ্জন করিবে, যে আমি ঘুমাইয়াছিলাম, না জ্ঞান হারাইয়াছিলাম? যদি সেইরূপ পরিস্থিতিতে ঘুমাইয়া থাকি, তবে আর কেহ না দিলেও, আমিই আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আর যদি জ্ঞানই হারাইয়া থাকি, তবে পুনশ্চ জ্ঞান ফিরিয়া পাইবার জন্য করুণাময় শ্রীভগবানকে শত কোটীবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমি জাগরিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, যে-ভয়াবহ দৃশ্যের মাঝে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই অভুতপূর্ব ভয়ঙ্কর দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়াছে। সমুদ্র শান্ত হইয়াছে, মেঘমুক্ত আকাশে রবি পুনশ্চ হাসিতে হাসিতে তপ্ত কিরণ ছড়াইতেছেন। আমার হ্যামক্ আর দুলিতেছে না, জাহাজের বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি আর শ্রুত হইতেছে না। আমি সবেগে মেঝের উপর নামিয়া দাঁড়াইলাম।

অকস্মাৎ নিতাইয়ের ক্ষীণস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, "দাদাবাবু?" আমি আগ্রহে অস্থির হইয়া, সবেগে কেবিনের দ্বার খুলিয়া ফেলিলাম।

দেখিলাম, অভিভাবক নিতাইচন্দ্র নির্জীব প্রায় দেহে দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া দ্বারের পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কিরূপ একটা প্রলয় তাহার অঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আমাদের মত হ্যামকের সৌভাগ্য তাহার ছিল না। তাহাকে ভৃত্য-কক্ষের মেঝের উপর গড়াইয়া ফিরিয়া প্রলয়-দোলানি সহ্য করিতে হইয়াছে। উদ্বেগাকুল স্বরে কহিলাম, "তোমার দিদিমণি, জটাধারী ঠাকুর এঁরা সব কেমন আছে, নিতাই?"

নিতাই অতি ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, অতি কষ্টে কহিল, "দিদিমণি ভাল আছেন, দাদাবাবু। বলেন, খুব মজা ক'রে দোল খেয়েছেন।"

আমার মন হইতে একটা গুরু চাপ অপসৃত হইয়া গেল। কহিলাম, "আর জটাধারী বাবা?"

দেখিলাম, নিতাইয়ের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "বাবাঠাকুর যে কীর্তি করেচে, দাদাবাবু, মনে পড়্‌লেই আমার বমি উঠে আসে।"

আমি অস্থির কণ্ঠে কহিলাম, "তোমার বমি এখন থাক্, নিতাই। তুমি বাবাঠাকুরের কথা বল?"

নিতাই গোঙাইতে গোঙাইতে কহিল, "তা' থাক্, দাদাবাবু। একা বাবাঠাকুরের বমিতেই রক্ষে নেই। তা'র ওপর যে-খারাপ কম্ম ক'রে বসেছেন, জাহাজ কোম্পানী কেবিন ঘরটাকেই না আর শেষ ফিরিয়ে নিতে চায়।"

আমি হাস্যরোধ করিতে পারিলাম না, হাসিতে হাসিতে কহিলাম,

"তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, নিতাই, আমি একবার ওঁদের সংবাদ নিয়ে আসি।"

নিতাই কহিল, "যান। কিন্তু বাবাঠাকুরের ঘরে যেন উঁকি মারবেন না। তা' হ'লে আর আপনার রক্ষে থাকবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার আর পাকামো করতে হবেনা।" সহসা সীতার বীণানিন্দিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

আমি চাহিয়া দেখি, সম্মুখে শ্রীমতী সীতা হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি সীতার মুখের দিকে চাহিয়া কিছু সময় কোন কথা বলিতে পারিলাম না। ভাবিতে লাগিলাম, যে আমার অক্ষমতার কৈফিয়ৎ কি দিবার আছে?

১৪

সীতা হাস্যমুখে কহিল, "আপনার জন্য যা' ভয় হ'য়েছিল আমার!"

"আমার জন্য?" আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে সীতার মুখের দিকে চাহিলাম।

সীতা সস্মিতমুখে কহিল, "আমার ভয় হ'য়েছিল যে, আপনি নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলেও, আমাদের জন্য অস্থির হ'য়ে ছোটাছুটি করবেন।"

সীতা পরিহাস করিল কি-না নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া কহিলাম, "সে দুর্যোগে বা'র হ'য়ে একপা চলাও যে আমার সাধ্যাতীত ছিল, অবিলম্বেই বুঝতে পেরেছিলাম। সে যা'ই হো'ক, তোমাকে দেখে তো মনে হয় না, বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করেছিলে?"

সীতা হাসিতে হাসিতে কহিল, "একটু মাথাটা ঘুরেছিল মাত্র। অতখানি বেগে এবং সময়ব্যাপী দোলায় দোলা তো আর অভ্যাস ছিল না?" বলিতে বলিতে সীতার মুখ অকস্মাৎ ম্লান হইয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু জটাধারী কাকার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?"

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলাম, "তাঁ'র অবস্থা কি অত্যন্ত শোচনীয়?"

"শোচনীয়? কল্পনাতীত, অকথ্য অবস্থার মাঝে, তিনি নির্জীব হ'য়ে প'ড়ে আছেন। ওঁর মত বিরাট, শক্তিমান পুরুষ যে এতখানি বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়বেন, আমি ভাবতেও পাবি নি।" সীতা শুষ্ক স্বরে কহিল।

"জেরা হঠিয়ে, মা জী।"

আমরা চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, জাহাজের দুইজন মেথর ঝাঁটা ও বালতী হস্তে এবং তাহাদের পশ্চাতে জাহাজের মেট্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সীতা, আমার কেবিনের ভিতর সরিয়া গেল। মেথর দুইজন চলিয়া গেলে, আমি মেট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের কেবিন পরিষ্কার করতে হবে, মেট্।"

মেট্ সবিনয়ে জানাইল যে, তাঁহারই কেবিন পরিষ্কার করিয়া তাহারা আসিতেছে। আমি আশ্বস্ত হইয়া কহিলাম, "সন্ন্যাসীঠাকুর উঠেছেন, না এখনও পারেন নি?"

মেট্ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তিনি বাথ্‌রুমে ঢুকেছেন, হুজুর।"

মেট্ চলিয়া গেলে, সীতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটা গোল

চেয়ারের উপর উপবেশন করিল, এবং নিতাইকে আহ্বান করিয়া কহিল, "আর তোমার ভাবতে হবে না, বুদ্ধিমান। এইবার তাঁর প্রাতরাশের বন্দোবস্ত ক'রে দাও-গে।"

নিতাই কহিল, "আপনার কি হবে, দিদিমণি।"

সীতা আমার দিকে চাহিলে, আমি কহিলাম, "আমাদের জন্য এক কেতলী গরম জল শুধু হ'লেই হবে, নিতাই।"

দেখিলাম, আমার উক্তি শুনিয়া সীতার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সে কহিল, "তবে আপনার আহ্নিক একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিন। আমিও স্নানের কাজটা সেরে নিইগে।

এই বলিয়া সীতা দ্বিতীয় প্রশ্নের অবসর না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেদিন প্রাতঃরাশ অন্তে আমরা যখন ডেকে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা সাড়ে-দশটা বাজিয়াছে। ডেকে অতি স্বল্পসংখ্যক নর-নারী উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা দুইখানি ডেক্-চেয়ার লইয়া রেলিংয়ের ধারে উপবিষ্ট হইলাম।

সমুদ্র ক্লান্ত শিশুর মত শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা পূর্বে, যে-বিভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা যে কখনও আর শান্ত হইবে, কল্পনা করাও আমাদের মত সাধারণ মানবের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল।

সীতা, সমুদ্রের দিকে চাহিয়া খুব সম্ভবত এই বিষয়ই চিন্তা করিতেছিল, সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আমার মনে হয়, ক্ষিপ্ত সমুদ্রের রূপ দেখেই, রুদ্রের পরিকল্পনা গৃহীত হ'য়েছিল। মহাদেব, শিব, স্বয়ম্ভু একদিকে শান্ত, উদার, শিশুর মত সরল, যে যা' বর প্রার্থনা করে, কিছুমাত্র না

ভেবেই তা'ই দান করেন। আত্মভোলা, সদাশিব, দু'টী অন্নের জন্য অন্নপূর্ণার গঞ্জনা সহ্য ক'রেও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়ান। শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা তাঁর চিত্তকে আহত করতে পারে না। অন্যদিকে যদি কোনক্রমে একবার ক্রুদ্ধ হ'য়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন, অমনি দিকে দিকে ধ্বংস-লীলা সুরু হয়ে গেল। সংহার-মূর্তিতে ত্রিভুবন প্রকম্পিত ক'রে তুল্‌লেন। কোন দেবদেবীর সাধ্য নাই যে, সেই রুদ্ররোষের সম্মুখীন হন। তারপর, যখন রোষের নির্বাণ হ'ল, তখন আবার এমনি শান্ত শিশুর মত লীলাচঞ্চল মূর্তিতে পরিণত হ'লেন।"

আমি নীরবে শুনিতেছিলাম, কহিলাম, "তুমি অনেক কিছু পড়েছ, সীতা। তোমার কল্পনার রূপ দেখে সত্যই আমি বিস্মিত হ'য়েছি।"

সীতা মুহূর্তের জন্য তাহার আয়ত চক্ষু দু'টী আমার মুখের উপর রাখিয়া, পুনশ্চ সমুদ্রের দিকে ফিরাইয়া লইল, এবং কিছু না বলিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

এক সময়ে সীতা কহিল, "আজ সমুদ্রে শেষ দিন।"

আমি অনাবশ্যক পরিমাণে উৎসাহিত হইয়া কহিলাম, "আজকের দিন-রাত কাটলে বাঁচা যায়, বাবা! এই একঘেয়ে চলা আর ভাল লাগে না।"

সীতা কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের [illegible] চাহি[illegible] থা[illegible] কহিল, "যদি ভালই না লাগে, তবে কে আপনাকে [illegible] চল্‌তে বল্‌ছে, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি হাসিয়া উঠিলাম। কহিলাম, "আমাকে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, যে আপনার মস্তিষ্কে এক জাতীয় পোকা [illegible]

যাবা আপনাকে অকারণে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিছুতেই শান্ত হ'য়ে শান্তিতে বাস কর্‌তে দেয় না। আমি এক এক সময়ে ভাবি, হয়তো বা ভদ্রলোকের কথাই সত্য।"

সীতা আমার পরিহাসে হাস্য করিল না। সে কিছুসময় অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি কি ভাবছি জানেন? আমি ভাবছি, যাঁর তিনটী দিনকেও একঘেয়ে ব'লে মনে হয়, তাঁর তিনটী বছর কাটে কি ক'রে!"

আমি আলোচনার মোড় ঘুরাইবার জন্য কহিলাম, "তুমি এখন কিছুদিন প্রোমই থাকবে না, সীতা?"

সীতা কোন উত্তর দিল না দেখিয়া, আমি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। বহুক্ষণ পরে সীতা কহিল, "সবই বাবার ইচ্ছার ওপর নির্ভর কর্‌বে শ্রীকান্তবাবু"

আমি সীতাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কহিলাম, "বর্মা এমন এক দেশ, একবার সেখানে উপস্থিত হ'লে, তা'কে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারা যায় না। এই একঘেয়ে সমুদ্র-ভ্রমণের পর, বর্মা এক অভিনব মূর্তিতে আগন্তুকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। আমি যেবার প্রথম সেখানে যাই, সেবারে ওর প্রতি ধূলি কণাটি থেকে সব কিছুই আমাকে মুগ্ধ ক'রে

মাত্র ...জকার দিন আর···

[illegible] উৎসাহের মুখে চাপা দিয়া কহিল, "এই জন্যই বোধ [illegible] ভা[illegible] ক'রে ওদেশে চলেছেন, শ্রীকান্ত বাবু?"

[illegible]ষ, শুষ্ক কণ্ঠস্বরে পরম বিস্ময় অনুভব করিলাম। কহিলাম, "ভাল না বেসে থাক্‌তে পারবে না।"

সীতা প্রতি কথার উপর জোর দিয়া কহিল, "আমার জন্মভূমির জন্য, আমি স্বর্গেরও প্রলোভন ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।"

আমি অহেতুক হাস্যে মুখর হইয়া উঠিলাম। এমন সময়ে শ্রীমান নিতাই চন্দ্র আসিয়া কহিল, "ঝোল-ভাত হ'য়ে গেছে, দিদিমণি।"

আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া কহিলাম, "ঝোল-ভাত! কি বল্‌ছ, নিতাই?"

নিতাই কহিল, "হাঁ, দাদাবাবু, ঝোল-ভাত। দিদিমণি নীচের খোট্টা ভাণ্ডারীকে ডেকে এনে, অর্ডার দিয়েছিলেন।"

সীতা হাস্যহীন মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভেণ্ডারকে দিয়ে যেতে বল্, নিতাই।"

নিতাই দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। সীতা নতদৃষ্টিতে চাহিয়া—কহিল, "আসুন।"

আমি আপত্তি জানাইয়া কহিলাম, 'কিন্তু আমার তো কিছুমাত্র ক্ষুধা নেই, সীতা?"

"না, আছে, আসুন।" এই বলিয়া সীতা দুই-পা অগ্রসর হইয়া গেল, এবং আমি যাইতেছি কি-না দেখিবার জন্য একবার মুখ ঘুরাইয়া চাহিল। আমি সীতার ম্লানমুখের দিকে চাহিয়া, আর কোন বাদানুবাদ করিবার প্রবৃত্তি না পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম।

জটাধারী ঠাকুরের কেবিনের নিকট উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলাম, তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার বাজ্‌পড়া নাকডা[illegible] শব্দ [illegible] প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।

সীতা একখানি গালিচা ভাঁজ করিয়া কেবিনের মেঝের উপর পাতিয়া

দিয়া কহিল, "আচ্ছা প্রতিবারে প্রতি অনুরোধে আপত্তি না জানালে বুঝি পুরুষত্বের পরিচয় দেওয়া হয় না? কেন, বলুন তো আপনি প্রতি-সুযোগে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান যে, আমরা পর? আমরা আপনার কেহ নই? আপনার লাভ কি হয় শুনতে পাই?"

সীতার কণ্ঠস্বর শেষের দিকে ভারি হইয়া নীরব হইল। আমি কি উত্তর দিব, ভাবিয়া পাইলাম না। ম্লানহাস্যে কহিলাম, "কিন্তু..."

প্রবলভাবে বাধা দিয়া সীতা কহিল, "আমি কোন কিন্তু শুন্‌তে চাই নে। আপনি তো এই কথাই বল্‌বেন যে, আমরা পর নইতো, আর কী? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পর-আপনের কোন সীমা রেখা আজ পর্যন্ত নির্ধারিত হ'য়েছে কী? দেখিতো মায়ের পেটের ভাই, ভাইকেও অর্থের লোভে হত্যা করে, বিবাদ করে, মামলা-মোকর্দমায় জড়িয়ে সর্বস্বান্ত হয়—সেও ভাল, তবুও আপনজন ব'লে ভাবতে পারে না। তবে কা'কে—আপনি, আপনারজন বল্‌তে চান, বলুন তো?"

আমি হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম, কহিলাম, "দোহাই সীতা, আর না, এইবার তুমি থাম। কারণ আমি যা' বলা দূরে থাক্, ভাবি নাই, তাই ভেবে যদি আমাকে এমন ক'রে শাস্তি দাও, তবে তা'কি অন্যায় অবিচারের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না?"

সীতা কিছুমাত্র প্রভাবিত না হইয়া কহিল, "আগে ভাবতাম, আমার সেই স্নেহময়ী, মূর্তিমতী দেবী দিদির সংস্পর্শে বাস ক'রে, আপনি আর কিছু না জানুন, নারীর মন যে কিরূপ অতি তুচ্ছ আঘাতেও মরমর হ'য়ে ওঠে, সে-সংবাদ রাখেন। কিন্তু এখন দেখছি, ভুল আমারই হ'য়েছিল। আপনি সেই তা'দেরই একজন, যাঁ'রা নারী-মন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

অনভিজ্ঞ হ'য়েও জোর গলায় নিজেকে অভিজ্ঞ এবং দরদী ব'লে জাহির করেন।"

আমি আহতস্বরে কহিলাম, "কিন্তু আমি কোনদিন সে দাবী করি নাই, সীতা।"

"সেই জন্যই তো আমার ভুল হ'য়েছিল। যাঁরা জাহির ক'রে বেড়ান, তাঁদের চিন্‌তে তো আর বিলম্ব হয় না! কিন্তু যাঁরা নীরবে থাকেন, তাঁদের সম্বন্ধেই তো মানুষ ভুল ক'রে বসে। একটা কথা যদি বলি, আমাকে মার্জনা করবেন তো?" সীতা আমার মুখেরদিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিল।

আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কহিলাম, "বল?"

সীতার মুখে বহুক্ষণ পরে স্বাভাবিক মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "ভবিষ্যতে আর কখনও কোন নারীর মুখভাব দেখে, তা'র অন্তরকে জেনেছেন ভেবে যেন বড়াই করতে যাবেন না।"

আমি বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, "তোমর উদ্দেশ্য বুঝলাম না, সীতা।"

সীতা ঈষৎ লজ্জিত স্বরে কহিল, "এর মধ্যে শক্ততো কিছু নেই, শ্রীকান্তবাবু? আপনি কি জানেন না, (নারীর হৃদয় যখন নির্মম ব্যথায় মুস্‌ড়ে পড়ে, তখনও সে মুখে মধুর হাসি ফোটাতে পারে? পুরুষমানুষ ভুল করে তখনই। কিন্তু নারীর চোখে পুরুষের কোন ছলনাই গোপন থাকে না।")

এইরূপ আলোচনায় যোগ দেওয়া, আমার জীবনে খুব কম সুযোগই ঘটিয়াছে। উপরন্তু এইরূপ একটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার

যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমার আছে কি না, সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ নাই বলিয়া কহিলাম, "তোমার এই অভিযোগ স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই সীতা, যে পুরুষেরা সব সময়ে তোমাদের মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি স্বভাবজাত অনুভূতির বলে চুলচেরা ভাগ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু তা' ব'লে যে, তা'রা ইচ্ছা ক'রে সব সময়েই নারীর আত্মসম্মানকে আঘাত দেয়, এমন অভিযোগ আমি সায় দিতে পারি না। কারণ অজ্ঞতাবশে এবং স্বেচ্ছাকৃত এই দুই আঘাতের মধ্যে ব্যবধান প্রচুরই থাকে।"

সীতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কিন্তু আপনারাই তো বলেন, অজ্ঞতা একটা সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না?"

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, "অজ্ঞতা একটা সুযোগ কি দুর্যোগ, তা'র প্রমাণ এইমাত্র হ'য়ে গেছে সীতা। সুতরাং কথায় বলে না, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা, নেই বা আর তুমি দিলে?"

সীতা কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমার কিন্তু মনে হয়, অজ্ঞতার যেমন একটা নির্দোষ দিক আছে, তেমনি অন্যদিকে গুরুতর অপরাধও জড়িত আছে। সে-ক্ষেত্রে মানুষ যদি, যা, বোঝে না, যা' জানে না, সে-লজ্জা ঢাকবার জন্য যা' তা' একটা কিছু বলবার জন্য লালায়িত না হ'য়ে নীরবে থাকতে অভ্যাস করতে পারে, তবে জগতে বহু দুঃখ, বেদনা এমনই লাঘব হ'য়ে যেতে পারে।"

"তা' পারে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তা হবার নয়। আমি এমন বহু-লোককে জানি, যারা ইংরাজী প্রথম বইখানা পর্যন্ত পড়ে নি, তা'রাই প্রতি কথায় একটা ভুল ইংরাজী-শব্দ যোগ ক'রে তবে বলে। তা'রা হয়তো ভাবে, যদি দুটো ইংরাজি-বুকনি দিতে না পারলাম, তবে অন্যে

যে তাঁকে মূর্খ ঠাওরাবে! কিন্তু তা'রা বোঝে না, সীতা, যে তাদের অশুদ্ধ, ভুল ইংরাজী-শব্দ ও উচ্চারণের জন্যই, তা'দের ইংরাজী-ভাষায় মূর্খতা বেশী ক'রে প্রকাশ পায়। সত্যি বল্‌তে কি, মানুষ-মনের এই দুর্বহ দৈন্য আমার মনে বেদনা দেয়। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখিনে। তবেই তুমি যা আশা করুচ, তা' হবার নয়, সীতা।"

সীতা আশ্চর্য স্বরে কহিল, "হবার নয়, কেন?"

"নয় বলেই নয় অজ্ঞতা, আর মূর্খতা নিজেরা স্বীকার ক'রে নেবে, তেমন পাণ্ডিত্য যদি তা'দের থাক্‌ত, তবে তা'রা না অজ্ঞ, না মূর্খ নামে অভিহিত হ'ত।"

এমন সময়ে নিতাই এবং তাহার পশ্চাতে দেশী-ভেণ্ডার, সহকারীর সহিত ভাত ও ঝোল লইয়া আসিল। সীতা সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কোথায় পাত্রগুলি রাখিতে হইবে নির্দেশ দিয়া, আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আর দেরী কর্‌বেন না; যা' হোক দু'টি খেয়ে নিন, শ্রীকান্ত বাবু।"

টাট্‌কা রুই মাছের মুড়োর ঝোল দেখিয়া আমার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। কহিলাম, "এমন অসম্ভবও সম্ভব হ'ল কি ক'রে?"

ভেণ্ডার সরবরাহ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, জবাব দিল নিতাই। সে কহিল, "আমি দিদিমণিকে খবর দিই, দাদাবাবু, যে খালাসীরা ডায়মণ্ড হারবারের মুখে দু'টো বড় রুই মাছ 'ধোরে একটা ট্যাঙ্কিতে জিয়িয়ে রাখছিল, পরে তা'রা একটা মাছ নিজেরাই খেয়েছিল, বাকিটা বিক্রি কর্‌তে চায়—তা'ই দিদিমণি আমাকে হুকুম দেন যে······"

নিতাইকে মধ্যপথে বাধা দিয়া সীতা কহিল, "আর তোমাকে

ব্যাখ্যা করতে হবে না, বুদ্ধিমান। এইবার জটাধারীকাকার খবরটা একটু নাও।"

নিতাই মুখ ভার করিয়া কহিল, "এখান থেকেই তো শোনা যাচ্ছে, তাঁর নাক কি-রকম ডাক্ ডাক্চে!"

সীতা অতিকষ্টে হাস্যরোধ করিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য মুখে আনিয়া কহিল, "বারণ করেছি না, অমন ভাবে বল্‌তে নেই?"

নিতাই অপ্রসন্ন মুখে কহিল, "তা করেছেন। কিন্তু নাক ডাকাকে শুদ্ধ ভাষায় আর যে বলতে পারি, তা'ও ব'লে দেন নি।" এই বলিয়া নিতাই, সীতার দ্বিতীয় ঝঙ্কার বাহির হইবার পূর্বেই কেবিন হইতে বাহির হইয়া গেল।

সীতা উচ্ছ্বসিত হাস্যে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। হাস্যবেগ কমিলে কহিল, "কৈ, আরম্ভ করুন?"

আমি নিঃশব্দে গত তিনটী দিনের যা' তা' আহারের পর তৃপ্তিসহকারে অন্নের থালা টানিয়া লইলাম।

১৫

আহারের পর, সীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, কেবিনে প্রত্যাবর্তন করিলাম, এবং বিশ্রাম করিবার জন্য শয়ন করিলাম।

অদ্য জাহাজে শেষ দিন। আগামী-কল্য প্রাতে রেঙ্গুনে উপস্থিত হইব। গত তিনটী দিন যে-ভাবে অতিবাহিত করিলাম, তাহা আমার নিকট যেরূপ অপ্রত্যাশিত ছিল, তেমনি অসম্ভব ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি

করা হয় না। এইরূপ কত অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীনই না আমাদের জীবনে হইতে হয়!

ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভবিষ্যতের অঙ্কে মানবের জন্য কত বিস্ময়ই না লুক্কায়িত থাকে! পর মুহূর্তে কি ঘটিবে, কোন্ অসম্ভব যোগাযোগ সংঘটিত হইয়া সুদূরপ্রসারী কল্পনাকেও পরাস্ত ক'রবে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। তাই সবসময়েই অন্ধকার ভবিষ্যতের অঙ্ক হইতে যে-কোন কিছুরই আবির্ভাবের জন্য মানুষের প্রস্তুত থাকাই, এই দুরূহ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা।

সীতা! যে-সীতার পরিচয় আমার স্মৃতিভাণ্ডারে অতি নগণ্য রেখায় দাগ কাটিয়াছিল, সেই সীতার এইরূপ কল্পনাতীত পরিচয় পাইয়া আমি কি সুখী হইয়াছি? এই যে গত তিনটী দিন, সীতা আপ্রাণযত্নে ও পরিশ্রমে আমাকে সব কিছুই ভুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হইল, বিনিময়ে আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার মত মানসিক স্থৈর্য পাইয়াছি?

এই যে অকৃত্রিম স্নেহধারায় সীতা, আমাকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিল, ইহার জন্যই বা কতটুকু দাবী আমার ছিল?

কোন দাবীই ছিল না আমার। আমি তো জানি, যাহাকে আমি সম্যকৃরূপে চিনিতাম না, যাহার সহিত কোনদিন সঙ্কোচহীন আলাপ পরিচয়েরও সুযোগ ঘটে নাই। সেই কিনা আমাকে ঘিরিয়া এমন সমারোহের বন্যা বহাইল, যে তাহা সমর্থন করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত হেতুও আমার নাই। দাবী তো নাই-ই।

কেন এমন হইল? কেন এই অযাচিত স্নেহ-প্রবাহ আমাকে

ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিল? কেন করিল? কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে, যে ইহার মধ্যে এতটুকু অস্বাভাবিকতা নাই?

ধনী কন্যা, শিক্ষিতা-তরুণী সীতার খেয়াল? শুনিয়াছি, কোন ধনী খেয়াল বশে পোষা-বিড়ালের বিবাহে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া সমারোহ করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছি, ইহা নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কোন কিছুরই পরিচায়ক নহে। তবে কি সীতাও, এই নির্বুদ্ধিতার ক্রীড়নক হইয়া, আমাকে লইয়া তাহার খেয়াল-সাধ মিটাইয়া লইল?

আমি ইহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিলাম। আমি, আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলাম। সীতার অনুরোধ মনে পড়িল। কোন কিছুর অর্থ বুঝিতে না পারি, স্বীকার করিব—পারি নাই। তবুও অজ্ঞতা কিম্বা মূর্খতাবশে ওই স্নেহময়ী, দয়াময়ী নারীর প্রতি অবিচার করিয়া মহাপাতকের ভাগী হইব না।

মনে মনে বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলাম, যে কখনওআর এরূপ অসহ চিন্তার প্রশ্রয় দিব না। ভাবিব না ভাবিতে ভাবিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অপরাহ্ণ চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। এত দীর্ঘ সময় ঘুমাইয়াছি ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া, যতদুর সম্ভব দ্রুততার সহিত নিজেকে প্রস্তুত করিয়া ডেকের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ডেকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বহু নর-নারীর সমাগম হইয়াছে। ভাবিলাম, আসন্ন-মুক্তি সম্ভাবনায়, জল হইতে মাটীর স্পর্শ পাইবারআসন্ন সুযোগে পুনশ্চ আর একবার সকলে আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম যেদিন কলিকাতা হইতে জাহাজ যাত্রা করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল, কর্মক্লান্ত

দেহ ও মনগুলি অখণ্ড দীর্ঘ অবসরের মাদকতায় যেমন আনন্দ-উদ্বেলিত হইয়াছিল, তেমনি আবার একঘেয়ে আলস্য-জীবন-যাপনে অবসাদগ্রস্থ দেহ ও মনগুলি কর্মমুখর দিনের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

এমনিই হয়। মানুষের চিরন্তন প্রকৃতি, কালের ধাববান্ স্রোতে গা ভাসাইয়া অবিচ্ছিন্ন গতিতে অগ্রসর হইতে ভালবাসে। স্থবিরতা, গতিহীনতা তাহাকে সুস্থির রাখিতে পারে না। মানুষ অবিরাম গতিতে চলিতে চাহে। চলার অভিব্যক্তি অবশ্য বিভিন্ন রুচির ক্ষেত্রে, নানা পথে নানারূপে বিকশিত হইয়া থাকে।

আমি গত তিনটী দিন যে-স্থানে বসিয়া, আলাপ আলোচনা করিতেছিলাম, দেখিলাম সে-স্থানটী অন্য তরুণ-তরুণীর দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। আমার মন কোন সঙ্গত হেতুর অগোচরেই বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। আমি সেই সমাবেশে উপস্থিত প্রত্যেকটি নর-নারীর দিকে চাহিয়া একটিও পরিচিত মুখ দেখিতে না পাইয়া, বিস্মিত হইলাম। সীতার মত প্রাণশক্তিতে উচ্ছল নারী যে এমন মনোহর অপরাহ্নে, কেবিনের স্বল্প পরিসর গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, তাহা আমার কল্পনাতীত ধারণা ছিল।

আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তবে কি সীতা, অসুস্থ? এইরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হইবামাত্র আমি আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি আমার অজ্ঞাতসারে, সীতার কেবিনের উদ্দেশ্যে পা চালাইয়া দিলাম।

কিছুদুর আসিয়াই অভিভাবক নিতাইচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইলাম। আমি ব্যগ্রস্বরে কহিলাম, "ব্যাপার কি, নিতাই?"

নিতাই অপ্রসন্নমুখে কহিল, "ব্যাপার আবার কি, দাদাবাবু! আমি তো একটা খানসামা বই তো নয়! কাজ কি আমার বড়লোকের কথায় থেকে!"

বুঝিলাম, যে-কোন কারণের জন্যই হউক, নিতাইচন্দ্র রাগ করিয়াছে।

আমি তাহাকে প্রশ্রয় না দিয়া কহিলাম, "তোমাদের কারুর অসুখ-বিসুখ করে নাই তো?"

নিতাই আমার প্রশ্ন শুনিয়া একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপর কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, আমার অধৈর্যতা বৃদ্ধি করিয়া কহিল, "অসুখ করলে না হয় বুঝতাম, মন্ মেজাজ খারাপ আছে। কিন্তু তা' নয়।"

আমি অস্থির কণ্ঠে কহিলাম, "দোহাই তোমার, নিতাই! পরিষ্কার ক'রে বল, কি বলতে চাও তুমি?"

ধূর্ত নিতাই কিন্তু সে পথে গেল না। সে কহিল, "আচ্ছা, আপনিই বিচার করুন, দাদাবাবু। আমি না হয়, চাকর, নফর, এমন কি গাধাও না হয় হলুম। কিন্তু তা' ব'লে কি জটাধারী-ঠাকুর আমাকে, 'বেটা নাপতে' আজ তোকে খুন ক'রব ব'লে মারতে আসা ঠিক হয়েচে? সন্ন্যাসী মানুষ, ধম্ম-কম্ম করচ, তোমার কি অত রাগ সাজে! সাধুবাবাজী না কচু! আমিও ব'লে রাখচি, দাদাবাবু, যদি ভগবান থাকেন, ধম্ম থাকেন, চন্দ্রসূয্যি এখনও উদয় হন, তা' হ'লে 'এই বেটা নাপতের শাপ ফলবে, ফলবে, ফলবে!"

কি বিপদেই না পড়িলাম! বুঝিলাম, এমন গুরুতর কিছু হইয়াছে, যাহা এই অতি বিশ্বস্ত, অনুগত, পুরাতন ভৃত্যকেও অসংযমী করিয়া

তুলিয়াছে। আমি তাহার উক্তি সমর্থন করিয়া কহিলাম, "নিশ্চয়ই ফল্‌বে, নিতাই! কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটল যে......"

নিতাই সহানুভূতির গন্ধ পাইয়া আমাকে মধ্যপথে থামাইয়া দিয়া কহিল, "দাদাবাবু, আপনি যথাধর্ম্ম বলুন? তুমি ঠাকুর বাহে-বমি করে এমন বেলাল্লা কাণ্ড কর্‌লে, যা আমি বাপের জন্মে দেখি নি। তারপর যে-নাক ডাকা সুরু করলে, জাহাজ শুদ্ধ কাঁপতে লাগল। এরপরও, যে বিকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, ওই সব মেলেচ্ছ খাবারগুলো খেতে চাইবে, বাপ রে বাপ, অত বাহে-বমির পরেও, আমার মুখে আপনি গুণে দশ ঘা' জুতো মারুন, দাদাবাবু, আমি কি ক'রে তা' হাত গুণে বুঝব?"

আমার উদ্বেগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলেও, না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কহিলাম, "তুমি বুঝি ওঁর খাবারগুলো নষ্ট হবার ভয়ে খেয়েছিলে, নিতাই—"

"নষ্ট হওয়ার চেয়ে, খাওয়াতে কি, আমার ঘাট্ হয়েচে, দাদাবাবু? আপনি যদি এমন..."

আমি নিতাইকে বাধা দিয়া কহিলাম, "এমন কথা থাক্, নিতাই। এখন বল, তোমার দিদিমণি কোথায়? তিনি কি জটাধারী-ঠাকুরের জন্য জলযোগের বন্দোবস্ত করছেন?"

"না ক'রে—আর কি করবেন তিনি? দেখুন-গে দু'হাঁড়ী বাসীখাবার কেমন ক'রে বাবাঠাকুর টপাটপ গিলুচেন।" এই বলিয়া সহসা নিতাই একবার কেবিন-মধ্যস্থ গলিপথের দিকে চাহিয়া, আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিল

"ওরে, বাবা! এই যে…"কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, নিতাই দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি পশ্চাতে চাহিতেই দেখিলাম, হাস্যমুখে জটাধারী ঠাকুর আগমন করিতেছেন। তাঁহার হাসি মুখ দেখিয়া, অনুমান করা আমার শক্ত হইল না যে, তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছেন।

এই যে, শ্রীকান্ত বাবু! তারপর, বেশ ভাল আছেন?" জটাধারী সে দিন সেই প্রথম প্রশ্ন করিলেন।

আমি কহিলাম, "আছি। কিন্তু আপনার জন্য একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছিলাম।"

সীতা বেটিও তাই বলেছিল। দেখলাম তা'র উদ্বেগ আর ভবটা এমন মাত্রায় বেড়েছিল যে, দয়াময়ী মা-আমার শুধু বসে বসে কাঁদছে। চোখ দু'টি লাল জবাফুলের মত হয়েছে।" এই বলিয়া জটাধারী-ঠাকুর আমাকে অতিক্রম করিয়া গিয়া, পিছনে মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন, নিতাইকে দেখেছেন? যদি দেখতে পান, তবে দয়াকরে একখানা গালিচা পাঠিয়ে দেবেন, শ্রীকান্ত বাবু।"

জটাধারী ঠাকুর অদৃশ্য হইলেন। আমি ধীরে ধীরে সীতার কেবিনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও, তাহাকে তৎক্ষনাৎ ডাকিতে সক্ষম হইলেন না। তখন আমার মনে জটাধারী ঠাকুরের কথিত, সীতারলাল জবাফুলের মত চোখদুটির সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চলিতেছিল। সীতার চক্ষু যে জটাধারী ঠাকুরের জন্য অশ্রুবর্ষণ করে নাই, তাহা আমার অপেক্ষা আর কে বেশী জানে? তবে কি বালিকা, পিতার অসুখের কথা ভাবিয়া সারাদিন কাটাইয়াছ?

বা রে ! বেশ মজা তো ! এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন শুনি ? আমাকে ডাকতে কি ভয় পাচ্ছিলেন না কি ? আসুন, ভিতরে আসুন ।' এই বলিযা সীতা দ্বার প্রশস্তভাবে মুক্ত করিযা একান্তে সরিয দাঁড়াইল '

আমার সকল দুর্ভাবনা নিমিষের ভিতর দুর হইয়া গেল। আমি প্রফুল্লমুখে কহিলাম, "এখন সময হবে না। সন্ন্যাসী ঠাকুবের জন্য গালিচা নিযে যাবার আদেশ আছে। কিন্তু কোথায সে বস্তুটী, পাওয়া যাবে সীতা ?"

সীতার মুখে বিস্মষ আভায মূর্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, কেন নিতাই আবার কোথায গেল ?"

আমি কহিলাম "বেচারার প্রাণ নিযে বাবাজী যে টান দিযেছেন ফলে এখন কিছু সমযের জন্য তাঁকে ভুলতে হবে, সীতা। ভাল কথা গালিচা কি সন্ন্যাসীঠাকুরের কেবিনে আছে ?"

সীতা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, "আছে। কিন্তু নিতাইকে কি জটাধাবী কাকা কিছু—" সীতা বাক্য অসমাপ্ত রাখিযা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিল।

আমি কহিলাম, "না তেমন কিছু নয। বেচারার দেহের ওপর কোন নির্য্যাতন হয় নি। তবে মনের ওপর একটু বেশী মাত্রেই আঘাত লেগেছে। আমি চল্লাম। কিন্তু তুমি কি আজ ডেকে যাবে না সীতা।

দেখিলাম সীতার মুখ অকস্মাৎ ম্লান হইযা উঠিল। সে নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল "চলুন যাচ্ছি।"

আমি সন্ন্যাসী ঠাকুর কেবিনের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম অভিভাবক নিতাইচন্দ্র গালিচা লইয়া কেবিন হইতে বাহির হইতেছে।

আমি সহানুভূতি সূচক স্বরে কহিলাম "যা হবার হ'য়ে গেছে। ওসব নিয়ে আর মিথ্যে মনখারাপ করে রেখ না. নিতাই। হাজার হোক, সন্ন্যাসীঠাকুর তো? ওঁদের কথায় রাগ করতে নেই, বাবা।"

নিতাই একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। দেখিলাম, এতটুকু সহানুভূতির স্পর্শে, ইতিপূর্বে তাহার যে চক্ষু দুটিতে অগ্নিজ্বালা সংক্রামিত ছিল, সেই চক্ষুদ্বয়ই সজলাভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে অকস্মাৎ গালিচাখানি নামাইয়া রাখিয়া, আমার পায়ের নিকট গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আপনিই আমাকে রক্ষা করলেন, দাদাবাবু। নইলে, যে মহাপাতক করব ভেবেছিলাম, তা'থেকে আর কখনও মুক্তি পেতাম না।"

নিতাই গালিচাখানি পুনশ্চ তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আমি নিতাইয়ের কথিত উক্তির অর্থ কি হইতে পারে, ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সীতা আসিতেছে।"

"গালিচা কৈ? আচ্ছা, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ..."

সীতাকে নিরস্ত করিয়া আমি কহিলাম, "নিতাই নিয়ে গেছে, সীতা।"

সীতা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "সত্যি, ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটেছিল বলুন তো?"

আমার বিস্ময়েরও অবধি রহিল না। কহিলাম, "কেন, নিতাই তোমাকে কিছু বলে নি?"

সীতার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "অভিভাবক, কখনও কি মাইনরের নিকট, অভিযোগ পেশ করতে পারে? আপনি বেশ তো।"

"এস, ডেকে গিয়ে বলছি।" এই বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম।

১৬

ডেকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, জটাধারীঠাকুর ইতোমধ্যেই জমকাইয়া ফেলিয়াছেন। যে লর্ড্-কন্যাকে তিনি বিষম অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়াছিলেন, সেই তরুণীকে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত কথা বলিতেছেন দেখিয়া, আমি কৌতূহলের বশে, শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে গিয়া একান্তে বসিয়া পড়িলাম।

জটাধারীঠাকুর স্নিগ্ধ হাস্যমুখে বলিতেছিলেন, "তোমার ফিঁয়াসে যে তোমার সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করেন নি, শুনে খুব খুসী হলাম, মিস্। কিন্তু আমি তোমাকে এই নিশ্চয়তাও দিচ্ছি যে, তুমি যদি একটু সতর্ক ভাবে, তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করো, তা, হ'লে বাস্তব সত্যের সঙ্গে পরিচয় হ'তেও বেশী দেরী হ'বে না। কারণ…"

সহসা সন্ন্যাসীঠাকুর নীরব হইলে, মেয়েটী আকুল আগ্রহের সহিত কহিল, "কারণটী কি, বলুন?"

"কারণ, তোমার ফিঁয়াসের রেঙ্গুন-যাত্রায় অমঙ্গল ঘটার লক্ষণ আমি দেখেচি।" জটাধারীঠাকুব নির্বিকার কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন।

মেয়েটী ক্ষণকাল নতমুখে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁ'র যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে! আমি যে-পরিচয় তাঁ'র পেয়েছি, তারপর আমি আর কোন কিছুর জন্যই, এই বিবাহে সম্মত হ'তে পারি না। অবশ্য আমি তাঁ'কে খোলাখুলিভাবে, তা, জানিয়েও

দিয়েছি। কিন্তু, আপনাকে আমি একটা বিষয়ে সাবধান করতে চাই, সাধু—" এই অবধি বলিয়া সহসা তরুণী স্তব্ধ হইয়া গেল। সে যেন যাহা বলিতে চাহে, তাহা বলিতে বিষম দ্বিধা বোধ করিতেছে, এমনই একটি পূর্বাভাষ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

জটাধারী মৃদু শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "বুঝেচি, মিস্, তুমি কি বলতে চাইছ। ইতিপূর্বে তোমার ফিঁয়াসেকে বলেছি তো, যে তাঁ'র মত এক ডজন ব্যক্তিরও সাধ্য নেই, আমার কোন দৈহিক-ক্ষতি করেন? মিথ্যে উদ্বেগে তুমি সারা হ'য়ো না। আর কিছু বলবার আছে?"

মেয়েটীর মুখে এক অপূর্ব তৃপ্তিদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে নতমুখে প্রায় নিঃশব্দে, 'গুড বাই' শব্দটী উচ্চারণ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

আমি একাগ্রচিত্তে এই দৃশ্যটীর অভিনয় দেখিতেছিলাম, সহসা মুখ তু'লতেই দেখিলাম, সীতা, অদূরে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াইয়া, সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

আমি সীতার নিকট উপস্থিত হইলাম, এবং তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া, স্বয়ং উপবেশন করিলাম।

সীতা কহিল, "বিভিন্ন মানুষের চোখে একই জিনিষ কিরূপ শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়ে তোলে, দেখে আশ্চর্য হ'তে হয়। এই যে উদার, মুক্ত সাগর, আমার দু'টী চোখে যে-বিস্ময় ও শ্রদ্ধার মহিমময় মূর্তিতে প্রতিভাত হয়েচে সেই বস্তুই আপনাদের মত যাঁদের চোখে বহুবার ধরা দিয়েছে, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, এবং অশ্রদ্ধেয় মূর্তিতে ফুটে উঠেছে। মানুষের এই মনোবৃত্তি, যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিস্ময়কর।"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "মিষ্টি বেশী মাত্রাতে খেলেই অসুখ করে। পরিচয়, সব রহস্যের নিরসন করে। যা' অজ্ঞাত, তা' জ্ঞাত হবার প্রচেষ্টায় যত আনন্দ আর মাদকতা থাকে, জ্ঞাত হ'বার পর আর সে মাত্রায় থাকে না। এর জন্য দুঃখ পা'বার, কোন হেতুই নেই, সীতা। দূরের আকর্ষণে, মানুষ উন্মাদপ্রায় হ'য়ে, নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ ক'রে বন্ধুর পথে বাহির হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায়, সেই মুহূর্তেই সব রহস্যের অবসান হয়। মানুষ যে-দীর্ঘপথ অক্লেশে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই পথ আবার শ্রান্ত ক্লান্ত চিত্তে দিনের পর দিন ধীরে ধীরে অতিক্রম ক'রে ফিরে আসে। এই জগতের নিয়ম, সীতা। অজ্ঞাত, জ্ঞাত হবার জন্য দুর্দমনীয় ইচ্ছা, সব মানুষের মনেই থাকে না. যা'দের থাকে, তা'রাই জগতের বেশী আনন্দ উপভোগ করে।"

সীতা কহিল, "আপনি যে-সব মনের পরিচয় দিলেন, তা' আপনার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী পুরুষ জাতের। কিন্তু নারীর মন, নারীর চিন্তাধারা সম্বন্ধে আপনার ওই যুক্তি যে খাটে না, তা'ও আপনার জেনে রাখা ভাল।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "তা' আমি জানি, সীতা। আমার মনে এমন স্পর্ধা যেন কোনদিন না জন্মে যে, আমি রহস্যময়ী নারী জাতিকে চিনতে পেরেছি।"

সীতার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। বুঝিলাম সে খুসী হইয়াছে। কিছুসময় নীরবে থাকিয়া সে কহিল, অথচ এমনি অদৃষ্টের পরিহাস, যে এই পুরুষ-জাতটাই নারীর ভাগ্য-নিয়ামক হ'য়েচে। যা'রা নারীজাতিকে চেনে না, যা'রা নারীর মনের সঙ্গে পরিচিত নয়, তা'রাই করে তাদের বিচার,

ক'রে তাঁদের সারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত। এর চেয়ে অদ্ভুত, আর কিছু আপনার জানা আছে, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, জাতি হিসাবে নারীকে পুরুষ না চিনলে, কখনই এমন দুঃসাহসের পরিচয় দিত না, সীতা"

সীতা দুই জ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "এই যে আপনি বল্‌লেন, নারী জাত্‌টাকে আপনি অর্থাৎ পুরুষেরা চেনন না?"

আমি কহিলাম, তোমার শোনবার ভুল হয়েছে, সীতা। আমি বলেছি যে, রহস্যময়ী নারীকে পুরুষ ঠিকভাবে চেনে না। তাঁদের মনোবৃত্তির সঙ্গে পুরুষ সম্যকরূপে পরিচিত নয়। কিন্তু মা-নারীকে, বোন-নারীকে, সহধর্মিণী নারীকে পুরুষ চেনে বই কি সীতা। মাতৃরূপিণী নারীকে না চিনেই পুরুষ কি কখনও এমন অকৃত্রিম প্রাণভরা স্বরে 'মা-মা' ব'লে ডাক্‌তে পারত? না, মা-নারী আজ সারা জগতের সভায়, এমন মহিমময়ী দেবী মূর্তিতে পূজা পেতে সক্ষম হ'ত? নারীজাতি বলতে যা' বোঝায়, একক রূপের সমষ্টিকে পুরুষ সমষ্টিগত ভাবে না চিনুক, কিন্তু নারীর যে-অংশ, অকৃত্রিম নারীত্বে, মাতৃত্বে, স্ত্রীত্বে, সহোদরা গণ্ডীতে বিভক্ত. সে-সব অংশের চক্ষুই হ'ল পুরুষ। পুত্ররূপে, ভাইরূপে, স্বামীরূপে, গুরুরূপে, শিক্ষকরূপে, পুরুষেরাই এই অংশগুলি নিয়ন্ত্রণের গুরুভার, গুরুদায়িত্ব শিরে তুলে নিয়েছে।"

সীতা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কিন্তু যে রহস্যময়ীর জন্য আপনি ভিন্ন কথা বল্‌ছেন, তাঁরা কি নারীজাতিরই একটা মহান অংশ নয়?"

আমি কহিলাম, "সত্যই একটা মহান অংশ, সীতা। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হ'য়েছে, তন্মধ্যে বেশী হ'য়েছে, এই রহস্যময়ী নারীদেরই

জন্য। রহস্যময়ী নারীর রহস্যটুকু জানবার দুর্জয় প্রলোভন জয় করতে না পেরেই, পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ সন্তানের সাম্রাজ্য ও জীবন লয় পেয়েছে। পুরুষ চেনে না, শুধু এই রহস্যময়ী নারী সম্প্রদায়কে, সীতা।”

সীতা একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিল, কহিল, “পুরুষ নারীকে রহস্যময়ীরূপে দেখতে চায় ব'লেই, নারী হয়েছে রহস্যময়ী। পুরুষের প্রয়োজন মেটাতেই নারী হয়েছে প্রয়োজনীয়। পুরুষ ছলনা চাহে ব'লেই, নারী হয়েছে, ছলনাময়ী। আজ যদি পুরুষের রহস্যক্ষুধা মিটে যায়,নারীর রহস্যময়ী মূর্তিও সঙ্গে সঙ্গে লয় পেয়ে যাবে। তা'ই আমার মনে হয়, পুরুষ ও নারী এরা পরস্পরকে যে-ভাবে দেখতে চায়, পেতে চায়, এই ধরণীর রঙ্গমঞ্চে তেমনি নাটকেরই অভিনয় তারা ক'রে থাকে। কিন্তু সহজ, সবল, বর্ণহীন, বৈচিত্রহীন সত্য যখন মানুষের জীবনে আবির্ভাব হন, তখন নর ও নারীর মধ্যে আর কোন কুহেলীরই স্থান থাকে না।”

আমি সীতার ধীরকণ্ঠের, প্রায়নিঃশব্দ কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এই বয়সে সীতা এরূপ ধারায় চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, দেখিয়া আমার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। কহিলাম, “সীতা পুরুষ রহস্যপ্রিয় হ'য়েচে, শুধু নারী রহস্যময়ী সেজেছে, একমাত্র এই হেতুতেই। নইলে পুরুষের ও-সব বিলাসের সময়ও নেই, সুযোগও নেই। পুরুষের প্রায় সমগ্র সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়, নারীর হাতে। পুরুষ প্রথম চক্ষু মেলে চায়, নারীর মুখের ওপর, প্রথম আশ্রয় লাভ করে, নারীর সুকোমল স্নেহভরা অঙ্কে। পুরুষ-জীবনের প্রথম প্রভাত হ'তে ত'ার সব কিছুরই ভিত্ পত্তন হয়

নারীর নির্দেশের ওপরে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, পুরুষের জন্য একমাত্র এই নারীই ধরণীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে পারে, আবার একমাত্র এই নারীই পারে, ত'ার জীবনে নরকাগ্নি জ্বালাতে, সীতা।"

সীতার মুখে রহস্যময় হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "না, আর পারে না, শ্রীকান্ত বাবু। যে-যুগে পুরুষ, নারীকে ত'ার প্রাপ্য সম্মানিত স্থানটিতে প্রতিষ্ঠা ক'রে, ত'ার সকল ন্যায্যদাবী স্বীকার ক'রে নিত শুধু সেই যুগেই নারী আপনার উচ্ছ্বাস-বর্ণিত সব কিছুই ক'র্‌তে সক্ষম হ'ত। আজ নারী হ'য়েছে ভোগের বস্তু। তার বেশী এতটুকু অধিকার নারীর হাতে নেই। নারীর নারীত্ব আজ ত'ার দৈহিক রূপ লাবণ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে নির্ধারিত হয়। আজ পুরুষের চোখে এতটুকুও সম্মান-দৃষ্টি এরূপ দুর্লভ হ'য়ে উঠেছে যে, ভাবতেও আমি শঙ্কিত হ'য়ে উঠি।"

আমি পূর্ণ সম্মতি জানাইয়া কহিলাম, "সত্য, সীতা।"

সীতার ঝোঁক যেন চাপিয়া বসিল, সে বলিতে লাগিল, পাশের বাড়ীতে ছেলেদের চোখেও যখন চোখ রেখে কথা বল্‌তে, অতি পরিচিত তরুণী মেয়েরও শঙ্কা হয়, তখন তরুণ ছেলেদের নৈতিক অবনতি কিরূপ গভীর খাদে নেমে দাঁড়িয়েছে, ভাবতেও মন আমার বেদনায় কেঁদে ওঠে। ট্রামে-বাসে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, শুধু তরুণীরাই নয়, পিতা, এমন কি ঠাকুরদা'র বয়সী আমাদের বাঙ্গালী-ঘরের পুরুষেরা পর্যন্ত, যে-লোলুপ আর হীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, দেখে, লজ্জায়, দুঃখে ক্ষোভে অন্তর আমার ভেঙ্গে পড়ে। আচ্ছা, আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, শ্রীকান্ত বাবু, এই নীচ-প্রবৃত্তির বিনিময়ে, পুরুষেরা কোন তৃপ্তি ভোগ করে?"

আমি কুণ্ঠিতস্বরে কহিলাম, "আমাকে মার্জনা কর, সীতা। তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।"

সীতা ক্ষণকাল একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন তাহার মুখে যে-অনবদ্য, শান্ত, পবিত্র আভাষটি ফুটিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া আমার মন অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। এক সময়ে সীতা কহিল, "প্রায় সবার ঘরেই, বোন আছে, কি স্ত্রী আছে, কি মা আছেন, কিম্বা অন্য কোন আত্মীয়ারা আছেন, প্রায় সবাব ঘরেই তরুণী মেয়েরাও আছে, তরুণ ছেলেরাও আছে। অন্যায়ের, তা' য'ার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হোক্, প্রতিক্রিয়া ঘুরে এসে তা'কেও আঘাত দেবার যে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে, কেন আজকাল এই সব পুরুষেরা বুঝতে পারেন না, শ্রীকান্ত বাবু? নারী নারী কি শুধু একমাত্র ওই হেয় জঘন্য দৃষ্টি আকর্ষণেরই পাত্রী? আর কি নারীর কোন দাবী নেই, কোন সত্তা নেই পুরুষের কাছে? নারী কি শুধু পুরুষের লালসা মেটাবার জন্যই সৃষ্টি হয়েচে? তবে কি পুরুষ-মানুষ আর ছাগ-পশুতে আজ আর কোন পার্থক্য নেই? তা' হ'লে আমি বলি, শ্রীকান্ত বাবু, যে বাঙালী জাতটাকে বিভিন্ন শাসক জাতির হাজার হাজার বৎসরের নিদারুণ উৎপীড়নও উচ্ছেদ করতে পারে নি, এইবার তা' হ'বে। স্বয়ং বিধাতাও যদি পথ আগুলে দাড়াতে চান, তাঁকেও বাঙালীর সঙ্গে একই খাদে প'ড়ে আত্মহত্যা করতে হ'বে।"

সীতা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "কয়েকজন অবাচীন, চরিত্রহীন পুরুষই সমগ্র বাঙালী জাত নয়, সীতা। তা' ছাড়া যে-ছবি তুমি এইমাত্র মেলে ধর্‌লে, তা'ও একমাত্র সহরের ছবি। সেদিন আমি বলেছি তো, যে বাঙলার আত্মা সহরে বাস করেন না? তুমি

যদি বল, এই সহর ধ্বংসের পথে চলেছে, কারুর মধ্যে নেই তাঁকে রক্ষা করবার, তবেই তা সত্যভাষণ হ'বে। তোমাকে আর সহর সহ্য হ'বে না, সীতা। যদি সম্ভব হয়, তবে কিছুদিনের জন্য সহর ছেড়ে দূরে থাক। তা হ'লেই দেখতে পাবে, বাঙালী আজও সর্বরকমে বাঙালী হ'য়েই বেঁচে আছে।"

সীতা ধীরে ধীরে শান্ত হইতেছিল। আমাকে হাসিতে দেখিয়া কহিল, "বলুন?"

আমি বলিতে লাগিলাম, "আজও পল্লীবধূ গলায় আঁচলের খুঁট জড়িয়ে শিল্পীর মানসপ্রতিমার মত প্রদীপ হাতে তুলসীতলায় গড় হ'য়ে প্রণাম করে। আজও সন্ধ্যাকে আবাহন করবার জন্য, ঘরে ঘরে কম্বুকণ্ঠের পবিত্র কম্বু ধ্বনি, পল্লীর আসন্ন সন্ধ্যার আকাশ, প্রান্তর, পথ ও বনে তরঙ্গ তুলে দিকে দিকে ছুটে যায়। আজও ভিখারীরা কোন ঘরেই মুষ্টি ভিক্ষায় বিমুখ হয় না। আজও পুকুর ঘাটে চুড়ির রিণি-ঝিনির সঙ্গে পল্লীবধু বান্ধবীর কাছে, তা'র গত রাত্রির সুখস্বপ্ন বিবৃতি করে। আমি এই জন্যই পল্লীকে এত ভালবাসি, সীতা।"

সীতার আয়ত চক্ষু দু'টি উৎসাহে, আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "এমন পল্লী এখনও আছে, শ্রীকান্তবাবু?"

"নেই।" আমি মৃদু হাস্য করিয়া কহিলাম "কেবলে নেই, সীতা? যা'রা বলে সে-পল্লী ম'রে গেছে, সে পল্লী আর নেই তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়, সীতা। পল্লী আজও কতিপয় স্বার্থাশক্ত, হৃদয়হীন, নৈতিক-চরিত্রের বালাইহীন ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে ছাড়া—তেমনি মহান, তেমনি উদার হ'য়েই বেঁচে আছে। পল্লীকে বুকভরা ভালবাসা, মনভরা দরদ

আর চোখ ভরা সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখতে পার, তবে দেখতে পাবে আজও পল্লী প্রকৃতি তেমনি গরীয়সী, তেমনি মহীয়সী ! পল্লীর দলাদলি, পল্লীর দারিদ্র, পল্লীর সব কিছু নগ্নতা নিয়েও আজও পল্লী তেমনি পবিত্র, তেমনি পূতঃ, তেমনি মহত্বে মণ্ডিত, সীতা ।”

সীতা আবেগে আপ্লুত স্বরে কহিল, “আমাকে এমন পল্লী দেখাবেন, শ্রীকান্ত বাবু ।

আমি বিস্মিত হইয়া সীতার মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, সীতার সারা মুখে অকৃত্রিম ভাবাবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে । আমি কহিলাম “সত্যকার পল্লীকে তো কেউ দেখতে পারে না সীতা । দেখবার মত থাকা চাই । নইলে পল্লীর অকথ্য দৈন্য-দরিদ্রতা শুধু অসহ দয়া আর দুর্বহ ঘৃণার ভারে মন ভরে দেবে । সত্যকার দৃষ্টি হ’যে যাবে অন্ধ । শুধু ঘৃণা, শুধু তাচ্ছিল্য, শুধু দারুণ অবহেলার বিরাট বোঝা নিয়েই ফিরে আসতে হ’বে ।”

সীতা যেন আপনাকে বিস্মৃত হইল । কহিল, “আপনি আমাকে দেখাবেন, আমি আপনার চোখ দিয়ে দেখ্‌ব । আপনার মন দিয়ে ভাবব, তা’ হ’লেও কি পল্লীর দুয়ারে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমি পা’ব না ? বলুন, দয়া ক’রে বলুন আমাকে...”

সীতা সহসা নীরব হইল । তাহার কণ্ঠস্বরে গম্ভীর, অকৃত্রিম আবেগের সুর ধ্বনিত হইয়া আমাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল । আমি সীতার দৃষ্টি সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া যখন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি, আমাকে রক্ষা করিলেন, জটাধারী ঠাকুর । তিনি অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “তোমার কেবিনে কি গঙ্গাজল আছে, সীতা ?”

সীতা কয়েক মুহূর্ত অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং শঙ্কিত স্বরে কহিল, "কি বলছেন, কাকাবাবু ?

জটাধারীর মুখ অনবদ্য হাস্যালোকে উদ্ভাসিত হইল। তিনি রহস্যময় স্বরে কহিলেন, "কোন শঙ্কা নেই, মা। আমি আশীর্বাদ করচি, তোমার সকল আশা পূর্ণ হবে।"

সীতা সহসা জটাধারীর পায়ের উপর গড় হইয়া প্রণাম করিল, এবং পুনশ্চ যখন উঠিয়া মুখ নত করিয়া দাঁড়াইল, আমি দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, যে তাহার দুই পদ্মচক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

জটাধারী আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভগবানের এই ক্ষুদ্র ধরণীতে কত বিস্ময়ই না, কত-স্থানে লুক্কায়িত থাকে, শ্রীকান্ত বাবু! কিন্তু নেই-বা মন পীড়িত করলেন আপনি ?"

আমি শঙ্কিত দৃষ্টিতে এই শক্তিমান সন্ন্যাসীর দিকে একবার চাহিয়া চক্ষু নত করিলাম।

১৭

সীতা, জটাধারী ঠাকুরকে গঙ্গাজল দিবার জন্য কেবিনে চলিয়া গেল। আমি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, রাত্রি এগারোটা বাজিয়াছে। অদ্য জাহাজে শেষ রাত্রি। জাহাজের একজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, রাত্রি ২টার সময় জাহাজ ভিক্টোরিয়া-পয়েণ্টে প্রবেশ করিবে।

আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, সীতা গত তিনটি দিন যেরূপ উচ্ছল আনন্দ-বন্যায় সকলকে বিশেষ করিয়া আমাকে ভাসাইয়া দিয়াছিল, তাহার সেই স্বতঃ উৎসারিত প্রবাহ যেন নিঃশেষে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হয়তো পীড়িত পিতার জন্য স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা তাহাকে এরূপ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে।

তাহার সঙ্গে গ্রোমে যাইবার জন্য, সীতা আমাকে একাধিকবার অনুরোধ করিয়াছে। প্রতিবারই আমি নীরবেথাকিয়া এড়াইয়া যাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু সত্যই কি এড়াইয়া গিয়াছি? সীতার মুখভাবে যে নিশ্চয়তার ছবি ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছি, তাহাতে আমার নীরব অসম্মতির কোন আভাষই দেখিতে পাই নাই।

সীতা এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে, যে আমি তাহার সঙ্গে যাইব। কিন্তু সে তো জানে নাই যে, আমার ভবঘুরে-ধাতুতে এরূপে নিশ্চিন্ত-শান্তি সহ্য হইবে না? কিন্তু আমি কোন্ অজুহাতে এই সরলা বালিকাকে বুঝাইব যে, আমার অতি অশান্ত জীবনের সঙ্গ কাহারও পক্ষে শুভকর নহে?"

এমন সময়ে নিতাইচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। সে আমাকে একাকী পাইয়া, সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া কহিল,"আজ রাত্তিরেই না-কি, আমাদের জাহাজ পৌঁছে য'াবে দাদাবাবু? তা' হ'লে রাজাবাবুর কাছে কালই তো যা'ব আমরা?"

আমি কহিলাম, "কাল আর তোমার রাজাবাবুর কাছে পৌঁছানো যা'বে না, নিতাই। পরশু প্রাতে তাঁ'র দেখা পেতে পারবে।"

নিতাই কহিল, "তা'ইতো দিনরাত ভাবছি, যে ভগবান যদি আপনার

দেখা জাহাজে না মিলিয়ে দিতেন, তা' হ'লে দিদিমণিকে নিয়ে কি করতুম আমি! আপনিও তো আমাদের সঙ্গে যাবেন, দাদাবাবু?"

নিতাইয়ের প্রশ্নের কোন জবাব দিলাম না। সে কিছুসময় চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিল, "দিদিমণি, আপনার সুটকেশটা আমাদের মাল-পত্তরের সঙ্গে বাঁধবার হুকুম দিলেন, তা' নিয়ে গেছি।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "নিয়ে গেছ?"

নিতাই নির্লিপ্ত স্বরে কহিল, "তা' ছাড়া আমি আর কি করতে পারি, দাদাবাবু? রাজার হুকুম টল্‌বে, তবু দিদিমণির হুকুম টল্‌বে না। হাঁ, ভাল কথা, আপনার বিছানাটা কি এই সময়ে আমাদের সঙ্গে বেঁধে নেব, না রাত্তিরে আবার তা'তে শোবেন?"

আমার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব হইল, আমি কহিলাম, "তুমি কি ক্ষেপেচ, নিতাই? সারাটা রাত কি আমি এই চেয়ারে ব'সেই কাটিয়ে দেব, আশা কর?"

দেখিলাম, ধূর্ত নিতাইয়ের মুখে চকিতের জন্য মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া কহিল, "তবে থাক।" নিতাই ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "দিদিমণি আপনার ওপর খুব রেগেছেন!"

আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিলে, নিতাই পুনশ্চ কহিল, "দিদিমণির আর দোষ কী! একটা খোলা ব্যাগে আপনি যদি অতগুলো টাকা ফেলে রাখতে পারেন, তবে......"

আমি অস্থির হইয়া কহিলাম, খোলা ব্যাগ কি রকম! নিশ্চয়ই কেউ তালা ভেঙ্গেচে। সর্বনাশ! তা' হ'লে যে..."

আমার কথা মধ্যপথে থামাইয়া দিয়া নিতাই কহিল, "কেউ তালা ভাঙ্গে নি। ভাঙ্গলে, ভিতরে আর টাকার দেখা পাওয়া যেত না। এই নিন্ চাবী—তালাতে লাগানো ছিল।"

নিতাই আমার হস্তে একটি চাবী প্রদান করিল। অকস্মাৎ আমার মনে পড়িল যে, অদ্য প্রাতে স্নানের পর একপ্রস্থ বাসিকরা জামা-কাপড় বাহির করিয়া, আর চাবী বন্ধ করি নাই। আমি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম, "তোমার দিদিমণি কি করছেন, নিতাই?"

নিতাই গম্ভীর মুখে কহিল, "বাবাঠাকুরকে গঙ্গাজল দিয়ে চুপ-চাপ বসে ভাবছেন। তাঁকে কি ডেকে দেব এখানে, দাদাবাবু?"

আমি কহিলাম, "না, নিতাই। আমার বড় ঘুম পেয়েছে, এবার আমি শুতে যা'ব।" বলিতে বলিতে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কেন জানি না, সীতার সহিত একত্রে বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিতে আমার মন ভীত হইয়া উঠিল।

পশ্চাৎ হইতে নিতাই কহিল, "আমার কথা যে, এখনও শেষ হয় নি, দাদাবাবু?"

আমি কহিলাম, "পরে হবে।" এই বলিয়া আমি কোন দিকে না চাহিয়া, আমার কেবিনের ভিতর প্রবেশ করিলাম, এবং আলো নির্বাপিত করিয়া দিয়া শয়ন করিলাম।

আমার উৎকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল না। সীতা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া, আমাকে তাহার সঙ্গে লইয়া যাইবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিতেছে। আমি কি বলিয়া তাহাকে বিমুখ করিব? কোন্ হেতু দেখাইয়া তাহাকে বুঝাইব যে, আমার পক্ষে তাহার সাথী হওয়া,

সম্পূর্ণরূপে এক অসম্ভব বিষয়? আমাকে আবার এ কি ফ্যাঁসাদে ফেলিলে, ভগবান!

"শ্রীকান্ত বাবু!" এই বলিয়া সীতা দ্বারে বার-দুই আঘাত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং আমি কিছু বলিবার পূর্বেই, সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া ফেলিল।

আমি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম। সীতা কহিল, "শরীর কি ভাল নেই? এমন অসময়ে শুলেন যে?"

অসময়ে! রাত্রি ১২টা শয়ন করিবার পক্ষে অসময়! ইহা ভাবিয়া আমার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলাম, "ক'টা বেজেছে, দেখেচ?"

সীতা নির্বিকার স্বরে কহিল, "১২টা।" এই বলিয়া সে কক্ষ মধ্যস্থ কৌচটীর উপর উপবেশন করিল। পুনশ্চ কহিল, "রাত দু'টোর সময় যদি ভিক্টোরিয়া-পয়েণ্টে জাহাজ প্রবেশ করে, তবে রেঙ্গুনে পৌঁছাতে সকাল হবে কেন?"

আমি কহিলাম, "আমাদেরই সুবিধার জন্য, সীতা। ভোর রাত্রে জেঠীতে নেমে, কোথায় যাব আমরা? তা'র চেয়ে রাতটুকু ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টে কাটিয়ে, প্রাতঃকালে রেঙ্গুনে নামাই কি ঠিক হবে না?"

সীতা নীরবে সম্মতি জানাইয়া কহিল, "রেঙ্গুনে সারাদিনটা না বসে থেকে, সকালের কোন ট্রেণে, প্রোম যাওয়াই কি ঠিক হ'বে না?"

"না, হবে না, সীতা। কারণ সকালের দিকে যে ট্রেণ আছে, তা' প্যাসেঞ্জার-ট্রেণ। তা'তে যাওয়াও অনেক রকমের ফ্যাঁসাদ আছে। পৌঁছাতেও গভীর রাত হয়ে যা'বে। প্রোম-মেল গেলে রাতটুকু ট্রেণে

কাটিয়ে, ঠিক সকাল সাতটার সময় সেখানে পৌঁছে যাবে।" আমি ধীর স্বরে কহিলাম।

সীতা বোধ হয় আমার শেষের উক্তি শ্রবণ করে নাই। কারণ সে অন্যমনস্কভাবে কহিল, "থাক্‌ব কোথায়?"

আমি চিন্তিত স্বরে কহিলাম, "তা'ও এক সমস্যা বটে। কলকাতার মত রেঙ্গুনে সাময়িকভাবে থাকবার আশ্রয়স্থল মেলা দুরূহ। আবার যা'ও মেলে, তোমাকে আমি সেখানে নিয়ে যেতে পারি নে। তবে…"

সীতা বাধা দিয়া কহিল, "ধর্মশালা নেই?"

আমি নিরুৎসাহ স্বরে কহিলাম, 'আছে একটা। কিন্তু সর্বসময়েই ভর্তি আর যে-অবস্থায় থাকে, তুমি দশটা মিনিটওসেখানে টিকতে পার্‌বে না।।"

সীতা বিস্মিত স্বরে কহিল, "তা' হ'লে আমার মত যা'রা ব্রহ্মদেশে যেতে বাধ্য হয়, তা'রা কোথায় থাকে?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "তোমার মত যা'রা যায়, অর্থাৎ রেঙ্গুন ছাড়া অন্যত্র যা'দের গন্তব্য স্থান, তা'রা ট্রেণ পাবার আগে ওই কয়েক ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়ে, কিম্বা ষ্টেশন-প্ল্যাটফরমে বসেই কাটিয়ে দেয়।"

সীতা কহিল, "তবে আমার বেলাতেই এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম কর্‌তে চাইছেন কেন? তা' ছাড়া এও আবার একটা কথা না কি যে, রেঙ্গুনে থাকবার স্থান নেই!"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "আমাকে তুমি ভুল বুঝেচ, সীতা! রেঙ্গুনে থাকবার স্থান নেই, এমন কথা আমি বলি নাই, আমি বলেছি কলকাতার মত অলিতে গলিতে হোটেল-প্রথা নেই। এখানে যাঁ'রা আসেন তাঁ'রা প্রায়ই পূর্বাহ্নে বন্দোবস্ত ক'রে আসেন। আর যাঁরা তা' করেন না, তাঁদের

সম্পূর্ণভাবে অদৃষ্টের হাতেই ছেড়ে দিতে হয়। জোটে আশ্রয়, ভাল, না জোটে—”

সীতা হাসিতে হাসিতে কহিল, “তা'ও ভাল। আপনি বল্‌তে চাইছেন যে, রেঙ্গুনে একটা'ও ভাল হোটেল নেই?”

“একটা কেন, তিনটে আছে। দু'টো সাহেব ও সাহেবীভাবাপন্নদের জন্য আর একটা কা'দের জন্যে, তা' আমার ঠিক জানা নেই। শুধু এইটুকু জানি,সেখানে আর কারুর ওঠা চলে—চলুক,তোমার চল্‌বে না।”

সীতা কহিল, “দরকার নেই চ'লে। তা'র চেয়ে এক কাজ করা যাক্ আসুন। ওই কয়েক-ঘণ্টা সময়টুকু পথে পথে ঘুরেই কাটিয়ে দেওয়া যা'ক্। শুনি-তো রেঙ্গুনে বহু কিছু দেখবার জিনিষ আছে?”

“তা' আছে। সর্ববৃহৎ সোয়েড্রাগন্ প্যাগোডা থেকে বড়, মাঝারি, ছোট হাজার হাজার প্যাগোডা আছে। যে-সবের যে-কোন একটা দেখলেই, সব ক'টা দেখা হ'য়ে যায়।”

সীতা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, “কি যে বলেন! আপনি আজকাল যেন কেমন একরকম হয়েছেন! আপনার যুক্তি মানতে হ'লে, একটা মানুষকে জানলে, চিনলেই পৃথিবীর সব মানুষকে জানা-চেনা হ'য়ে যায়।”

আমি কহিলাম, “মানুষ আর অল্পবিস্তর একই প্ল্যান্ অনুযায়ী তৈরী প্যাগোডাতে একটু পার্থক্য আছে, সীতা। বিধাতার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি এই মানুষ। বিস্ময়কর-সৃষ্টি এই মানুষের মন। এদের সঙ্গে তুলনা করা চলে, এমন কোন দ্বিতীয় সৃষ্টি স্রষ্টার রাজ্যে নেই।”

সীতা কহিল, “মানুষের মন এক বিস্ময়কর-সৃষ্টিই বটে! একমাত্র এই মনের বিকৃতি ঘটেই, জগতে যত কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।” এই

বলিয়া সীতা কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "বাবার জন্য আজ আমার মনটা কেন এত কাঁদছে বলুন তো? শুধু ইচ্ছে যাচ্ছে ডাক্ ছেড়ে কাঁদতে।" বলিতে বলিতে সীতার দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু প্রবাহ বাহির হইল।

আমি সীতাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, ভাবিয়া পাইলাম না। কহিলাম, "তিনি ভাল আছেন, শুধু শুধু অমঙ্গল চিন্তা ক'রে কাঁদতে নেই। বরং রেঙ্গুনে নেমেই একটা জরুরী টেলিগ্রাফ ক'রে তাঁ'র সংবাদ নেবার চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই তিনি ভাল আছেন।"

সীতা আঁচলের খুঁটে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "দয়া ক'রে তা'ই করবেন চলুন, শ্রীকান্তবাবু। আমার পৃথিবীতে বাবা ভিন্ন আপন ব'লতে, আমার মুখ চাইতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। আপনি হয়তো জানেন না, বাবার সব-কিছু স্বত্বেও, আমার বাবার মত অমন স্নেহময়-বাপও কারুর নেই! আমি তো জানি, তিনি শুধু আমার মুখ চেয়েই সংসারে দুর্ণামের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছেন!"

আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। সীতা অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আপনার সুটকেশে আমি চাবী বন্ধ ক'রে দিয়েছি, চাবিটা পেয়েছেন তো? আচ্ছা, এইবার একটু ঘুমিয়ে নিন্। আমি···" সহসা সীতা নীরব হইল।

আমি শঙ্কিত স্বরে কহিলাম, "তুমি কি শোবে না, সীতা?"

সীতা অন্যমনস্কদৃষ্টিতে একবার কেবিনের দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিল, "না, শুই-গে। আমি ম'রে গেলেও, এ-সময়ে একা ডেকে যেতে পারব না।" এই বলিয়া সে ঈষৎ উচ্চস্বরে ডাকিল, "নিতাই?"

"আদেশ করুন, দিদিমণি।" এই বলিয়া সদা-জাগ্রত অভিভাবক নিতাইচন্দ্র দ্বার মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

"চল্ বাবা, আমাকে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বি।" এই বলিয়া সীতা একবার আমার দিকে চাহিয়া বিমর্ষ মুখে বাহির হইয়া গেল।

সীতার এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়া আমি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। হাস্যে, কথায়, ভাবাবেগের বন্যায় গত তিনটি দিন যাহার মুখে এতটুকুও বিষাদের ছায়াপাত লক্ষ্য করি নাই, আজ তাহাকেই এরূপ শঙ্কাজনক ভাবে বদ্‌লাইয়া দিল, কোন্ অদৃশ্য হেতু? শুনি, ভাবি অমঙ্গল পূর্বাহ্নেই আগমন করিয়া অদৃশ্য হেতুতে মন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়া থাকে! তবে কি সীতার—"

"দাদাবাবু!" এই বলিয়া নিতাইচন্দ্র কেবিনের দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিল, এবং কোন অভ্যর্থনা করিবার পূর্বেই মেঝের উপর বসিয়া কহিল, "রাত দু'টোর সময় নাকি ভিক্টোরী-পণ্টেতে জাহাজ বাঁধবে? সে আবার কোন জায়গা দাদাবাবু?"

আমি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "বাঁধ্‌লেই দেখ্‌তে পাবে। যাও একটু ঘুমিয়ে নাওগে।"

নিতাই কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখাইয়া কহিল, "ঘুম আজ আর ধর্‌বে না দাদাবাবু। দিদিমণির চোখের জল কেন যে আজ বন্ধ হচ্ছে না, তাই আমাকে বড় ভাবনায় ফেলেছেন, দাদাবাবু। না—জানি, রাজাবাবু কেমন আছেন!"

এই বলিয়া নিতাই কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "যা'ই হো'ক্, আপনি যে এসময়ে আমাদের সঙ্গে আছেন, তাই

রক্ষে। নইলে যে কি করতুম, দাদাবাবু ভাবতেও ভরসা পাচ্ছিনে।”

আমি শয়ন করিবার উপক্রম করিয়া কহিলাম, “আর কিছু বল্‌বে নিতাই?”

নিতাই সহসা একটু হাসিয়া কহিল, “আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছি. দাদাবাবু। আমার একটি কন্যে হয়েছে।

নিতাইয়ের শুদ্ধভাষা এবং এমন একটি সাধারণ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য এমন একটি সময়ের সুযোগ লইতে দেখিয়া রাগিব কি হাসিব বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

নিতাই পুনশ্চ কহিল, “দিদিমণি. সুখবর শুনেই আমাকে কুড়িটে টাকা তক্ষুনি বখ্‌শীষ দিলেন, আর বল্‌লেন, নিতাই, তোর মেয়ের নাম রাখলুম “এই অবধি বলিয়া নিতাই অকস্মাৎ স্তব্ধ হইল।

আমি অতি কষ্টে হাস্যবেগ ও ধৈর্য যুগপৎ স্থগিত রাখিয়া কহিলাম, “কি নাম?”

“দাঁড়ান—বল্‌চি। এ পোড়া জিবে কি ওসব শুরুদ্ধ নাম বার হয়. দাদাবাবু? দাঁড়ান—বল্‌চি।” এই বলিয়া নিতাই কয়েকবার প্রায়নিঃশব্দে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া প্রকাশ্যে কহিল, “হয়েচে। পোরুমিলা! বেশ নামটা না, দাদাবাবু? পোরুমিলা! আচ্ছা, দাদাবাবু, নামটার মানে কী?’

আমি হাস্যবেগ রোধ করিয়া কহিলাম, “আর না,·নিতাই। রাত একটার সময় বসিয়ে রেখে, নামের ব্যাখ্যা ক’র্‌তে আর বলিস্‌ নে, বাবা। যা, শুগে যা।”

“তা’ যাচ্ছি। কিন্তু “এই বলিয়া নিতাই আমার মুখের দিকে

একবার চাহিল। সে কি দেখিতে পাইল, সেই জানে, কিন্তু পরমুহূর্তে সে বাহির হইয়া গেল।

আমি আলো নির্বাপিত করিয়া শয়ন করিলাম।

নানারকমের সমস্যা মনে জাগ্রত হইয়া, কিছু সময় পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিলাম না। অকস্মাৎ এক সময়ে জাহাজের গতি বেগ স্তব্ধ হইয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে নোঙ্গর পড়িবার শব্দ উঠিয়া আমাকে জানাইয়া দিল না যে, জাহাজ ভিক্টোরিয়া-পয়েণ্টে উপস্থিত হইয়াছে।

১৮

ভোর রাত্রে সীতার ডাকে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, আমি আলো জ্বালিয়া বুঝিলাম, নিতাইয়ের সহিত সীতা কেবিনের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। আমি কেবিন দ্বার মুক্ত করিয়া কহিলাম, "ভিতরে এস, সীতা?"

সীতা আগ্রহভরা স্বরে কহিল "না, না। আপনি মুখ-চোখ্ ধুয়ে শীগ্‌গীর প্রাতঃকৃত্য সেরে নিন্। দেখবেন আসুন, আমরা নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি। আমি ডেকে থাক্‌ব।"

এই বলিয়া সীতা, নিতাইকে সঙ্গে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

অর্ধ ঘণ্টা পরে সর্বরকমে প্রস্তুত হইয়া, আমি যখন ডেকে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম সীতা নদীর কুলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া সীতা কলকণ্ঠে কহিল, "শুধু জল আর জল দেখে

ক্লান্ত হওয়ার পর, মাটি, গাছপালা, ঘর বাড়ী দেখতে পাওয়ার যে এত আনন্দ, পূর্বে বুঝতে পারি নি।" এই বলিয়া সীতা, নিতাইকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া পুনশ্চ কহিল, "এইবার বিছানা-পত্তরগুলো বাঁধা-ছাঁদা ক'রে ফেল-গে। বেশী আর দেরী নেই।"

নিতাই আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার কেবিনের চাবিটা দিন, দাদাবাবু?"

আমি নিঃশব্দে চাবিটি বাহির করিয়া নিতাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলাম দেখিলাম, সীতার মুখ প্রসন্নদীপ্তিতে ভরিয়া গেল। আমি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া কহিলাম, "তুমি বোধ হয়, পাঁচটা মিনিটও ঘুমাও নি, সীতা?"

সীতার মুখে শ্রান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনি যে কি বলেন! এত চিন্তা মাথায় পুরে মানুষ কখনও ঘুমাতে পারে?"

আমি প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য কহিলাম, "জটাধারীবাবু কোথায়? তপস্যা করছেন নিশ্চয়ই?"

সীতা কহিল, "হ্যাঁ জপে বসেছেন। তাঁর জিনিষপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছে।"

সীতা সহসা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। আমি কহিলাম, "আশা করি, ব্রহ্মদেশ তোমার ভাল লাগবে, সীতা।"

সীতা ম্লানস্বরে কহিল, "ভাল লাগা না-লাগা অনেক কিছু 'যদি' 'কিন্তুর' ওপর নির্ভর করবে। তা' করুক। তা' হলেও আমার জীবনে এমন দিন যে কখনও আসবে, আমার সব কল্পনার বাইরে ছিল। এখন আমার মনে সর্বদা এই একই প্রশ্ন বারবার উঠ্‌ছে যে, আমি কোন্ সাহসে

নিতাইয়ের ওপর নির্ভর ক'রে, এই দীর্ঘযাত্রায় বা'র হ'তে সাহসী হয়েছিলাম? যদি আপনার দেখা ভাগ্যে সম্ভব না হ'ত তা' হ'লে...”

সীতার কণ্ঠস্বরে যে অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল, তাহা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিবার প্রবৃত্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। কহিলাম, “সীতা মানুষের দৃষ্টি আর কতটুকু দেখতে পায়? মানুষের জ্ঞান আর কতটুকু জান্‌তে পায়? মানুষের শক্তি কি-রকম তুচ্ছ, আর অর্থহীন, তা' ভগবান আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাঁ'র ওপর নির্ভর ক'রে মানুষ চল্‌তে পারুক আর না পারুক, ভগবানের দৃষ্টির ব্যতিক্রম কখনও হয় না। তিনিই অক্ষমকে সাহায্য ক'রে থাকেন, সীতা।”

সীতা মৃদু হাসিয়া কহিল, “আপনার কথাগুলো যদি জটাধারীকাকার মুখ দিয়ে বা'র হত, মন্দ শোনাত' না। কিন্তু আপনার মনটাকে এতখানি পাকিয়ে ফেলেছেন কেন, বলুন তো?”

সীতার এই অভূতপূর্ব প্রশ্নে আমি দিশেহারা হইয়া উঠিলাম। “তুমি কি বল্‌ছ, সীতা?”

সীতা পূর্বের ন্যায় উচ্ছল হাস্যে মুখর হইয়া কহিল, “আমি এই কথাই বল্‌ছি, আপনার মুখে ও বয়সে ওসব আধ্যাত্মিক বড় বড় কথাগুলো আদৌ মানায় না। আপনার যে বয়স, সে বয়সে অতখানি পরমুখাপেক্ষী হওয়া সাজে না। তা' তিনি ভাগ্যবান হ'লেও। কারণ যে-বয়সে পুরুষ আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠ হয়ে উঠে, নিজের কর্তৃত্বে সসাগরা ধরাকে আন্‌তে চায়, কোন ভয়ই যখন আর ভয় দেখাতে পারে না, সে-বয়সে যদি সেই মানুষ আধ্যাত্মিক বুলির আশ্রয়ে নিজের সত্তাকে আড়াল কর্‌তে

চায়, তবে সে-অপরাধেরও তুলনা নেই! অপব্যয়ী-ধনীর মত, তাঁরও সাজা পাওয়া উচিত, এই কথাটাই আমি বল্‌তে চেয়েছি।” এই বলিয়া সীতা অনুচ্চ সুমিষ্টস্বরে হাসিয়া উঠিল।

আমি বুঝিলাম, সীতা সেদিনের আঘাত শতগুণে বেশী করিয়া ফিরাইয়া দিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, “কিন্তু আমার বয়সও তো বড় কম হ'ল না সীতা?”

“তা' বই কি, শ্রীকান্ত বাবু! বত্রিশ কি তেত্রিশ বছর বড় কম দিন তো নয় নিশ্চয়ই! কিন্তু এত বেশী নয়, যত বেশীর দাবী আপনি কর্‌ছেন।” এই বলিয়া সীতা পুনশ্চ হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, “কিন্তু আমরা জাহাজ থেকে নেমে কোথায় দাঁড়াব, সে-বন্দোবস্ত তো এখন পর্যন্ত হ'ল না?”

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, “এস না, বিধাতার ওপরই এক্ষেত্রে নির্ভর করে দেখা যাক? অবশ্য তিনি যদি কোন বন্দোবস্ত না করেন, তবে অগত্যা আমাকেই ক'রতেই হবে।”

সীতা হাসিয়া কহিল, “সেই ভাল।”

ধীরে ধীরে প্রভাত হইল। জাহাজ ইরাবতী নদীর গভীর অংশ দিয়া অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে ছুটিতেছিল। নদীর উভয় কূলে বনানীর ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে বর্মী-পল্লী দেখা যাইতেছিল। এখানে ওখানে ছোট ছোট প্যাগোডা অর্থাৎ বুদ্ধ-মন্দির দেখা যাইতেছিল। সীতার মুখে প্রত্যুষের আলো পড়িয়া, তাহার জাগরণ-শ্রান্ত, শুষ্ক, রুক্ষ, মুখের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিন্যস্ত কেশ-গুচ্ছ প্রভাত-বাতাসে বারবার আঘাত করিতেছিল। রুক্ষ কমনীয়তাও যে কিরূপ মনোহর ও শ্রীমণ্ডিত হইতে

পারে, তাহা ইতিপূর্বে এমন করিয়া কখনও আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই, বা এরূপ গভীরভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার সুযোগও সম্ভব হয় নাই। আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম।

সীতা আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আর কতদূর ?"

আমি কহিলাম, "ক'টা বেজেছে ? সাতটার পূর্বে বোধ হয়, পৌঁছাতে পারব না।

"এখনও একটি ঘণ্টা!" এই বলিয়া সীতা সহসা একখানি ডেক্ চেয়ারের উপর উপবেশন করিল, এবং আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "বসুন।"

আমি উপবেশন করিলাম। সীতা কিছু সময় নীরবে থাকিয়া অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "মা, মা-গো! যদি না আপনার দেখা পেতাম, তা হ'লে কি করতাম আমি ? কেঁদে কেঁদেই আমি অন্ধ হ'য়ে যেতাম।"

সীতার কণ্ঠে যে অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ধ্বনিত হইল, আমাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। আমি জোর করিয়া মৃদু হাস্যে কহিলাম, "বারবার কি ছেলেমানুষী কর্‌চ তুমি, সীতা ? আমার দেখা যদি না পেতে, কিছুই এসে যেত না।"

সীতার বড় বড় চক্ষু দু'টী বিস্ফারিত হইয়া আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। সীতা কহিল, "এসে যেত নাই বটে!" এই বলিয়া একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "অতখানি নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না, আপনি। আপনি যা জানেন না, বোঝেন না, তা' নিয়েই আবার যা' তা' বলতে আরম্ভ করেছেন, স্মরণ করিয়ে দিলুম।"

সীতার মুখ সহসা লজ্জারাগে আরক্তিম হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে নিতাইচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে উত্তরের দায় হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিল। সে কহিল, "সব বাঁধা ছাঁদার কাজ হয়ে গেছে, দিদিমণি।"

সীতা সহজ স্বরে কহিল, "জটাধারী কাকার বাঘছাল ?"

নিতাই গর্বিত স্বরে কহিল, "বাঘছাল, কমণ্ডলু, লোটা, চিম্‌টে, গড়গড়া, চুরুটের বাক্স সব, সব কিছু বেঁধে ফেলেছি।"

"তা' হ'লে আবার তোমাকে খুল্‌তে হবে, নিতাইচন্দ্র।" পশ্চাতে গম্ভীর স্বরে জটাধারী ঠাকুরের কণ্ঠ নিনাদিত হইল।

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম! দেখিলাম, দীর্ঘবপু জটাধারী ঠাকুর, পীতাভ গেরুয়া ও আলখাল্লায় ভূষিত হইয়া, একদ্রষ্টব্য ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সীতা তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল, এবং আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করিতে হইল।

নিতাই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "আবার খুল্‌তে হ'বে, বাবাঠাকুর ?"

"হাঁ, হ'বে। বাঘছাল আর কমণ্ডলু বাইরে রাখতে হ'বে। তা' ছাড়া চুরুটের বাক্সটাও চাই। যাও, কাজটুকু সেরে এসে বিশ্রাম করো, বাবা।" এই বলিয়া জটাধারী, সীতার দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে পুনশ্চ কহিলেন, "চায়ের পর্বটা কি এখানেই সেরে নিলে হয় না, মা ? নইলে আমাদের শ্রীকান্ত বাবু যে কখন আমাদের কোথায় প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারবেন, তার যখন কোন নিশ্চয়তা নেই, তখন..."

সীতা ব্যগ্রস্বরে কহিল, "ঠিক বলেছেন, কাকাবাবু।"

নিতাই তখনও অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া, সীতা পুনশ্চ কহিল, "এক কেত্‌লী গরম জল নিয়ে আয়, বাবা। আমি এখনি কেবিনে যাচ্ছি।"

অপ্রসন্নমুখে নিতাই চন্দ্র দ্রুতপদে চলিয়া গেল। জটাধারী আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে ছিলেন, আমার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিতে কহিলেন, "বোঝা এখন দুর্বহ মনে হচ্ছে বটে, তবে স্বভাবের নিয়মে বইতে বইতে যখন অভ্যাস হয়ে যা'বে তখন আর বিশেষ কষ্ট হবে না।'

আমি শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলাম, "আমার শিরের বোঝা ভগবান, চিরদিনের জন্য নামিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং দুর্বহ কি সুবহ কোন বোঝাই আর আমার নেই।"

সন্ন্যাসী অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহস্যময় হাস্যের সহিত কহিলেন "নেই? ভুল, ভুল, শ্রীকান্ত বাবু, আপনার বোঝবার ভুল ওটা। মানুষ এমন করেই চোখ বুঝে জলন্ত সত্যকে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু পারে কী? পারে না। নিয়মিত লিখন কখনও নড়্‌ চড়্‌ হয় না, হতে পারে না।"

সীতা পলক হীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া জটাধারী কহিলেন, "তোমার তো আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না মা। শ্রীকান্ত বাবুর যে আবার শুধু চা' খাওয়া অভ্যাস নেই! তাঁর জন্য যা' হোক কিছু তো বন্দোবস্ত করতে-হবে।"

সীতার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে চকিতে একবার আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনারা যেন বেশী দেরী করবেন না, শ্রীকান্ত বাবু। চা' তৈরী করতে বেশী সময় নেবে না।"

সীতা চলিয়া গেলে, জটাধারীঠাকুর আমার দিকে এমন এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চাহিলেন, যে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, আমি দৃষ্টি অবনত করিলাম।

জটাধারী কহিলেন, হ্যাঁ, যা' বলছিলাম, শ্রীকান্ত বাবু। মাথার বোঝা সব সময়ে দেখা যায় না, সত্যি,—কিন্তু ভারের বেদনা তা'তে কি লাঘব হয়? হয় না। বোঝাহীন ভারশূন্য শিরের স্বাভাবিক আনন্দ আপনার মুখে তো কৈ দেখতে পাইনে, শ্রীকান্ত বাবু? আপনি গত কাল হ'তে, এই যে দিন রাত বোঝা নামাবার চেষ্টায়, নানাপথে নানা উপায় উদ্ভাবনায় রত আছেন, কেন তা শুন্‌তে পাই কী? সত্যকে স্বীকার করুন নিঃশঙ্ক, নির্ভিক চিত্তে সত্যকে স্বীকার করুন, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমার ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিল। আমি কহিলাম "মনুষত্ব আর দায়িত্ব এক বস্তু নয়, জটাধারী বাবু। মানুষ ভদ্রতাবশে যদি কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য চেষ্টা পায় তা'কে বলে মনুষত্ব। আর যে কর্তব্য অতি অবশ্য পালনীয়, তা'কেই শুধু দায়িত্বের বোঝা বলা চলে, এই আমার বিশ্বাস।"

জটাধারী হসিতে হাসিতে কহিলেন, "সাধু! সাধু! কিন্তু বিপদ কোথায় জানেন শ্রীকান্ত বাবু? বিপদ সেইখানেই, যেখানে মানুষ, দায়িত্বকে মনুষত্ব ব'লে ভ্রম করে। অবশ্য আপনাকে আদৌ দোষী ঠাওরাচ্ছি না। বরং আপনাকে প্রশংসাবাদ জানাচ্ছি। ঈশ্বরের নাম নিয়ে আপনাকে এই আশীর্বাদ করৃচি, যেন তিনি অবিলম্বে আপনার ভ্রম অপনোদন ক'রে আপনাকে শান্তি দান করেন!"

আমার মন অতিমাত্রায় তিক্ত হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে

প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই সন্ন্যাসীকে অবিলম্বেই বুঝাইয়া দিব যে, তাঁহার সর্ব বিষয়ে তথাকথিত অভিজ্ঞতার মুখে কতখানি গলদ রহিয়া গিয়াছে!

জটাধারী হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ কহিলেন, "আমি সারা জীবনব্যাপী এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছি যে, মানুষ যখন নিজের কাছে নিজের প্রতিপত্তি হারাতে দেখে, তখনই সে সম্পূর্ণ অহেতুক হেতুতে অন্যের ওপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে! কিন্তু ফলে সে সাজা দেয় নিজেকেই! 'মনকে চোখঠারা' একটা কথা আছে: না? জগতে যত কিছু হঠকারিতারূপ পাপ আছে, সব চেয়ে গুরু পাপ হ'ল, 'মনকে চোখঠারা' শ্রীকান্ত বাবু। মানুষ তখন নিজের সঙ্গে প্রতারণা করে। আপন সর্বনাশ, মানুষ আপনি যেমন ব্যাপক ও বিপুল ভাবে কর্‌তে পারে, তেমন আর কেউ পারে না। তা'ই আপনাকে, আমি বন্ধুভাবে এই উপদেশ দিচ্ছি, যদি কখনও তেমন অবস্থায় পড়েন, তবে মিথ্যা সম্মানবোধ বজায় রাখতে চেষ্টা না ক'রে, সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। ফলে নিজে সুখী হবেন, শান্ত হবেন, তৃপ্ত হবেন,। আপন শান্তি আর তৃপ্তির বিনিময়ে তো, পৃথিবী-সাম্রাজ্যও তুচ্ছ, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কারণ তাহা হইলে, যে-বিষয় আমি সর্বপ্রযত্নে এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছি, তাহাতেই আটকাইয়া পড়িতে হইবে। আমি অস্বস্তিকর চিন্তাজালে জড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। এমন সময়ে নিতাই আসিয়া আমাকে রক্ষা করিল। সে দুই হাতে করিয়া জটাধারীর জন্য দুই কাপ চা আনিয়াছিল, এক কাপ তাঁহার হাতে দিয়া অন্য কাপ লইয়া অপেক্ষা করিবার সময় আমাকে কহিল, "দিদিমণি, ডাকছেন দাদাবাবু।"

জটাধারী ঠাকুর কহিলেন, "শীগ্‌গীর যান, শ্রীকান্ত বাবু। জাহাজ জেঠীতে এসে পড়েছে।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম, জাহাজ রেঙ্গুনের ষ্ট্র্যাণ্ড-জাহাজঘাটে উপস্থিত হইয়াছে, এবং জেঠীতে ভিড়িতেছে। আমি দ্রুতপদে সীতার কেবিনের দিকে রওনা হইলাম।

১৯

জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার পরে কাষ্টম ও পুলিশের পর্যবেক্ষণ পর্ব নিঃশেষে শেষ হইলে, যখন মোট-ঘাট দুইখানি মোটরে বোঝাই করিয়া তৃতীয় খানিতে আরোহণ করিলাম, তখন পর্যন্তও স্থির করিতে পারি নাই, যে এই বিচিত্র সঙ্গীগণকে লইয়া, কাহার দুয়ারে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অতিথি হতে পারিব। তিনখানি ট্যাক্সির তিনজন চালক আমাদের দিকে চাহিয়া একই প্রশ্ন করিল, "কাঁহা চলেগা, হুজুর?"

সীতা মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "বলুন, শ্রীকান্ত বাবু? আর যদি যা'বার কোন জায়গা না থাকে, তবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বলুন।"

অবশেষে আমি মন স্থির করিয়া বলিলাম, "কাণ্ডাও লে যাও।"

মোটর বাহিনী চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমেই আমাদের গাড়ী—সীতা, আমি এবং চালকের পার্শ্বে সদা-জাগ্রত অভিভাবক, নিতাই চন্দ্রকে লইয়া ছুটিতেছিল। মধ্যস্থলের মোটরটীতে, শ্রীমান জটাধারী বাবাঠাকুরকে প্রায়-আচ্ছাদিত করিয়া বহু ব্যাগ-ব্যাগেজ, এবং শেষের মোটরটী ক্ষুদ্র একটি পর্বতপ্রমাণ মোট-ঘাটে পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল।

সীতার মুখের দিকে চাহিতে দেখিলাম, তাহার মুখে বিস্ময়ের সমারোহ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক সময়ে সে একমুখ হাসিয়া কহিল, "এ আবার কোন্ নূতন জগতে এলাম, শ্রীকান্ত বাবু? এখানের যা' কিছু সবই যে, আমার চোখে নূতন রূপে ঠেকৃচে? এমন দেশও যে আমাদের এত কাছে থাকৃতে পারে, আশ্চর্য নয় কী?"

আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম, কোন উত্তর দিলাম না। সীতা পুনশ্চ হাসিয়া বলিল, "মা গো মা! চুল বাঁধার কি ভয়ানক প্রথাই না এখানে! আচ্ছা, সত্যিই কি ওই সব মেয়েদের চুল এত বড়ো যে, এক হাত উঁচু খোঁপা বাঁধা যায়?"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "তা'ই তো দেখি।"

সীতা আমার উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল না। কহিল, "তাই তো দেখেন, মানে? আমিও তো দেখ্‌চি, কিন্তু বুঝতে পারছি কী?" এই বলিয়া সীতা আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, সবিস্ময় কণ্ঠে পুনশ্চ কহিল, "দেখুন! দেখুন!"

চহিয়া দেখিলাম, একস্থানে কতিপয় বর্মী স্ত্রীলোক তাল-জাতীয় পত্রে তৈরী সুবৃহৎ ছাতার নিম্নে ভাত ও নানাবিধ তরকারী বিক্রয় করিতেছে, এবং বহু বর্মী নর-নারী তাহা ক্রয় করিয়া আহার করিতেছে। আমি কহিলাম, "এখানের প্রথাই ওই, সীতা।"

সীতার নাসিকা ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল, "আমি ম'রে গেলেও, পথে বসে এমনভাবে খেতে পারব না।"

আমি বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, "তোমার দুঃসাহস তো কম নয়, সীতা? ওদের সঙ্গে তোমাকে তুলনা কর!"

সীতার ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, কহিল, "কেন, প্রভেদ কোনখানে? যে-সব তরুণী মেয়ে সিল্কের লুঙ্গী পোরে খেতে বসেছে দেখ্‌লাম, তা'রা কি ছোটঘরের মেয়ে বল্‌তে চান?"

"আমি কিছুই বল্‌তে চাইনে, সীতা। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, ওই মেয়ে কয়টীর সঙ্গে তোমার তুলনা করার কথা ভাবাই চলে না।" আমি নতস্বরে কহিলাম।

সীতার মুখ স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে মোটর কাণ্ডাওলে প্রবেশ করিলে, আমি ড্রাইভারকে ১০১, নম্বর গলিতে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলাম, এবং অনতিবিলম্বে একটি অতি পরিচিত বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে মোটর বাঁধিতে বলিলাম।

তিনটি মোটর দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার মনে অতীতের বহু চিন্তা ভিঁড় করিয়া আসিল। একসময়ে যাহার স্বার্থগন্ধশূন্য বন্ধুত্বে, আমার প্রবাস দিনগুলি আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ আবার বহুদিন পরে, দ্বিধা-কুণ্ঠাহীনচিত্তে তাহারি দ্বারে উপস্থিত হইলাম। মনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি কখনই বিমুখ হইব না।

আমাকে নীরবে নির্বিকার ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সীতা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কি হ'ল? নম্বর ভুল করেছেন না-কী?"

আমি সহসা যেন জাগরিত হইলাম, এবং মোটর হইতে অবতরণ করিয়া সুবৃহৎ অট্টালিকার উপর দিকে চাহিলাম। তিনখানি মোটর থামিতে দেখিয়া কয়েকটী বালক-বালিকা দ্বিতলের ব্যালকনীতে সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া কাহাকেও চিনিতে পারিলাম না।

আমার মন শঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। তবে কি বন্ধু-নিজাম, তাহার বাড়ী বিক্রয় করিয়া দিয়াছে? ইহাও কি সম্ভব!

নিজাম যারবেদী মুসলমান। নিজামের পিতা চট্টগ্রামের অধিবাসী মুসলমান এবং তাহার মাতা ব্রহ্মমহিলা ছিলেন। নিজামের পিতা ব্রহ্মদেশে ব্যবসা করিয়া বিপুল বিত্তের সংস্থান করিয়াছিলেন। একমাত্র সন্তান, নিজামকে সর্ব বিষয়ে মানুষ করিয়া উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। নিজামের সহিত আমার পরিচয় হইয়া পরে গভীর ও পবিত্র বন্ধুত্ব বন্ধনে সমাপ্তি লাভ করে। নিজামের পত্নী, মা টুনের মত স্নেহময়ী, নম্রস্বভাবের নারী যে-কোন জাতির গর্বের ধন।

আমার মনে যখন অতীতের স্মৃতি আলোড়িত হইতেছিল, তখন আমি কি করিব, কর্তব্য স্থির করিবার পূর্বেই, জটাধারী-ঠাকুর গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "অতীতকে সমাধির ভিতরই থাক্‌তে দিন, শ্রীকান্ত বাবু। বর্তমান উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেচে, তা'কে শান্ত করবার পথ দেখুন।"

আমি এই অন্তর্যামী-সদৃশ সন্ন্যাসীর দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া, পুনশ্চ উপরের দিকে চাহিলাম। একটি বালিকা উপরের ব্যাল্‌কনী হইতে কহিল, "শ্রীকান্ত আঙ্কেল, না?"

আমি উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিলাম। আমি আনন্দ-জড়িত স্বরে কহিলাম, "হ্যাঁ, মা, আমি। তুমি কি, খাতিজা?"

খাতিজা আর আপেক্ষা করিল না। দুড়্‌দাড়্‌ শব্দে চীৎকার করিতে করিতে নামিয়া আসিল, এবং ব্রহ্ম ভাষায় অনুযোগভরা কণ্ঠে কহিল, "মা, আপনাকে দেখেই চিন্‌তে পেরেছেন। মা বলছেন, আপনি পরের

মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, যে ? আসুন সকলকে নিয়ে উপরে আসুন। আমাদের দুটো ফ্ল্যাট্ খালি আছে, কোন কষ্ট হবে না।"

আমি, সীতার বিস্ময় ভরা মুখের দিকে একবার চাহিয়া বালিকাকে কহিলাম, "তোমার বাবা কোথায়, খাতিজা ?"

"বাবা, পেগু গেছেন। রাত্রে ফিরবেন।" এই বলিয়া খাতিজা, সীতার দিকে একবার চাহিয়া আমাকে বহিল, "উনি কে? আমার কাকী-মা ?"

আমার দেহ লজ্জায় ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। আমার রক্ষা এই ছিল যে, খাতিজা বর্মা ভাষায় আলাপ করিতেছিল। আমি ব্যস্তভাবে কহিলাম, "না, না, উনি আমার আত্মীয়া, আজ রাত্রের মেলে প্রোমে যাবেন, মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য তোমাদের বাড়ীতে এনেছি।"

খাতিজা অতি পরিচিতের মত সীতার নিকটে গিয়া ব্রহ্মদেশীয় প্রথায়, দুই করতল একত্র করিয়া কহিল, "মাবায়েরে !"

সীতা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "মা গো-মা ! মেয়েটি কি বলে, শ্রীকান্ত বাবু ?"

আমি কহিলাম, "তোমাকে অভিবাদন করচে।। আর চিন্তা নেই, নেমে এস, সীতা।"

এমন সময়ে জটাধারী-ঠাকুর কহিলেন, "নিতাইচন্দ্র, আমাকে এই বল্মীক্ স্তুপ থেকে বার হ'তে সাহায্য কর, বাবা।"

নিতাই ছুটিয়া গেল। জটাধারী ঠাকুরকে দেখিয়া, খাতিজার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে ভীত-মিশ্রিত কণ্ঠে কহিল, "ও, ফায়া ! ইনি আবার কে ?"

আমি পরিচয় দিলাম। তারপর আমরা খাতিজার তত্ত্বাবধানে তাহাদের দুইটী শূন্য ফ্ল্যাটে সর্বরকমে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, এবং স্নান আহ্নিক প্রভৃতি যাবতীয় কৃত সমাপান্তে, দ্বিতীয় দফা চা'র সহিত ভুরিভোজন সমাপ্ত করিলাম, তখন খাতিজা আসিয়া নম্রকণ্ঠে কহিল, "আম্মা একবার ডাকৃছেন আঙ্কেল।"

খাতিজা আমাকে কাকার বিনিময়ে, আঙ্কেল বলিয়া ডাকিতেই অভ্যস্থ ছিল। আমি কহিলাম চল মা।"

পশ্চাত হইতে সীতা কহিল, "আমাকে যে কি সব দেখাবেন বলেছিলেন? তা' ছাড়া আগে একটা তার করবেন না, বাবাকে?" সীতার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। খাতিজা কহিল, "কৈ আসুন?"

২০

আমি কহিলাম, তোমার মাকে মার্জনা করতে বোলো, খাতিজা। আমি একটা তার পাঠিয়ে এখনি আস্‌চি।" এই বলিয়া দ্রুত নীচে নামিয়া গেলাম। রেঙ্গুনের সবাপেক্ষা সস্তা এবং বিপুল সংখ্যায় প্রচলিত মনুষ্যবাহিত যান একখানি ল্যাঞ্চার চাপিয়া, আমি তার অফিসে গমন করিলাম, এবং নিবারণ বাবুর নামে একখানি জরুরী তার পাঠাইয়া দিলাম সীতার নাম প্রেরকের ঠিকানায় ব্যবহার করিলাম এবং অবিলম্বে তারের জবাব দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলাম।

বহুদিন পরে ব্রহ্মদেশে আসিয়াছি। এখানের বহু বান্ধবের সহিত

একবার দেখা করিবার জন্য, আমার মনে আগ্রহের আর অন্ত ছিল না। কিন্তু যে-পর্যন্ত না সীতাকে, প্রোমের ট্রেণে উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইতেছি, সে, পর্যন্ত আমার আগ্রহ দমন করা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথই দেখিতে পাইলাম না।

বন্ধু নিজামের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম, জটাধারী-ঠাকুর এবং নিতাইচন্দ্র ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, এবং সীতা, খাতিজার মাতার সহিত আলাপ করিতে তাঁহার ফ্ল্যাটে গমন করিয়াছে।

খাতিজা আমার অপেক্ষায় আমাদের ফ্ল্যাটে বসিয়াছিল, তাহার মুখেই এই সকল সংবাদ অবগত হইলাম। খাতিজা পুনশ্চ কহিল, "আপনার আত্মীয়াকে কি ডেকে দেব, আঙ্কেল?"

আমি কহিলাম, "না খাতিজা, থাক্। তুমি এদিকে এস। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক।"

খাতিজা হসিমুখে কহিল, "আপনি আমাকে একেবারে চিন্‌তে পারেন নি, না?"

আমি কহিলাম, "না। সে তো আজ বড় কমদিনের কথা নয়! সাতবছর তোমাকে দেখি নি। তখন তোমার বয়স চার কি পাঁচ বছর ছিল।"

খাতিজা হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমি কিন্তু আদপে চিন্‌তে পারি নি—আপনাকে।"

"তবে চিন্‌লে কে?" আমি প্রশ্ন করিলাম।

"কেন, আম্মা আপনাকে দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলেন যে! খাতিজা স্নিগ্ধ স্বরে কহিল।

এমন সময়ে সীতা কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিলাম, তাহার মুখ চিন্তার আভাষে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি কহিলাম, তুমি যে "বেড়াতে গেলে না, সীতা?"

সীতা বিস্মিত স্বরে কহিল, "ওঁদের সঙ্গে যাবার তো আমার কথা ছিল না!" এই বলিয়া সে কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া ভিন্নসুরে কহিল, "আমার বেড়াবার ইচ্ছা আর নেই। বাবাকে টেলি পাঠিয়েছেন, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "পাঠিয়েছি। কিন্তু বেড়াবার ইচ্ছা নেই কেন, সীতা?" চল না তোমাকে, সোয়েড্রাগন্ প্যাগোডা দেখিয়ে আনি?"

সীতা একটা বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "না, থাক্। আমার মন এতটুকুও ভাল নেই আজ। যদি ভগবান আমার মুখ রাখেন, বাবাকে গিয়ে সুস্থ দেখ্‌তে পাই, তা'হলেই আবার সব দেখ্‌তে চাইব। নইলে…"

সীতা কথা শেষ না করিয়া নত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

আমি বুঝিলাম, সীতার মন অত্যন্ত আকুল হইয়াছে। হইবারই কথা! আমি আর তাহাকে পীড়াপীড়ি না করিয়া, খাতিজার দিকে চাহিয়া কহিলাম, "তোমার মা যদি এখন আমার সঙ্গে দেখা করেন, তা' হ'লে আমি যেতে পারি।"

খাতিজা সোল্লাসে কহিল, "চলুন।"

আমি দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া কহিলাম, "না, তুমি জেনে এস।"

খাতিজা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। আমি সীতাকে কহিলাম, "তুমি বোধ হয় তাঁর সঙ্গে কোন কথাই বল্‌তে পারো নি?"

সীতা সস্মিত মুখে কহিল, "পারব না কেন! আমিও বলেছিলাম তিনিও বলেছিলেন, কিন্তু না আমি, না তিনি কেউই কিছু বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।

আমি হাস্য করিলাম। কহিলাম, "আমিও যখন প্রথম এখানে আসি তখন এমনি অসুবিধাতেই পড়েছিলাম। পরে প্রায় ছ'মাস ধ'রে, রীতিমত ভাবে পরিশ্রম ক'রে এদেশের ভাষা আয়ত্ব করি।"

সীতা কহিল, "গাড়ী আমাদের ক'টায়?"

"রাত্রি সাড়ে আট্‌টায়।" আমি কহিলাম।

সীতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আজ কি-খেয়ে সব থাক্‌বেন, শুনি?

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "যা'র ভাবনা, সেই ভাব্‌বে। আমাদের মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই।"

সীতা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, যাঁ'র বাড়ীতেঅনাহুতঅতিথি হ'য়ে এসেছি, তিনিই ভাব্‌বেন গৃহস্থের সেবা-ধর্ম কি ভাবে প্রতিপালিত কর্‌বেন।" আমি ধীর কণ্ঠে কহিলাম।

সীতা নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "মা-গো! আমি ম'রে গেলেও ওঁদের রান্না কিছুই খেতে পার্‌ব না।

আমি হাসিতে লাগিলাম। এমন সময়ে খাতিজা দ্বারদেশে আসিয়া হাস্যমুখে কহিল "আঙ্কেল, লাবা!"

সীতা সবিস্ময়ে কহিল, "আপনার খাতিজা কি বলে?"

"আমাকে ডাক্‌ছে। তুমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, সীতা, খাতিজার মা' কি 'বলেন, শুনে আসি। এই বলিয়া আমি খাতিজার

সহিত তাহাদের ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, খাতিজা-জননী, আমার বন্ধু-পত্নী, মা টুন হাস্যমুখে অপেক্ষা করিতেছে।

মা টুন আমাকে ব্রহ্মদেশীয় প্রথায় অভিবাদন করিয়া কহিল, "আপনার বন্ধু, আপনাকে পেয়ে যে কত খুসী হবেন, তা' আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। ফায়া যে কোন দিন আবার আপনাকে দেখবার সুযোগ দেবেন, তা' স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি নি। তারপর, খবর সব ভাল?"

আমি কহিলাম, "হ্যাঁ, এক রকম ভালই বল্‌তে হবে বৈ-কি! আপনাদের সব মঙ্গল তো?"

মাটুন কৃতজ্ঞ হাস্যে সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "হ্যাঁ, আমরা বুদ্ধদেবের কৃপায় সুখেই আছি। ভাল কথা, অমন এক পরমাসুন্দরী মেয়ে, এবং জটাধারী-সন্ন্যাসী নিয়ে কোথায় সব চলেছেন বলুন তো? প্রথমে তো ভাব্‌লাম যে, মহিলাটী আপনার……"

আমি বাধা দিয়া, মা টুনকে সংক্ষেপে সীতার পরিচয় দিলাম, এবং আমার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বিবৃত করিলাম। মাটুনের সুন্দর মুখ বিষাদ আভাষে ছাইয়া গেল। সে বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "তাই আপনার এমন বেহাল হ'য়েচে? তা'ই আপনি আবার এদেশে এসেছেন? নইলে জানি তো সবই, বুঝি তো সবই!" অশ্রুরুদ্ধ হইয়া মা টুন সহসা নীরব হইল।

আমি কহিলাম, "আমার কথা পরে আলোচিত হ'বার বহু সময় পা'বে। কিন্তু অতিথির জন্য দু'টী ভাত আর মাছের ঝোল রাঁধবার, কি বন্দোবস্ত করা যেতে পারে বলুন তো? সীতা না খাবে হোটেলের ভাত, না জানে নিজে কিছু রাঁধতে!"

মা টুন কহিল, "তা' আমি ওঁকে দেখেই বুঝেছি। সামান্য আয়োজনও করেছি আমি।"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "কি আয়োজন করেছেন?"

মা টুন কহিল, "সোয়াজি, একজন বাঙালী গরীব-বামুনের ছেলেকে জানে তা'কে আনতে পাঠিয়েছি। অমনি সে বাজারও ক'রে আনবে। অনেকক্ষণ গেছে, এখনি এসে পড়বে। কিন্তু সন্ন্যাসী-ঠাকুর তো আপনাদের বামুনের হাতে খাবেন?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "শুধু ব্রাহ্মণ কেন, কারুর হাতে খেতেই ওঁর আপত্তি নেই! উনি জাহাজে বাবুর্চি-রান্না খেয়েই এসেছেন।"

মা টুন ভাবিল, আমি পরিহাস করিতেছি। সে কহিল, "না, না, আমি জানি ছেলেটি গরীব হ'লেও আসল বামুনের সন্তান। ছেলেটার মুখেই শুনেছি আমি।"

আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম, "আসল বামুনের সন্তান, তা'র মানে?"

মা টুন হাসিল। কহিল, মানে আর কি বলুন! একদিন সে সোয়াজীর সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। শুনলাম, তা'র খাওয়া তখনও হয় নি। খেতে অনুরোধ করলাম, তা'তে সে আমার মুখের উপর বললে যে, সে বামুনের ছেলে, ম্লেচ্ছর বাড়ীতে—ম'রে য'াবে তবু খাবে না।"

দেখিলাম, মা টুনের মুখ সহসা ম্লান হইয়া উঠিল। অস্থির কণ্ঠে আমার দিকে চাহিয়া সে পুনশ্চ কহিল, "আপনার সঙ্গিনী এখানে এসেছেন।"

আমি পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, সীতা নিশ্চল প্রতিমার মত দ্বারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সীতা কহিল, "আপনার কি কথা শেষ

হয়েচে? তা' হ'লে না হয় একটু ঘুরেই আসতাম! যদি মনটা একটু তা'তে ভাল হ'ত—তা'ই!"

আমি সীতার এই অসংলগ্ন কৈফিয়ৎ শুনিয়া বিস্মিত হইলেও, সুখী হইলাম। কহিলাম, "বেশ তো, চল।"

আমি মা টুনের দিকে চাহিয়াই বিস্মিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম, তাহার মুখ অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর হইয়াছে।

এমন সময়ে বালক-ভৃত্য সোয়াজির সহিত একটি পনেরো কি ষোলো বছরের ব্রাহ্মণ-বালক সেখানে উপস্থিত হইল। সোয়াজি, তাহার কর্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এনেছি, আম্মা।"

মা টুন কহিল, "বেশ করেছ। বাজার কৈ?"

সোয়াজি দ্বারপার্শ্বে রক্ষিত বাজারের বৃহৎ থলিটা দেখাইয়া কহিল, "সব এনেছি, আম্মা।"

ব্রাহ্মণ-বালকটির দিকে চাহিয়া আমি কহিলাম, "তুমি ভাল রাঁধ্‌তে জান?"

ছেলেটি নির্বিকার স্বরে কহিল, "খেলেই বুঝতে পারবে।"

আমি ছেলেটার স্পষ্ট উত্তরে প্রীত হইতে না পারিয়া পুনশ্চ কহিলাম, "বলি, রাঁধতে জান তো?"

ছেলেটা তৎক্ষণাৎ কহিল, "না, জানি না।"

সীতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "যদি রাঁধ্‌তেই জান না বাবা, তবে দয়া ক'রে এলে কেন?"

ছেলেটি একবার করুণ দৃষ্টিতে সোয়াজীর দিকে চাহিল, পরে কহিল, "ও যে বল্‌লে, দু'টো টাকা দেবে।"

"ও, তা'ই দয়া ক'রে এসেছ, বাবা! কিন্তু দু'টো কেন, আমি পাঁচটা টাকা দিতে পারি, যদি......"

ছেলেটী কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, "দাও? কাল রাতে মাত্র এক পয়সার ভাত খেয়ে আছি। আজ কিছুই কাছে নেই। যা'র বাড়ীতে কাজ কর্‌ছিলুম, সে শুধু শুধু তাড়িয়ে দিলে। কিচ্ছু দোষ করি নি আমি।"

সীতা অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ছেলেটিকে বলুন শ্রীকান্ত বাবু, ওর আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। আমাদের কাছেই আজ থেকে থাক্‌বে।"

আমাকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না। ছেলেটি উৎসাহভরে কহিল, "দু-বেলা পেটভরে খেতে দেবে তো?"

সীতা আর্ত্তস্বরে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া কহিল "ভগবান! এও কি সম্ভব!"

বুঝিলাম, সীতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। আমি ছেলেটিকে কহিলাম, "নিশ্চয়ই খেতে দেবে। আর মাইনেও..."

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "মাইনে আমি চাই না। দু'টী খেতে পেলেই হ'ল।" এই বলিয়া সে বাজারের থলিটি উঠাইয়া লইয়া, সীতার সম্মুখে গিয়া কহিল, "তুমি বাঙালীর মেয়ে হ'য়ে রাঁধ্‌তে জান না, এও আবার একটা কথা না-কি! চল, আমি সব কেটে-কুটে ঠিক ক'রে দিচ্ছি, তুমি রাঁধবে চল, দিদি।"

সীতার অশ্রুসজল মুখ প্রসন্ন আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "সেই ভাল, চল ভাই, আমিই রাঁধি-গে। আসুন, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু দেখিলাম তৎপূর্বেই সীতা তাহার সদ্যপ্রাপ্ত ভাইটীর সহিত বাহির হইয়া গেল।

মাটুন এতক্ষণ দাঁড়াইয়া শুধু দেখিতেছিল, শুনিতেছিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতেছিল না। সে মৃদু হাসিয়া কহিল, "আসল বামুন কি না বুঝলেন তো?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "আপনার নির্ধারণে কি ভুল হবার যো আছে, বৌঠাণ?"

দেখিলাম, আমার বৌঠাণ সম্বোধনে, মাটুনের মুখে যে-অন্ধকার কিছু পূর্বে জমিয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে মৃদু স্নিগ্ধ হাস্য মুখে কহিল, "এইবার আপনাকে আমি ফিরে পেয়েছি, ভাই। আর আমার কোন চিন্তা নেই।"

আমি অন্য প্রশ্নে গিয়া, কহিলাম, আমি এখন আসি, বৌঠাণ। সোয়াজিকে দিয়ে রাঁধবার পাত্র আনিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করি-গে।"

মাটুন হাসিতে হাসিতে কহিল, "কিচ্ছু আপনাকে ভাবতে হবে না। সোয়াজিই সব কিছু বন্দোবস্ত করবে। আচ্ছা, এখন আসুন তা' হ'লে। খাওয়ার পর আপনার সব কথা শুনব।"

২১

আমাদের ফ্ল্যাটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, সীতা একখানি ধোয়া দেশী চওড়া লালপাড় শাড়ী পরিধান করিয়া, আলু কুটিতে বসিয়া গিয়াছে এবং একটা ভোঁতা দা লইয়া বালকটী একটী বৃহৎ মাছের আঁশ ছাড়াইবার

চেষ্টাটা ব্যর্থ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সীতা একটিবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র, কিছু বলিল না, নীরবে অতি সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে আপন কার্যে ব্যস্ত রহিল।

আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "দেখ, যেন আঙুল কেটে ব'স না।"

বালকটী নির্লিপ্ত স্বরে কহিল, "সে হ'য়ে গেছে। কেটেচে।"

আমি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সীতার উভয় হস্তের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, সীতা বাম হস্তের অনামিকাতে একটুক্‌রা নেক্‌ড়া জড়ানো রহিয়াছে।

কহিলাম, "বেশী কেটেছে কি, সীতা? তা'হলে একবার ডাক্তার..."

সীতা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "থামুন তো আপনি! বুকুর যেন আর ঘুম হচ্ছিল না!"

দেখিলাম, বালকটীর মস্তক আরও একটু নত হইয়া গেল। আমি কহিলাম, "ওরে বাবা, তোর নাম কি, বুকু? কিন্তু নামের মানে তো কিছু বুঝলাম না?"

ছেলেটী কহিল, "বুকু কেন হবে? দিদি বল্‌ছে তা'ই! আমার নাম খোকারাম চাটুর্জে।"

আমার হাস্য রোধ করা দুষ্কর হইল। দেখিলাম সীতা মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিবার প্রয়াস পাইতেছে। শুধু কহিলাম, "বেশ, নাম। আমি কিন্তু তোমার দিদির মত, ভুলু নামে ডেকে, নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হ'তে দেব না।"

সীতা হাস্যমুখে কহিল, "দেবেন না বৈকি! আমি এমন রাগ করুব না তা' হ'লে!" এই বলিয়া সীতা বুকুর দিকে চাহিয়া কহিল, "ও তো'র কর্ম নয়, বুকু। তুই বাবা, আলু ছাড়াতে জানিস?"

বুকু কহিল, "কখনও ছাড়াই নি তো! আমরা অমনি খোসা শুদ্ধই খাই। গায়ে জোর হয়।"

"আমার মাথা হয়।" এই বলিয়া সীতা কৃত্রিম মুখভার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি হাসিয়া উঠিলাম। কহিলাম, "অভিভাবক নিতাইচন্দ্র কি এ-বেলার মত ছুটী নিয়েছে?"

"না, দাদাবাবু, এই যে আমি এসেছি।" এই বলিয়া শ্রীমান নিতাই চন্দ্র প্রবেশ করিল, এবং একবার আলু প্রভৃতি বস্তুগুলির দিকে, অন্যবার বোকারাম-হস্তে মৎস্যের দিকে চাহিল, পরে আমার দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "এসব কি হবে, দাদাবাবু?"

উত্তর দিল সীতা। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "গিলতে হবে, দাদাবাবু। নাও, আগে মাছটা তৈরী ক'রে ফেলো—সোয়াঞ্জি উনুনে আগুন দিয়েছে। জটাধারীকাকা কোথায়?"

নিতাই বোধ হয় সীতার অর্ধেক উক্তি বুঝিতে পারিল না। সে কহিল, "জটাধারীবাবা নিচে দর্শন দিচ্ছেন। তিনি সারা সহরের লোককে পিছনে পিছনে এখান পর্যন্ত টেনে এনেছেন—এখন লোকেরাই তাঁকে টেনে ধরেছে। কিছুতেই ওপরে উঠতে দিচ্ছে না।"

আমি ও সীতা যুগপৎ হাসিয়া উঠিলাম, এবং কক্ষের ব্যালকনীর নিকট গিয়া দেখিলাম, প্রায় দুইশত বর্মী, চীনা ও ভারতীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির নরনারী জটাধারীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি সস্মিত মুখে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতেছেন।

সীতা কহিল, "সর্বনাশ! উনি দেখ্‌চি একটা গোলমাল বাধাবেন। কি হবে, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "কিছুই হ'বে না। উনি বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। জনতার সঙ্গে ওঁর বিশেষভাবেই পরিচয় আছে।"

অকস্মাৎ জনতা জটাধারীর নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং তিনি সকলকে সমষ্টিগতভাবে হাত তুলিয়া, বোধ হয় আশীর্বাদ করিলেন এবং পর মুহূর্তে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

জনতা কোলাহল করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান করিতে লাগিল। জটাধারী ঠাকুর উপরে উঠিয়া আসিয়া একবার বর্তমান পরিস্থিতির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া, সীতার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত মুখে কহিলেন, "আমি নিতাই, আর তোমার নূতন-পাওয়া ভাইটীর সঙ্গে সব কিছু ঠিক ক'রে নিচ্ছি। তুমি যাও মা, শ্রীকান্ত বাবুর সঙ্গে এই দেশটা একটু ঘুরে দেখে এস।"

আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসীর, বোকারাম সম্বন্ধে মন্তব্য শুনিয়া! সীতা সশ্রদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আমাকে যে রাঁধ্‌তে হবে, কাকাবাবু?"

জটাধারী হাস্যমুখে কহিলেন, "না, হবেনা। কারণ তুমি রাঁধ্‌তে জান না, মা। আমি যা'ই হই না কেন, আসল বামুনের ছেলে। যেমন তোমার নূতন-পাওয়া কুমারটি।" এই বলিয়া তিনি বুকুর বিস্ফারিত দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আর চিন্তা নেই, বৎস। বহু ঘাট ঘুরে এইবার ঠিক জায়গাটীতে এসে লেগেছ! এখান থেকে তোমাকে স্থানভ্রষ্ট করে, আর কারুরই সাধ্য নেই।" নিতাইয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,

"হাঁ ক'রে দেখচ কি, বাবা? যাও, আগে একটু তামাক দিয়ে, তারপর মাছ কুটতে বস।" সর্বশেষে সীতার দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, মিথ্যে দেরী ক'রে বহুমূল্য সময় নষ্ট করুচ, মা।"

সীতা কহিল, "কিন্তু একা আপনি সব পেরে উঠবেন, কি ক'রে কাকাবাবু?"

জটাধারী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অর্থাৎ যা'তে না পারি, সেই চেষ্টা করতে তোমাকে থাকতে হ'বে! না বেটি, সে-টী হবে না। জটাধারী যে গোগ্রাসে ভাল রান্না শুধু গিলতে জানেই না, ভাল রাঁধতেও জানে, এইবার তোমার শ্রীকান্ত বাবুকে একবার বুঝিয়ে দেব, মা।"

আমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহির হইবার পূর্বে, সীতা, বুকুকে একরাশ খাবার খাইতে দিয়া, সন্ন্যাসীর কথা শুনিবার জন্য উপদেশ দিয়া এবং নিতাইকে বুকু সম্বন্ধে অবহিত থাকিবার জন্য বিশেষ সাবধান করিয়া আসিয়াছিল।

রাস্তার মোড়ে আসিয়া কহিলাম, "কোথায় যাবে বল?"

সীতা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কোথায় যাব, তা, আপনি জানেন; আমি কি কখনও এ-দেশে এসেছি যে, আমার অভিমত চাইছেন?"

আমি ভাবিলাম, তা' বটে! কহিলাম, "চল, তবে এখানের বিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধমন্দির, সোয়েড্রাগন্ প্যাগোডা দেখিয়ে আনি।"

"চলুন।" এই বলিয়া সীতা অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল।

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "অপেক্ষা কর, ট্যাক্সিতে না গেলে বহুসময় নষ্ট হ'বে। তা' ছাড়া আমাদের ফিরে আসতেও বহু দেরী হ'য়ে যা'বে।"

রেঙ্গুনের সে অঞ্চলে ট্যাক্সির কোন আড্ডা ছিল না। শুধু অসংখ্য ল্যাঙ্কা পথে দেখা যাইতেছিল। কিছুসময় অপেক্ষা করিবার পর, একখানি ট্যাক্সি পাইলাম, এবং সীতাকে লইয়া বুদ্ধমন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সোয়েড্রাগন্ প্যাগোডাকে স্বর্ণমন্দির বলা হইয়া থাকে। একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের সমগ্র শীর্ষদেশ ব্যাপিয়া সুবিস্তীর্ণ স্থানে বিরাট বুদ্ধমন্দির নির্মিত, হইয়াছে। সেই বিরাট মন্দিরের কল্পনাতীত বিরাট স্বর্ণাচ্ছাদিত ছাদ সত্যই এক বিস্ময়কর সৃষ্টি!

সীতার বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। সে ব্রহ্মবাসীদের মত একরাশ ফুল কিনিয়া, বাতি কিনিয়া, পর্বতগাত্র খোদিয়া প্রস্তুত সুদীর্ঘ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আরোহণ করিল। চারিদিকে অসংখ্য মর্মর স্বর্ণ, রৌপ্য নির্মিত ছোট, বড় এবং অতিকায় বুদ্ধমূর্তি সমূহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। এক সময়ে কহিল, "আপনি, যদি হাজারবার'ও মুখে এই মন্দিরের সৌন্দর্য বিশদরূপে বর্ণনা করতেন, কিছুতেই, যা' দেখ্‌চি তা'র একশো ভাগের একভাগও মানস-দৃষ্টিতে ধরা দিত না। এদেশবাসীরা বুদ্ধদেবকে এমন' চোখে দেখেন, কৈ, কোনসূত্রেই তো আমরা এমনভাবে শুনি নি?"

আমি মৃদু হাস্য করিলাম। কহিলাম, "প্রত্যেক দেশেই সাধারণত নিজেদের দৈনন্দিন ব্যাপার নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকে, যে অপর দেশের লোকেরা তা'দের সম্বন্ধে কি শুনল আর শুনল না, তা' নিয়ে মাথা ঘামায় না, সীতা। বিশেষ ক'রে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে।"

সীতা প্রার্থণারত কয়েকটী ব্রহ্মতরুণীর দিকে চাহিয়াছিল, কহিল, "বিশেষ ক'রে কেন?"

আমি কহিলাম, "এসিয়াবাসীরা ধর্ম বস্তুটাকে এমন পবিত্র ভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত, যে বিধর্মীর দৃষ্টিতে তা'কে গোপন রাখতেই সর্বদা প্রয়াস পায়। তাই, আমাদের দ্বারের পাশে এমন একটা বিরাট-কীর্তির ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত রয়ে গেছে।"

সীতা কহিল, "আসুন, একটু চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে দেখি।"

চারিদিকে ঘুরিয়া অসংখ্য নানা ধাতু ও প্রস্তরে, শিল্পীর নিপুণ হস্তে খোদিত বুদ্ধমূর্তিগুলি আমরা দেখিলাম। সীতার মন পিতার জন্য বিষাদাচ্ছন্ন রহিলেও, এই বিস্ময়কর পটভূমিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিভূত হইয়া পড়িতে, পরিত্রাণ পাইল না! সে একসময়ে কহিল, "পিতাই আমাদের চোখে, এই সব এক অপূর্বদৃশ্যময় হ'য়ে দেখা দেয়, শ্রীকান্ত বাবু। কিন্তু আর না, এইবার ফেরা যাক্ চলুন। যদি ভগবান বুদ্ধদেব অভাগিনীর বাসনা পূর্ণ করেন, বাবাকে সুস্থ ও শান্ত দেখতে পাই, তা' হ'লে ফেরবার মুখে আবার একবার এসে প্রাণভ'রে দেখে যাব।"

সীতার স্বর ধীরে ধীরে প্রায় নিঃশব্দ হইয়া তাহার বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইল। আমি কহিলাম, "এস, ফেরা যাক।"

পাহাড়ের শীর্ষদেশ হইতে যে, দীর্ঘ ও প্রশস্ত সিঁড়িগুলি সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছিল, সেই পথটি স্তম্ভ ও খিলানের উপর বিশেষভাবে আচ্ছাদিত হওয়ায়, তাহার দুই পার্শ্বে, বহু ব্রহ্ম-তরুণীর, ফুল বাতি ও নানাবিধ ছবি, বিশেষ করিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতিসমূহ বিক্রয়ের ষ্টল্ খুলিয়াছে। যে সব নর-নারী মন্দিরে আগমন করে, উভয় পার্শ্বের ষ্টলের তরুণীরা, হাস্যমুখে, মিষ্টি সুরে আপন আপন দোকানে আহ্বান করিতে থাকে।

সীতা নামিতে নামিতে ক্লান্ত হইয়া একস্থানে একটি ষ্টলের সম্মুখে রক্ষিত টুলের উপর বসিয়া পড়িল, এবং শ্রান্ত স্বরে কহিল, "এদেশের মেয়েরা যে এমন বিপুলভাবে স্বাধীন—আমার কোন ধারণাই ছিল না। এদের মুখে চোখেও যেন স্বাধীন-শ্রী ফুটে রয়েছে। এদের মুখের দিকে চাইলে, আমার মনে শুধু এই ধারণাই জেগে ওঠে যে, এরা বহুদিন আগেই স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খল-উচ্ছাসের গণ্ডী পার হ'য়ে এসে, স্বাধীন সত্তার মধ্যে নিজেদের শান্ত, ও স্বল্প পরিসীমায় আত্মস্থ হ'য়ে পড়েচে।" এই বলিয়া সীতা ষ্টলের তরুণী-বালিকার স্নিগ্ধহাস্যময় মুখের কৌতূহলী দৃষ্টির উপর একবার দৃষ্টি মেলিয়া পুনশ্চ কহিল, "এরা যেন আপনাকে নিয়েই আপনি পূর্ণ। এইটাই কি সত্যিকার বস্তু নয়, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "তর্কের বিষয়, সীতা। যে কোন বস্তুর শুধু বাহির দেখে, তা'কে বিচার করতে যাওয়ার মত দুর্ভোগ আর নেই। তা' ছাড়া পরাধীন জাতের স্ত্রী-স্বাধীনতার মত জটিল বিষয়ও আর কিছু নেই, এই আমার ধারণা। সুতরাং……"

সীতার মুখে এক টুক্‌রা হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "সুতরাং আলোচনার ইতি হোক্ তা' হ'লে। চলুন, এইবারে নামা যাক্।"

সীতা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ষ্টলের বালিকাটীর নিকট গিয়া বাঙলাতে কহিল, "তোমার কথাও আমি বুঝি না, আমার কথাও তুমি বোঝ না তা' হ'লেও তোমার স্বাধীনশ্রীকে আমি নমস্কার করচি। তুমি যেন তোমার মুখের ওই মিষ্টি হাসির রেখাটীর মতই, শুভ্র, শুচি মন আর হৃদয় পেয়ে ভাগ্যবতী হ'য়ে থাকো, এই প্রার্থনাই আমি ভগবান বুদ্ধদেবের কাছে জানাচ্ছি।"

মেয়েটী কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "বা—লে?" এই বলিয়া ফল ও বাতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রয়োজন আছে কি-না জানিতে চাহিল।

আমি অগ্রসর হইয়া গিয়া, মেয়েটীকে ব্রহ্মভাষায় কহিলাম, "ইনি তোমাকে দেখে অত্যন্ত খুসী হ'য়েছেন। তা'ই তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন।"

মেয়েটি শুষ্ক স্বরে কহিল, "শুধু ধন্যবাদে কি হবে? কিছু ফুল কিনতে বলুন না? তা' হ'লে অনেক বেশী সুখী আমি হ'ব।"

আমি সীতাকে, বালিকাটি ইচ্ছা জানাইলে, সীতা তৎক্ষণাৎ একটি ফুলের ক্ষুদ্র তোড়া উঠাইয়া লইয়া, বালিকাটির হাতে একখানি দশটাকার নোট প্রদান করিল।

ব্রহ্ম বালিকার মুখে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল। সে নোটখানি ফেরত দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া কহিল, "মা শিবু!"

সীতা ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিল, ওকে বলুন, আমি কিছুই ফেরত চাই না, ওকে খুসী হয়ে দিলুম।'

আমি কহিলাম, "মিথ্যে মিথ্যে কেন টাকাগুলো নষ্ট কর্‌বে, সীতা? এই তোড়াটার দাম চার পয়সাও নয়।"

সীতা মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমার খুসীর চেয়েও কি ওই দশটা টাকা বড় হবে? আর একটীও কথা নয়, আপনি চলুন।"

মেয়েটি এ-যাবৎ আমাদের দিকে চাহিয়াছিল। আমি মৃদু হাস্যমুখে তাহাকে কহিলাম, "ইনি তোমাকে খুসী হয়ে নোটখানা দিয়েছেন, তুমি রেখে দাও।"

মেয়েটীর প্রায়শুভ্র মুখের দু'টি ক্ষুদ্র ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "উনি খুশী হ'য়ে থাকেন, ভাল। কিন্তু আমি তো খুসী হতে পারছি না। ওঁকে ফেরত নিতে বলুন?"

সীতাকে জানাইলে, সীতা দুটী হাত জোড় করিয়া মেয়েটীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং অনুরোধ ভরা স্বরে কহিল, "আমার মনে তুমি আঘাত দিও না, ভাই। তুমি না নিলে আমার দুঃখের আর অবশেষ থাকবে না।"

আমি বিপদে পড়িলাম। সীতার অনুরোধ বালিকাকে জানাইলে, সে কহিল, "এ কী বিপদের মধ্যে ফেললেন বলুন তো? আমি কি ভাবে এটা নিতে পারি, তা তো বুঝিনে! উনি তো অনায়াসেই কোন দুঃখীকে দান করতে পারেন? আমাকে অপমানিত করবার ওঁর কোন অধিকার নেই।"

আমি কহিলাম, "তুমি কি কোনমতেই এটা নিতে পার না?"

মেয়েটী নির্বিকার কণ্ঠে কহিল, "না।"

আমি পকেট-হইতে একটি আনি বাহির করিয়া মেয়েটীর হাতে দিলাম ও নোটখানি ফেরত লইয়া সীতাকে কহিলাম, "চল, যেতে যেতে বল্‌ছি।"

দেখিলাম, সীতার মুখে কালি পাড়িয়া গেল। সে আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া আমার হাত হইতে নোট্‌টী লইয়া দ্রুতপদে অবতরণ করিতে লাগিল।

ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা আরোহণ করিলে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

এক সময়ে সীতা কহিল, "অন্যায় আমারই হয়েছিল। আমি যেন বুদ্ধি শুদ্ধি সব হারিয়েছি।"

আমি বুঝিলাম,সীতার মনে অনুশোচনা আসিয়াছে। আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। কিছু সময় পরে ট্যাক্সি আসিয়া যখন, আমার বন্ধুর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল, নিতাই দুড়্ দাড়্ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া মহা উল্লাসভরে কহিল, "দাদাবাবু, দাদাবাবু, বাবাঠাকুর পুড়ে গেছেন।

সীতা ও আমি যুগপৎ উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "পুড়ে গেছেন?"

"হ্যাঁ, দিদিমণি, পুড়ে গেছেন দেখ্‌বেন আসুন, ভগবান আছেন কি নেই!" এই বলিয়া নিতাই পুনশ্চ উল্কাবেগে উপরে উঠিয়া গেল।

আমি সীতার মুখের দিকে চাহিলাম, সীতা উদ্বিগ্ন মুখে আমার দিকে চাহিল। পরমুহূর্তে সে দ্রুত লঘুপদে উপরে উঠিয়া গেল।

আমি ট্যাক্সির ভাড়া মিটাইয়া দিয়া, যে মুহূর্তে উপরে উঠিবার উপক্রম করিতেছি, দেখিলাম, টেলিগ্রাফ পিওন, তাহার সাইকেল হইতে আমার সম্মুখে নামিয়া কহিল, "সীতা দেবীর তার্ আছে।"

আমি শঙ্কিত মনে ও কম্পিত হস্তে তারটী লইয়া, ফরম্‌টী সহি করিয়া দিলাম। পিওন চলিয়া গেল।

আমি কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারটী কি সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে, ভাবিতেও আমার সাহস হইতেছিল না। এমন সময়ে উপর হইতে সীতা কহিল, "কৈ আসুন? দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

আমি তারটি খুলিবার অবসর না পাইয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। জটাধারী-ঠাকুর যে পুড়িয়া গিয়াছেন, সে জন্য কোন উদ্বেগ

আমার মনে আর আদৌ ছিল না। শুধু এই চিন্তাতেই আমার মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যে কি সংবাদ বহন করিয়া এই ভাবুটী আসিয়াছে!"

২২

একখানি গালিচার উপর, মুখে, বুকে ও পৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় বুদ্ধদেবের মত স্মিতমুখে, জটাধারী ঠাকুর বসিয়াছিলেন। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে শ্রীকান্ত বাবু, আসুন!"

আমি তাঁহার ব্যাণ্ডেজ-বিভূষিত অঙ্গের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "হ'য়েছিল কী? পুড়লেন কী ক'রে? সর্বনাশ! এ যে…"

আমাকে বাধা দিয়া জটাধারী কহিলেন, "সর্বনাশ এখানে নয়। দেখুন-গে, সীতাবেটী অমন রাজভোগ-তুল্য বস্তুগুলির রন্ধনের নামে কি সর্বনাশ করুচে।"

আমি কহিলাম, "আপনার এদশা হ'ল কি ক'রে?"

"একান্ত না শুনে ছাড়বেন না দেখচি, শ্রীকান্ত বাবু!" এই বলিয়া জটাধারী মৃদু হাস্য করিলেন। পরে ম্রিয়মান মুখে পুনশ্চ কহিলেন, "কাঁচা তেলে মাছ দিলে যে, অমন ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে, তা আমার আদৌ স্মরণ ছিল না, শ্রীকান্ত বাবু!"

আমার পিছন হইতে নিতাইচন্দ্র উল্লসিত স্বরে কহিল, "আমি বাবাঠাকুরকে বারণ করেছিলাম, দাদাবাবু। কিন্তু উনি গেরাহ্যির মধ্যেই আনলেন না।"

জটাধারী ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, "তোমার মত ব্যক্তির অভিশাপও যে, ব্যর্থ হয় না, আর একবার তা প্রমাণিত হ'ল, বাবা। কিন্তু এখানে তোমার প্রয়োজন কি শুনি?"

নিতাই ভীত কণ্ঠে কহিল, "দাদাবাবুকে, দিদিমণি একবার ডাক্‌ছেন, বাবাঠাকুর।"

"এখনি যাচ্ছেন। কিন্তু তুমি এবার যেতে পার।" এই বলিয়া জটাধারীঠাকুর, নিতাই বাহিরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন, পরে কহিলেন, "তার্‌টা খোলেন নি দেখ্‌চি। এইবার ও-কাজটুকু শেষ ক'রে ফেলুন।"

আমি চমকিত হইয়া দেখিলাম, তার্‌টা তখন পর্যন্ত আমার হস্তেই রহিয়াছে। আমি দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে কহিলাম, খুল্‌তে ভরসা হচ্ছে না, বাবাঠাকুর।"

"তখন কাজের ভারটুকু আমার হাতেই দিন?" এই বলিয়া জটাধারী তাঁহার বিশাল বাহু বিস্তৃত করিলেন।

আমি তার্‌টা তাঁহার হাতে দিয়া একটা ভীষণ দায়িত্ব-মুক্তির স্বস্তি-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম, এবং উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে জটাধারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

জটাধারী নির্বিকার মুখে তার্‌টা লেফাপা হইতে বাহির করিয়া পাঠ করিলেন, এবং পুনশ্চ ভাঁজ করিয়া লেফাপার ভিতর প্রবেশ করাইয়া, আপনার আলখাল্লার পকেটের আশ্রয়ে রক্ষা করিলেন। আমার উদ্বেগও বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। আমি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, জটাধারী ঠাকুর কহিলেন, "যান্, আর দেরী করবেন না। সীতা-মা অপেক্ষা করুচে।

আমি কহিলাম, "তারের সংবাদ কি বলুন ?"

জটাধারী কয়েক মুহূর্ত পলকহীন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আপনার চারিদিকের ক'টা সংবাদই রাখেন বলুন তো ? অনর্থক উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে নিজেই কষ্ট পাচ্ছেন ?"

আমার মন তিক্ত হইয়া উঠিল। কহিলাম, "কি বল্‌ছেন আপনি ? অর্থহীন উদ্বেগ ?"

জটাধারীর মুখে এক অদ্ভুত জাতের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "শুধু অর্থহীন নয়, সঙ্গতিহীন এবং সর্বযুক্তি হীন। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে নিবারণবাবু, কে হন আপনার ?"

আহত স্বরে কহিলাম, "তা ঠিক। তবে—"

কথায় বাধা দিয়া জটাধারী কহিলেন, "কেন 'তবে' এর মধ্যে নেই, শ্রীকান্ত বাবু। আহত হবারও কোন হেতু নেই। মানুষ ভুল ক'রে, অনেক কিছুর জন্যই অনাবশ্যক উদ্বেগে নিজেকে পীড়িত করে। মানুষের অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। শুধু এইটুকু স্মরণ রেখে' এই আলোচনা থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন, যে আপনি তার্ পাঠান নি, কাজেই কোন জবাবও আসে নি, সুতরাং কিছুমাত্র শঙ্কা কি উৎকণ্ঠা কিম্বা উদ্বেগও আপনাব মনে থাক্‌তে পারে না। আচ্ছা এইবার আপনি আস্‌তে পারেন !

আমি এই অদ্ভুত প্রকৃতি সন্ন্যাসীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া, মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম, নিতাই পুনশ্চ আসিতেছে। সে কিছু বলিবার পূর্বেই আমি কহিলাম, "চল, আমি যাচ্ছি।"

সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সীতা উনানের সম্মুখে

বসিয়া উনানের উপরে ফুটন্ত, খুব সম্ভবত মাছের ঝোলের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, এবং বন্ধুকন্যা খাতিজা তাহাকে কিছু বলিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া যুগপৎ সীতাও খাতিজার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খাতিজা মৃদু হাসিয়া কহিল, "যাক্ বাঁচা গেল, আপনি এসেছেন!"

সীতা ম্লান মুখে কহিল, "শুধু পণ্ডশ্রমই হচ্ছে। এ-বস্তু কারুর মুখেই রুচ্‌বে না।"

আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "তোমার এখানে আসা উচিত হয় নি, সীতা।"

সীতা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "কেন বলুন তো? আমাকে কি এতখানি আকর্মণ্য ভাবেন না-কি? রান্নার কাজ, সংসারের কাজ একমাত্র নারীর অধিকারে আছে জানেন?",

আমি কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "তা জানি। কিন্তু না প'ড়ে যেমন পণ্ডিত হওয়া যায় না, তেমনি রান্না না শিখে রাঁধা যায় না। তা' বোধ হয়, নারীর পক্ষেও। কিন্তু তর্ক থাক্।" এই বলিয়া আমি খাতিজার দিকে চাহিয়া কহিলাম, "কতদূর অবধি এগিয়েছ তোমরা, বল তো?

খাতিজা হাসিতে হাসিতে কহিল, "এক পাও না, আঙ্কেল। উনি শুধু একতাল বাটা মস্‌লা ঝোলের ওপর ছেড়ে দিয়ে, হাত-পা ছেড়ে বসে আছেন। না ভেজেছেন মাছ, না দিয়েছেন তেল!"

আমি গম্ভীর মুখে কহিলাম, "তা' হোক। প্রথমবারে একটু ভুলচুক হবেই।"

খাতিজা বিস্ময়ভরে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "ভাল! এর নাম বুঝি, একটু ভুলচুক? কি ক'রে এই অখাদ্য খাবেন, আক্কেল

"যেমন ক'রে সবাই খায়। কিন্তু কথা তো তা' নয়! এখন এই ঝোলটাকে শুধ্‌রে নেওয়া হ'য় কি ক'রে বলতে পার?"

খাতিজা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সীতা গম্ভীর মুখে কহিল, "কি বল্‌ছে মেয়েটি, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি ম্লানমুখে কহিলাম, "বিশেষ কিছু নয়। তবে রান্না সম্বন্ধে ওর যে রীতিমত পাণ্ডিত্য আছে, সেইটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছে মাত্র। ওরও পণ্ডশ্রম হচ্ছে সীতা। কারণ যেমন তুমি তেমনি আমিও জানি না, কি করে মাছের ঝোল রাঁধতে হয়।

সীতা কিছু বলিবার পূর্বেই, পশ্চাৎ হইতে নিতাইচন্দ্র কহিল, আমি জানি, দাদাবাবু।"

"জান? তবে এতক্ষণ ছলনা কর্‌চ কেন, নিতাইচন্দ্র? এস আমাদের মুক্তি দাও।" আমি নিতায়ের দিকে আশান্বিত দৃষ্টিতে চাহিলাম।

নিতাই মুখ ভার করিয়া কহিল, "আমার হাতে তো দিদিমণি খাবেন না, দাদাবাবু!"

সীতা চাপা হাস্যমুখে ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, কবে তোমার হাতে খাব না বল্‌ছি, বুদ্ধিমান? শুধু ফাঁকি দেওয়ার মত্‌লবে আছ বৈ তো নয়!"

নিতাই ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "শুনুন দাদাবাবু? দিদিমণি জপ আহ্নিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম করেন। দেখ্‌লুম জাহাজের ছোঁয়া খাবার পর্যন্ত খেলেন না তবে আমি কি ক'রে বুঝব যে······"

বাধা দিয়া আমি কহিলাম, "আর বোঝাবুঝিতে দরকার নেই, বাবা। দয়া ক'রে ঝোলটির গতি করো।"

সীতার দিকে চাহিয়া কহিলাম, "এস সীতা।"

সেদিন যখন আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শেষ হইল, তখন অপরাহ্ন আগমনেও বিলম্ব ছিল না। মধ্যাহ্ন আহারের পর অন্তত পক্ষে একটি ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম না করিলে আমার চলে না। কিন্তু সেদিন তাহার কোন সম্ভাবনা আমার দৃষ্টিতে পড়িল না। একস্থানে স্তূপীকৃত বিছানার বিভিন্ন বাণ্ডিলের মধ্যে, আমার নগণ্য বাণ্ডিলটি যে কোথায় আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা দেখিবার সামর্থ পর্য্যন্ত আমার ছিল না। সুতরাং কি করিব ভাবিতেছি, নিতাইচন্দ্র আসিয়া কহিল, "পাশের ফ্ল্যাটে আপনার বিছানা ক'রে রেখেচি দাদাবাবু। দিদিমণি বললেন, আপনি এই সময় একটু ঘুমিয়ে নিন।"

আমি বাঁচিয়া গেলাম। প্রফুল্লকণ্ঠে কহিলাম, "বাবাঠাকুর কোথায়?"

"তিনিও ওই ফ্ল্যাটে আছেন, এবং একটি ঘরে শুয়েছেন কিন্তু আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, দাদাবাবু। দিদিমণিকে খেতে দিয়ে এসেছি যাই দেখি তাঁর কি দরকার হ'য়েচে।" এই বলিয়া নিতাইচন্দ্র দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

আমি অপর ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইতেই জটাধারী শয়ন কক্ষ হইতে কহিলেন, এই যে এসেছেন! শুনুন এদিকে।"

আমার সম্ভাবিত বিশ্রামের আনন্দ মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গেল। আমি পার্শ্ব কক্ষে প্রবেশ করিলে, জটাধারী পুনশ্চ কহিলেন, "বসুন।"

আমি উপবেশন না করিয়া কহিলাম, "নিবারণবাবু ভাল আছেন তো

জটাধারী কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন "নিবারণ সব ভাল মন্দের বাইরে চলে গেছেন।"

আমার মনে হইল, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার পক্ষাঘাতদুষ্ট হইয়া নির্জীব এবং অসাড় হইয়া পড়িল। আমি, আমার অজ্ঞাতসারে মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম। আমার মনে ও মানসদৃষ্টিতে রাজ্যের দুর্ভাবনা ভিড় করিয়া আসিল। আমি কি বলিব, কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া কহিলাম, "তবে, উপায়?"

দেখিলাম, জটাধারীর মুখে এক অদ্ভুত জাতের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "কোন উপায়ই মানুষের হাতে নেই, শ্রীকান্ত বাবু। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমি, আপনি নিমিত্ত মাত্র। আমরা তাঁর ইচ্ছামতই অভিনয় করে যাচ্ছি।" এই বলিয়া জটাধারী কিছু সময় মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমি এতটা আশা করি নাই, শ্রীকান্ত বাবু। অন্ততপক্ষে নিবারণের সঙ্গে দেখা করতে সক্ষম হ'ব, এই বিশ্বাসই আমার মনে প্রবলভাবে ছিল। কিন্তু, তা হল না। একবার শেষ দেখাও করতে পারলাম না।" জটাধারীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। তিনি আমার নির্বাক মুখ ও প্রায় নির্জীব দেহের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "তারটা পাওয়ার সময় থেকে আমি ভাবছিলাম শ্রীকান্ত বাবু যে ভগবান তাঁর কোন ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমাদের এই অভিযান এমন নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ ক'রে দিলেন। তাঁর কোন মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল। ভাবতে ভাবতে সুন্দর আলো দেখতে পেলাম আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দৃঢ়তর হ'ল য়ে, করুণাময়ের কোন কাজই অর্থহীন নয়।"

জটাধারীর উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝিবার মত আমার মনের অবস্থা না থাকায় আমি পুনশ্চ কহিলাম, "এখন উপায় কি হ'বে?"

জটাধারী বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "কিসের কি উপায় হ'বে?"

আমার মন বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। আমি কহিলাম, "আপনি জানেন না, আমি কোন উপায়ের কথা বল্‌ছি?"

জটাধারী রাগ করিলেন না তিনি শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি সীতা-বেটির কথা বলছেন? তবে আর এতক্ষণ আমি বলছিলাম কী? করুণাময় শ্রীভগবান, শুধু সীতা-মায়ীর না এই অভিযানের আয়োজনে ইচ্ছা করেছিলেন? শুধু বিন্ধ্য আরোহণ করলে হয় না, শ্রীকান্ত বাবু। বোঝবার মত শক্তি থাকা চাই। শুধু চোখ থাকলেই, দেখা যায় না দেখবার মত তীক্ষ্ণ অনুভূতি থাকা চাই। উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছেন আপনি।

আমি জটাধারীর প্রশ্নের উত্তর দিবার আবশ্যকতা অনুভব না করিয়া নীরব রহিলাম। তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু মানুষের সাধ্য কী, কোনো উপায় কর্‌তে পারে - এই যে পথের মাঝে যাত্রা বন্ধ হ'য়ে যা'বে তা' কেউ পূর্বে বুঝতে পেরেছিলাম? এই যে পথে আপনার সঙ্গে দেখা হ'বে, না, আপনার দায়িত্বের বোঝা হ'য়ে আমরা উঠব, আপনি পূর্বে জানতে পেরেছিলেন?"

আমি অস্থির কণ্ঠে কহিলাম, "সীতাকে প্রবোধ দিবেন কোন্ কথায়?"

জটাধারীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এটা নির্বোধের মত প্রশ্ন হ'ল, শ্রীকান্ত বাবু। প্রবোধ কি কারুকে দেওয়া যায়

মহাকাল মানুষের মন আচ্ছন্ন ক'রে আছেন। সময়ে সময়ে তীব্র আঘাতে আচ্ছন্ন ঘোর একটু কেটে যায় মাত্র, কিন্তু ক্ষণপরেই আবার সব ঢাকা পড়ে যায়। তরঙ্গ হীন পুকুরের জলে, ঢিল 'মারলে যেমন ক্ষণিকের জন্য চারিদিকে ঢেউ উঠে, আবার শান্ত হয়ে পড়ে তেমনি এই মানুষের মন.। মনের সাময়িক চাঞ্চল্য, সময়ের গর্ভে লীন হ'য়ে যাবে।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, "কৈ তারটা দেখি?"

জটাধারী আমার হাতে তারটী দিলে, আমি অনুচ্চস্বরে পাঠ করিতে লাগিলাম। যদিও তারটী ইংরাজিতে লেখাছিল, আমরা বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। "নিবারণ বাবু, গত বুধবার পরলোক গমন করেছেন, তাঁ'র ব্রহ্মপত্নী তাঁ'র সব কিছু সম্পদ নিয়ে প্রোম ত্যাগ ক'রে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর দেহ আমরা বাঙালীর হিন্দুপ্রথায় দাহ করেছি। আপনার শোকে সহানুভূতি জানিয়ে নিবেদন করছি, যে আপনার এখানে আসার কোন প্রয়োজনই আর নাই। ইতি বাঙালী সমিতি, প্রোম।"

সীতা যে কখন আসিয়া নিঃশব্দে আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, জানি না। তারটী পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে, "ও বাবা, বাবা আমার!" বলিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল ও জ্ঞানহারাইল।

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। জটাধারী ঠাকুর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "অস্থির হবেন না, শ্রীকান্ত বাবু। এক কাজ করুন, সীতা-মা'কে আমার বাঘছালের উপর শুইয়ে দিন। তারপর, যা' করতে হ'বে আমি বলছি।"

আমি শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলাম, "আমি? আমাকে.."

জটাধারীকে এ-পর্যন্ত কখনও ক্রুদ্ধ হইতে দেখি নাই। তিনি অকস্মাৎ

আমাকে বাধা দিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন, "হাঁ, আপনি। বাজে তর্ক করবেন না, শ্রীকান্ত বাবু। একমাত্র আপনি ছাড়া আর কারুকেই আমি সীতামায়ীকে স্পর্শ করতে দিতে পারি না। প্রতিটী মুহূর্ত মূল্যবান। এখনি অবিলম্বে আমার আদেশ পালন করুন, শ্রীকান্ত বাবু।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করিলাম। আমার মুখ দিয়া একটিও প্রতিবাদবাক্য বাহির হইতে চাহিল না। সীতাকে বাঘছাল-আসনের উপর শয়ন করাইয়া দিলাম। তাহার পর একের পর অন্য আদেশ আসিয়া, সীতার মূর্চ্ছা অপনোদনের কার্যে আমাকে ব্যাপৃত করিবা রাখিল। আমি একবারের জন্যও না ভাবিতে পারিলাম, না প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইলাম যে, কোন্ যুক্তি কোন্ প্রমাণের বলে, যে অপরাধ আমি না করিয়াছি, সেই অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করিবার জন্য আমাকেই বাধ্য হইতে হইল!

২৩

নূতন করিয়া দেখিলাম, মহাকালের প্রভাব শুধু অপরিসীম নহে, ইহা দুর্জেয়, ইহা বিস্ময়কর, অদ্ভূত, অচিন্তনীয়। নহিলে পিতৃঅন্তপ্রাণা বালিকা সীতাকে লইয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা আর কোনদিনই অতিক্রম করিতে সক্ষম হইতাম না। সীতার সপ্তাহব্যাপী ঘন ঘন মূর্চ্ছা, বুকফাটা আর্তক্রন্দন ভরা সূচিবিদ্ধ শোকান্ধকারের কোনদিন যে পরিসমাপ্তি ঘটিবে, তাহা কল্পনাতীত বলিয়াই অনুভূত হইয়াছিল।

নিবারণ বাবুর মৃত্যু সংবাদ আসিবার পর, একপক্ষ কাল অতিবাহিত

হইয়াছে। সীতা, মহাকালের প্রভাবে পুনশ্চ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। আমরা এখনও রেঙ্গুনে রহিয়াছি। সীতা, আগামী সপ্তাহে কলিকাতা, তথা বাড়ীতে ফিরিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। পিতার শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি পারলৌকিক কার্য বাড়ীতে সম্পন্ন করিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

গত দুই সপ্তাহের ভিতর আমার উপর দিয়া যে-মহাঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার সকল পরিকল্পনা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলেও আমি ধৈর্যসহকারে, যে-কর্তব্য কখনও পালন করিতে হইবে বলিয়া ভাবি নাই, তাহাও পালন করিতেছি।

সীতার অবস্থা প্রথম দিকে এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার জীবনের আশা আমরা সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, শুধু এক মাত্র জটাধারী-ঠাকুর, কিছুমাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার অসীম ধৈর্য, কর্তব্য পালন করিবার দুর্বার শক্তি, আমাদের নিয়ন্ত্রিত করিবার নির্ভুল নির্দেশেই, এত অল্প সময়ের ভিতর, এরূপ আশাতীত ভাবে সফল হইতে সক্ষম করিয়াছে।

ব্রাহ্মণবালক বুকু বহুদিন যাবৎ ব্রহ্মদেশে বাস করিতেছিল, এবং ব্রহ্মের বহুস্থানে বহুবার ঘুরিয়া বেড়াইয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল বলিয়া, তাহার সহিত নিতাইকে প্রোমে আমরা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সেখানকার বাঙালী-সমিতি তাহাদের সর্ব-প্রযত্নে, নিবারণবাবু যে-বাড়ীতে মৃত্যু সময় অবধি বাস করিয়াছিলেন, বর্তমানে জনশূন্য অবস্থায় রহিয়াছে, দেখাইয়া আনিয়াছিলেন, এবং যে-শ্মশানে নিবারণবাবুর ইহলৌকিক দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, সেখানেও লইয়া গিয়াছিলেন। জটাধারী-ঠাকুরের আদেশ

অনুযায়ী গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য নিতাই, নিবারণবাবুর শ্মশানচুল্লী হইতে ভস্ম আনিয়াছে। কলিকাতায় ফিরিয়া তাহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমার মন এই অকল্পিত পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক দিন গভীর রাত্রিতে যখন সকলে গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন ভাবিয়াছি, যে, এই উপযুক্ত সময়, আমি এই বন্ধন হইতে মুক্তি লইয়া পলায়ন করিব—কিন্তু পারি নাই। কোন্ শক্তি যে অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাকে দৃঢ়বলে টানিয়া রাখিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। আমি প্রতিদিন বারবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজই রাত্রে মুক্তি লইব, কিন্তু রাত্রি আসিয়াছে, আমি চেষ্টাও করিয়াছি. কিন্তু পারি নাই। অদৃষ্টের অদৃশ্য বন্ধন হইতে মুক্তি পাই নাই!

বন্ধু নিজাম, বন্ধু-পত্নী মাটুন আমাকে যে-অনাবিল স্নেহে, যত্নে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাষায় বলিবার সাধ্য আমার নাই। নিজাম ও নিজামপত্নী বারবার আমাকে সবিনয় অনুরোধ করিয়াছে যে, আমি যেন জীবনের অবশিষ্ট কাল তাহাদের সহিত যাপন করি। অতীতে আমি তাহাদের যে তুচ্ছ উপকার করিয়াছিলাম, তাহার বিনিময়ে না-কি, এই অনুরোধ পর্যাপ্ত নহে!

জটাধারী-ঠাকুর আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন যে, কোনদিন আমি তাঁহাদের সংশ্রব হইতে দূরে যাইব, ইহাও ভাবিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। জটাধারীর বহু অলৌকিক গুণ থাকিলেও, আমার সম্বন্ধে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী দুঃসহ দাম্ভিকতা বলিয়াই আমার মনে অনুভূত হইয়াছে।

আগামী সপ্তাহ বৃহস্পতিবারে, সীতাকে কলিকাতাগামী জাহাজে উঠাইয়া দিয়া, আমি মুক্তি পাইব। আমি আবার আমার ইচ্ছামত অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিবার সুযোগ পাইব, এই চিন্তায় মন প্রফুল্ল করিবার প্রচেষ্টায় সেদিন যখন রত রহিয়াছি, তখন কাল বৈশাখীর মত মুখ করিয়া নিতাইচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, "কি হ'য়েছে, নিতাই? বাবাঠাকুর কিছু বলেছেন না-কী?"

নিতাই বোমার মত ফাটিয়া পড়িয়া কহিল, "বাবাঠাকুর সন্ন্যাসী-মানুষ, তিনি বল্‌লে কি আর কথা গায়ে মাখতুম? এত বড় আস্পর্ধা দাদাবাবু, আমাকে বলে কি-না, আমি চোর, আমিপয়সাচুরি করেচি?"

আমি বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, "কে চোর বলেছে তোমাকে? তোমার দিদিমণি?"

নিতাই সহাস্যে দুই কর্ণ মর্দন করিয়া কহিল, "দিদিমণি! তিনি বল্‌বেন অমন ছোট কথা, তা' হ'লে আর আপনার নিতাইচন্দ্র বিশবছর কাল চাকরী কর্‌তে পার্‌ত না।"

"তা' তো বটেই!" আমি দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, তবে কি আমার অজ্ঞাতসারে আমি একথা বলিয়াছি? কিন্তু স্মরণ করিতে পারিলাম না। পুনশ্চ কহিলাম, "তবে কে এমন শক্ত কথা, তোমাকে বলেছে, নিতাই?"

নিতাই পুনশ্চ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল, "আবার কে! দিদিমণির—আদরের বুকু! হতভাগা না খেতে পেয়ে পথে পথে ঘুরে মর্‌ছিল, এখন রাজভোগ খেয়ে খেয়ে মাথায় উঠে বসেছে। বলে, বাজারে

আলুর সের পাঁচ পয়সা, আর তুমি ছ'আনা ক'রে বল্‌লে কি ক'রে ? শুনুন কথা একবার' দাদাবাবু ?"

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, "ছেলে মানুষের কথা ছেড়ে দাও, নিতাই। সে কি আর তোমার চেয়ে জিনিষের দর বুঝ্‌বে ?"

নিতাই গম্ভীর মুখে কহিল, "ছেলেমানুষই বটে, দাদাবাবু! আমি খাসা গল্‌দা চিংড়ী দশ আনা সের নিয়ে এলুম, আর ছোঁড়াটা বলে কি-না, বাজারে ছ' আনা ক'রে সের বিক্রী হচ্ছে ? এসব কথা শুন্‌লে ক'ার না রাগ হয়, দাদাবাবু ? সত্যি বল্‌ছি, দিদিমণির সঙ্গে কলকাতায় ফিরে গিয়েই আমি চাকরী ছেড়ে দেব। তা' ব'লে একরত্তি ছেলের অমন সব কাজেই দালালী করা সহ্যি হবে না :"

আমি নিতাইকে সান্ত্বনা দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে নিঃশব্দে ধীরপদে, সীতা আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। সীতাকে দেখিয়াই নিতাইচন্দ্র সমস্ত অভিযোগ বিস্মৃত হইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি কোন কথা বলিবার পূর্বেই, সীতা একখানি চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, "কি বল্‌ছিল, নিতাই ?"

আমি শান্ত কণ্ঠে কহিলাম, "নতুন নতুন যা' হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ একজন পুরাতন আশ্রিত, অন্য নবাগতকে সহ্য কর্‌তে পারে না। বর্তমান ক্ষেত্রেও ত'ার ব্যতিক্রম হয় নি।"

সীতা ক্লিষ্ট স্বরে কহিল, "বুকুকে নিতাই সহ্য কর্‌তে পার্‌ছে না, দেখ্‌চি। কিন্তু কি করা যাবে বলুন তো ? অনাথ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে যখন কথা দিয়েছি, তখন কারুর মিথ্যে অসুবিধার জন্যই আর বিমুখ কর্‌তে পারি না। পারি কী ?"

আমি কহিলাম, "তুমি ঐ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন হ'য়ো না, সীতা দু'দিন কেটে গেলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

সীতা ম্লান স্বরে কহিল, "তা'ই যেন যায়, শ্রীকান্ত বাবু।" কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সীতা পুনশ্চ কহিল, "জটাধারী কাকা কি বেরিয়েছেন?"

আমি কহিলাম, "তিনি ইরাবতীতে স্নান করতে গেছেন।"

সীতার মুখে শঙ্কার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "শুনি যে সেখানে অত্যন্ত কুমীরের উপদ্রব, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি ম্লান হাস্যে কহিলাম, "স্নানের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থাও আছে, সীতা। তা'ছাড়া তিনি, এসব বিষযে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছেন।"

সীতা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আমি যাহা ভয় করিতেছিলাম, সেই বিষয়েই ফিরিয়া আসিল। সে কহিল, "আগামী বৃহস্পতিবারের জাহাজেই আমরা কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি তো?"

"আমরা কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি তো!" সীতার এই সোজা ও সরল প্রশ্নে কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইবার পূর্বেই, সীতা পুনশ্চ কহিল, "বার্থ রিজার্ভ করা হ'য়েচে, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "রিজার্ভ করবার জন্য পত্র লিখেচি।"

সীতা পুনশ্চ চিন্তিত হইয়া পড়িল। এক সময়ে কহিল, "দয়াময় মদনমোহন যে, আমার অদৃষ্টে এমন সর্বহারা বিপদ লিখেছেন, তা' কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম! যদি একটি মুহূর্তের জন্যও চোখের দেখা বাবাকে দেখতে পেতুম, তা' হ'লেও আমার মন এমন দুঃসহ শোকে অভিভূত হ'ত না। জটাধারী কাকা বলেন, মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হ'বার জন্যই এরূপ হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু মন তো বোঝে

না, শ্রীকান্ত বাবু? মন তো কিছুতেই বুঝতে চায় না যে, এই নিদারুণ অমঙ্গলের মধ্যেই মঙ্গলের আবির্ভাব হ'বে? আমার স্নেহময় বাবাকে হারাণোর বিনিময়ে, আমার কোন মঙ্গল হ'তে পারে, শ্রীকান্ত বাবু? একথা ভাবতেও আমার বুক যেন ভেঙ্গে পড়ে। এতখানি নিষ্ঠুরতা-ভরা আর কোন বাক্য আছে, আপনি ভাবতে পারেন, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কি বলিব? বারবার একই কথা বলিয়া বলিয়া নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িযাছি, এবং শ্রোতার মনও প্রভাবিত করিতে পারি নাই। তবুও কহিলাম, "মুনিরা বলেন, যে মৃত্যুই সত্য জীবনের তোরণ-দ্বার। এই তোরণ-দ্বার দিয়ে সকলকেই যেতে হবে। সুতরাং মৃত্যুর জন্য শোক করা অনুচিত। আমিও তোমার মতই একদিন আপনাকে বারবার ঐ প্রশ্ন করেছিলাম, সীতা। নিজেও কোন সদুত্তর পাই নি, তোমাকেও দিতে পারি না। তবে কি এই ভেবে মন শান্ত করা যায না, যে একদিন আমিও ওই পথের পথিক হ'যে ওই একই পথে যাত্রা ক'রে তা'র কাছে যেতে সক্ষম হব?"

সীতা বহুক্ষণ অবধি নীরবে বসিয়া রহিল। পরে কহিল, 'কি নিষ্ঠুর এই দেশের নারীরা! এরা ভালবাসার অভিনয়ে পুরুষমানুষকে যাদু করে যেমন সহজে স্বার্থের ব্যাঘাত ঘট্‌লে, পরিত্যাগ করে তেমনি অবহেলায়। সত্যই কি এ দেশের সব মেয়েরা এমনি প্রকৃতির, শ্রীকান্তবাবু?"

আমি কহিলাম, "আমাকে এমন এক বিষয়ে প্রশ্ন করেছ, যে-বিষয় সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, সীতা। তবে যুক্তিহীন, অপরিচিত শঙ্কা অনেক সময় সময় মানুষকে ভুলপথে চালিত করে। কাম্য মানুষকে হারাবার ভয় এক বস্তু, তাকে আর হারাবার পর সর্ব রকমে লোকসানের ভয় অন্য

জিনিষ। আমরা শুধু, বাইরে যেটুকু প্রকাশ পেল, তা' দেখেই বিচার করতে পারি না, সীতা। কারণ যেটুকু প্রকাশ পেল না, তা'র দাবীও বড় কম প্রচণ্ড নয় আমার বিশ্বাস।"

সীতা অবসাদগ্রস্ত চক্ষু দু'টি মেলিয়া কহিল, "আমাকে বুঝিয়ে দিন?"

আমি কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "আমি বিশেষ কিছু যদিও জানি না, তবুও এইটুকু বুঝি, যে ভিন্ন দেশীয় পুরুষ যখন রূপে মুগ্ধ হ'য়ে লালসার বশে অন্য দেশীয় একটি মেয়েকে বিবাহ করে, এবং কিছুদিন পরে অনিবার্য অবসাদ যখন আসে, তখন মেয়েটিকে প্রতারিত ক'রে পরিত্যাগ করবার জন্য নানা ছলনার আশ্রয় নেয়। পবিত্র প্রেম আর লালসার মোহ, এই দুই এক বস্তু নয়, সীতা পুরুষকে ফাঁকি দেওয়া কিছুদিন চললেও, নারীকে ফাঁকি দেওয়া বেশীদিন চলে না। ফলে বিশ্বাসঘাতক—যথা উপযুক্ত শাস্তি পায়, এই সব মেয়েদের হাতে। এই গেল এক দিকের কথা।"

সীতা আগ্রহভরে কহিল, "বলুন?"

আমি বলিতে লাগিলাম, "অন্যদিকে যেমন তোমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁ'র বর্মী স্ত্রীটী, সব কিছু অবশিষ্ট সম্পদ নিয়ে চলে যাওয়ার পিছনে যত কিছুই অপবাদ থাকুক, তা'দের মনও দৃষ্টি দিয়ে ভাবলে ও দেখলে এই আপাত দৃষ্টিতে জঘন্য কাজটীকে সমীচীন ব'লেই বোধ হবে, সীতা।"

সীতার দুই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "সমীচিন?"

আমি কহিলাম, "হ্যাঁ, সীতা, সমীচিন। আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখ মেয়েটি এমন একটি অপরিচিত পুরুষকে বিবাহ করলে, যা'র ভারতে সংসার আছে, সন্তান আছে, সুতরাং উত্তরাধিকারী আছে। কিন্তু

ব্রহ্মদেশের আইনবলে ব্রহ্ম-স্ত্রীর ভিন্ন দেশীয় স্বামীর ভিন্ন দেশস্থ-সম্পত্তি বা অর্থে কোন অধিকার নেই। মাত্র আপন গর্ভজাত সন্তানের ওপর যা' কিছু অধিকার আছে। সেক্ষেত্রে সেই স্ত্রী যদি ভিন্ন দেশীয় স্বামীর মৃত্যুর পর চিন্তা করে যে, অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীর দেশস্থ উত্তরাধিকারীরা সংবাদ পেয়ে ছুটে আস্‌বে, এবং যা কিছু আছে অধিকার ক'রে বস্‌বে, সেক্ষেত্রে সেই নারীর পক্ষে অন্য কোন্ পথ পথ খোলা থাকে, সীতা?"

সীতা ধীর স্বরে কহিল, এইবার বুঝেছি।"

আমি বলিতে লাগিলাম, "কিন্তু এই সব বিষয়গুলির প্রকাশ্যে আসে না। যেটুকু আসে, শুনে অনভিজ্ঞ মানুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি বলি সীতা, এরকম বিবাহ কখন সুখের হয় না। উভয় পক্ষেই এমন একটা সন্দেহের ভাব জাগরুক থাকে যে, বুঝি কোথাও বা কিছু গলদ রয়ে যাচ্ছে। ফলে অস্বাভাবিকতার আবির্ভাব হয়। উভয় পক্ষকেই মিথ্যা অভিনয় করতে বাধ্য করে। ইহার অনিবার্য পরিণতি এই হয় যে, ভিন্ন দেশীয় পুরুষ দেখে,সে সত্যিই তা'রাই ব্রহ্ম-স্ত্রীকে ভালবাসে না, ভালবেসেছিল তা'র শুধু দেহটাকে। আসে ক্লান্তি, আসে অবসাদ সর্বশেষে বিরক্তি এসে সন্দেহ পরিণতি লাভ করে। তখন এতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা' কি কখন স্থায়ী হ'তে পারে?"

সীতা কহিল, "পুরুষের দোষ না দিয়ে ও আমি কি বল্‌তে পারি না, যে এই দেশের মেয়েরাই ইচ্ছা ক'রে নিজেদের দেহে বিষ সংক্রামিত ক'রে থাকে?"

আমি কহিলাম, "তা' হ'লে এই দেশের ওপর অবিচার করা হবে, সীতা।

সীতা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। আমি পুনশ্চ কহিলাম; "যে দেশে শুনি পুরুষের তিনগুণ নারী, সে-দেশে মেয়েদের বিবাহরূপ সমস্যা যে কিরূপ ভয়াবহ হ'য়ে উঠতে পারে, আশা করি, তোমার মত শিক্ষিতা মেয়েকে বিশেষ ভাবে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হ'বে না। শুধু এই বিবাহ সমস্যা মেটাবার জন্য এবং দেশে পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে এই দেশের গবর্ণমেণ্ট পৃথিবীর সর্ব জাতির পুরুষের সহিত বিবাহপ্রথা আইন সিদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং সেখানে স্বাধীনতা এরূপ ব্যপক, সেখানে ওরকম একটু-আধটু অসুবিধা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, সীতা।"

সীতা ধীর স্বরে কহিল, "এখানেও নারীর ওই একই সমস্যা। বিবাহ করতেই হবে নারীকে। সর্বদেশে সর্বস্থানে যদি অল্প বিস্তর একই সমস্যায় নারীর জীবন বিড়ম্বিত হয়, তবে সমস্যা মানুষের তৈরী, না ভগবানের অভিপ্রেত, বোঝা কষ্টকর নয় কী, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কহিলাম, "নর ও নারীকে নিয়ে প্রতি দেশকে কোন না কোন সময়ে ওই একই সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। প্রতি দেশে স্ব স্ব আবহাওয়া রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সমাজ রাষ্ট্র, আইন কানুন সুবিধা-অসুবিধার ওপর ভিত্তি ক'রে উভয়ের চলা-পথে সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়েছিল; তা'র ওপর যে দেশ স্বাধীনতা সম্পদে ভাগ্যবান আর যে দেশ দুর্ভাগ্যবশে পরাধীন, সে সব দেশের সমাধান সবিশেষ পার্থক্যও পরিলক্ষিত হ'য়ে থাকে। হওয়াই স্বাভাবিক।

সীতা কহিল, "আরও একটু স্পষ্ট করে বলুন?"

আমি কহিলাম, "এই পর্দা প্রথার কথাই ধর, সীতা। আমাদের দেশে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেও এই জঘন্য প্রথা ছিল না। দেশ যখন

স্বাধীন ছিল, যে সময়ে ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্থান ছিল, সে সময়ে মেয়েদের পরদার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতে হ'ত না। ক্রমে স্বাধীনতা হারাল; দেশ পরাধীনতার নিগড় নেমে এল আষ্টে-পৃষ্ঠে। পুরুষ সম্প্রদায় আতঙ্কিত হ'য়ে উঠল কোন পথে তাদের ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েদের মর্যাদা বজায় রাখবে। ধীরে ধীরে তা'রা মেয়েদের, বিদেশীর লালসা দৃষ্টি থেকে দূরে রাখবার জন্য সৃষ্টি করল, "পরদা' প্রথা দুর্বৃত্তের কলুষিত দৃষ্টির অন্তরালে রাখবার জন্য আর দ্বিতীয় কোন পন্থা আবিষ্কৃত না হওয়ায়, সেই প্রথা আজ পর্যন্ত র'য়ে গেছে।"

সীতা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "এই নিকৃষ্ট প্রথাকে আপনি সমর্থন করেন, শ্রীকান্ত বাবু?

আমি ম্লান হাস্যে কহিলাম "আমার সমর্থন, অসমর্থনে কিছু আসে যায় না সীতা। কিন্তু যে কারণে এই প্রথার প্রচলন আরম্ভ হয়েছে, আজ পর্যন্ত সেই কারণ যখন বর্তমান আছে তখন ব্যক্তি বিশেষের ভাল লাগা আর না লাগায় কি আসে যায়, সীতা?

সীতা ধীর কণ্ঠে কহিল, "আজ যারা এই ঘৃণিত নিষ্ঠুর প্রথাকে উচ্ছেদ করবার জন্য লেগেছেন, আপনার মতে তারা ভুল পথে চলেছেন, শ্রীকান্ত বাবু?"

আমি কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "তুমি দেখছি আমাকে বিপদে ফেললে। নেই বা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম সীতা?"

সীতা কহিল, "না, বলুন?"

আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই; আমরা অর্থাৎ পুরুষেরা পর্যন্ত যখন আপন মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলতে সক্ষম হচ্ছি না, তখন শতাব্দীর পর

শতাব্দী ব্যাপী প্রচলিত প্রথারভারে সঙ্কুচিত দারী সম্প্রদায়ের এই নিরাপদ আশ্রয় নাই বা ভেঙ্গে দিলুম, আমরা যখন নিজেরা তেমন শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হব, তখন আর প্রাণহীন, পবিত্র প্রেরণাহীন আন্দোলন চালাবার জন্য কোন সঙ্ঘ বা সমিতি গড়বার প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজনের আপন খাতিরেই এই ঘৃণিত প্রথা উঠে যাবে। কে আর চায় সীতা তা'দের বক্ষরক্ত চেয়ে প্রিয়তমা নারীদের, এই ধরণীর মুক্ত আলো, বাতাস থেকে বঞ্চিত রাখতে? একান্ত প্রয়োজনের দাবীতে যে-প্রথা সৃষ্টি হ'য়েছে প্রয়োজন ফুরালে, তা' আপনা হ'তেই লয় পেয়ে যা'বে—এউ আমার আন্তরিক বিশ্বাস।"

সীতা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, শুনি তো সনাতনীরা নারী প্রগতি শব্দ শুন্‌লেই মার মার শব্দে ছুটে আসেন। তাঁরা কি কোনদিন এমন কি স্বাধীনতা পেলেও নারীকে মুক্তি দেবে, বিশ্বাস করেন আপনি?

আমার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "আমি যদি বলি সীতা, যে এই সনাতনীরাই সবাকার চেয়ে নারী জাতির বড়ো কল্যাণকামী। তা' হলে তুমিই আমারদিকে মার মার শব্দে ছুটে আস্‌বে কিন্তু যদি ধীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখ, তা' হলেই বুঝতে পারবে, একমাত্র এই সনাতন পন্থীরাই নারীর পবিত্রতা, শুচিতা, নারীত্ব, সতীত্ব সব কিছুকেই জগতের সভার উচ্চাসন দিয়ে এসেছেন। শুধু এঁদের জন্যই আজ পর্যন্ত শুদ্ধান্তপুর শব্দটা বেঁচে রয়েছে। এই সনাতন পন্থীরাই বাড়ীর পবিত্র জীবন-দুর্গের ফটকে সশস্ত্র প্রহরী রূপে স্মরণাতীত কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। আজ যে সব অল্পবুদ্ধি, স্বার্থাসক্ত, কোন-

চরিত্রের-বালাইহীন ব্যক্তিরা নারীর অন্তঃপুর শুচিতাকে ব্যঙ্গ ক'রে ঘরের বাইরে টেনে এনে নিজেদের হীন স্বার্থ পরিপূরণের জন্য গালভরা বড় বড় বুলির অন্তরালে নিজেদের আবরতি রাখবার প্রয়াস পাচ্ছে, তা'দের মত বড় শত্রু নারীর আর কেউ নেই, সীতা। যে নারী শুচিতা হারাল, যে নারী নারীত্বে জলাঞ্জলি দিল, সতীত্ব কুসংস্কার ব'লে যে নারীর মনে ধারণা বদ্ধমূল হ'ল, সেই নারী-জীবনের আর রইল কী,'সীতা? আমার মনে হয় ভুল ক'রে যে- সব নারী এই পথে বেরিয়ে এসেছে, তাদের জীবনের মত দুঃখের জীবন আর কিছু নেই।"

সীতা নীরবে শুনিতেছিল। কহিল, "নারী শুধু অন্তঃপুর আলো করুক তা'র আর কোন করণীয় নেই, এই কথাই আপনি বলছেন, শ্রীকান্ত বাবু?

আমি ক্লান্তস্বরে কহিলাম, "আমি যে তা' বল্‌ছি না, তা' তুমি জান, সীতা। আমি শুধু এই কথাই বল্‌তে চাই, যে-প্রয়োজনে পর্দা-প্রথা রচিত হয়েছিল, সেই প্রয়োজন যখন আজও বর্তমান আছে, তখন তা' দূর করবার প্রচেষ্টা আর যাই কিছুই হোক শুভেচ্ছা প্রণোদিত নহে।"

সীতা কহিল, "যদি আরও হাজার বছর একই প্রয়োজন বর্তমান থাকে, তবে শুধু নারীই সেজন্য শাস্তি ভোগ কর্‌বে?"

"শাস্তি" আমার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "শাস্তি না শান্তি, কে তা'র বিচার কর্‌বে, সীতা? পরাধীন, অকর্মণ্য, ঘৃণ্যজীবন দাসেদের অক্ষমতার সুযোগে, যদি তা'দের নারীদের পবিত্রতা শুচিতা ধ্বংস হ'তে থাকে, তবে পুরুষদের কথা ছেড়ে দাও, সেই সব অশুচি, অপবিত্র নারীই কি নিজেরা সুখী হ'তে পারবে, সীতা?"

দেখিলাম সীতা প্রবলভাবে শিহরিয়া উঠিল। সে কয়েক মুহূর্ত পরে

কহিল, "এ আলোচনা বন্ধ করুন আপনি। আমি সহ্য করতে পারছি না। শ্রীকান্ত বাবু। আমি ভাবতেই পারি না যে নারীর শুচিতা নষ্ট হ'ল, তা'র জীবনে আর কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে।"

বুকু ম্লানমুখে প্রবেশ করিল। সীতা দ্বারের দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছিল, দেখিতে পাইল না। আমি কহিলাম, "খিধে পেয়েছে, বুকু?"

বুকু নতদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "হাঁ, দাদাবাবু। বাবাঠাকুরও চোখে অন্ধকার দেখছেন।"

সীতা ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, "ওমা, এত বেলা হয়েছে! আসুন, আপনাদের খেতে দিই।"

ভাবিলাম, নারী যতই না কেন শোকাকুল হউক, আপন কর্তব্য কখনও ভুলিতে পারে না। আমি বুকুর দিকে চাহিয়া কহিলাম, "আর ভয় নেই, বাবা, এস।"

বুকুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীমৎ জটাধারীর কক্ষে বন্ধু নিজামের সহিত নানা অনির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল। মা টুন ও সীতা একখানি বেতের সোফার উপর নীরবে বসিয়া শুনিতেছিল। নিজাম বলিতেছিল, আমি ভিন্ন ধর্মী হ'লেও কোনদিন অপরের ধর্মে, হস্তারক হ'বার কল্পনাও করতে পারি না। তাতে যদি আমার প্রবৃত্তি হ'ত, তা' হ'লে বর্তমান জীবন আমার সুখের হ'তনা।" এই বলিয়া জটাধারীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলাম, "আপনি বোধ হয়, জানেন না আমার স্ত্রী, বুদ্ধধর্মে আস্থা রাখেন?"

জটাধারী কহিলেন, "শুনে সুখী হ'লাম, বাবা। এই তো চাই! মন যত উদার করতে পারবে, ধরণীর সুখ তত বেশী পরিমাণেই আহরণ

করতে সক্ষম হবে। গৃহী যত সহজে কর্তব্য পালন করতে পারে, সন্ন্যাসীরা পারে না। তাই অনেকে বলেন, সন্ন্যাসধর্মের চেয়ে গৃহধর্ম শ্রেয়। আমি বলি, সব ধর্মই শ্রেয়, যদি ধর্মের সত্যকার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" এই বলিয়া তিনি আমার দিকে একবার চাহিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন "তোমার এই বন্ধুটি নিজাম, বিষম সমস্যায় পড়েছেন। উনি স্থির করতে পারছেন না, কোন্ পথে চলবেন। অথচ এমনি মজা যে, ঠিক পথটা দেখিয়ে দিলেও উনি দেখতে চাইবেন না, ভুল আঁকড়ে বসে থাকবেন। তা'তে এই ফল ফলচে যে, উনিও শান্তি পাচ্ছেন না, বা কারুকেও শান্তি দিচ্ছেন না।"

নিজাম মৃদু হাসিয়া কহিল, "চিরকালটা বন্ধু আমার একই ভাবে কাটিয়ে দিলে মাঝে কয়েকটা বছর ভগবান ওকে গৃহী করেছিলেন, আবার ওকে বাঁধন-হারা ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং শ্রীকান্ত সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা না করাই ভাল।"

জটাধারী হাসিয়া কহিলেন, "আমি কিন্তু তোমার বন্ধু সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে রেখেছি নিজাম। আমি বলেছি, ওঁকে আবার সংসারী হ'তে হ'বে।"

আমি ক্রুদ্ধ হইলেও হাসিয়া ফেলিলাম, কহিলাম, "আপনার নিশ্চিত ব্যর্থতার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, জটাধারীবাবু।"

জটাধারীঠাকুর বহুদিন পরে আবার সদাপ হাস্যে মুখর হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে সীতা, মা টুনের সহিত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। জটাধারীর হাস্যবেগ প্রশমিত হইলে তিনি কহিলেন, "আমি বুঝেছি, শ্রীকান্ত বাবু, আপনি কোন কেন্দ্র হ'তে আপনার যুক্তির শক্তি সংগ্রহ

করছেন। কিন্তু এইটুকু আমি জোর গলায় বলতে পারি, অজ্ঞাত ভবিষ্যতের ক্রোড়ে কি লুক্কায়িত আছে, তা' বলবার শক্তি আমার না থাকলেও কোনো মানুষকে দেখে তা'র ভবিষ্যৎ বলতে আমি ভুল করি না। দৃষ্টির বাইরে; সুদূর গ্রামে অবস্থিত নিবারণের মৃত্যু সংবাদ আমি জানতে না পেরে থাকি, আর সেজন্য বহু দুর্ভোগও ভোগ ক'রে থাকি, কিছুমাত্র আসে যায় না। কিন্তু আপনাকে যে আবার সংসারী হ'তে হবে, এই কথার মত সত্য ভাষণও আমার জীবনে আর কিছু নেই।"

আমি প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ প্রতিবাদ করিবার মত প্রবৃত্তি পাইলাম না। নিজাম বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে, অন্যবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া উৎফুল্লস্বরে কহিল, "আমি কায়মনোপ্রাণে প্রার্থনা করচি, যেন আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়।"

জটাধারী কহিলেন, "নিয়তির খেলা কারুর সাধ্য নেই—মুছে ফেলে।"

নিজাম কহিল, "আগামীকালই কি আপনাদের ফিরে যাওয়া—স্থির রইল? আমার এবং আমার স্ত্রীর ইচ্ছা যে, আরও এক সপ্তাহ আপনারা আমাদের মধ্যে বাস ক'রে, ভাগ্যবান্ ক'রে যান্।"

জটাধারী কহিলেন, "না, আর তা' সম্ভব হবে না, বাবা। আমার শিষ্যের শেষকৃত্যের আয়োজন করতে অতি অল্প সময়ই হাতে আছে। আমরা কালই যাত্রা করব।"

নিজাম আমার দিকে চাহিয়া কহিল, আর তুমি?"

আমি ক্ষুব্ধস্বরে কহিলাম আমার জন্য তোমাকে উদ্বিগ্ন হ'তে হবে না নিজাম।"

নিজাম হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এও আবার একটা উত্তর হ'ল নাকি ?"

জটাধারী গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "শ্রীকান্ত বাবু, আমাদের সঙ্গেই যাবেন।"

আমি মৃদুস্বরে কহিলাম, "অসম্ভব! আমার গন্তব্য স্থান অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে আছে।"

জটাধারীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি সহসা দুই চক্ষু মুদিত করিয়া বসিলেন। আমি উঠিয়া যাইব কিনা ইতঃস্তত করিতেছি, এমন সময়ে নিতাইচন্দ্র একটি ট্রেতে করিয়া তিনকাপ চা লইয়া উপস্থিত হইল, এবং জটাধারীর সম্মুখে দু'টি কাপ রাখিয়া অন্যটি, বন্ধু নিজামের হাতে দিয়া কহিল, "বাবা ঠাকুর, চা এনেছি।"

জটাধারী চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, এবং আমার দিকে মৃদু হাস্য করিলেন। পরে একটি কাপ হাতে তুলিয়া লইলেন।

আমাকে চা না দেওয়ায় ঈষৎ বিস্মিত হইলাম। নিতাই আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনাকে দিদিমণি ডাকছেন, দাদাবাবু।"

জটাধারী কহিলেন, "আপনি চা-পর্ব শেষ ক'রে আসুন, শ্রীকান্ত বাবু। আমি ইতোমধ্যে নিজামের সঙ্গে একটু আলাপ করি।"

আমি সীতার ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমার জন্য চা ও একরাশ খাবার সজ্জিত করিয়া' সীতা অপেক্ষা করিতেছে। আমি কহিলাম "তুমি খাবেনা সীতা ?"

সীতা ম্লানস্বরে কহিল, "খাব বই কি! কিন্তু আগে আপনাদের শেষ হো'ক—তারপরে।"

সীতার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কারণ গত কয়েকদিন আমরা একত্রে বসিয়া চা পান করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমি আহারে রত হইলে, সীতা পুনশ্চ কহিল, "আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না কেন?"

আমি সবিস্ময়ে সীতার দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম, সীতা কিরূপে জানিতে পারিল যে, আমি তাহাদের সহিত ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছি? বোধ হয়, সীতা আমার মনোভাব বুঝিতে পারিল। কারণ সে পুনশ্চ কহিল, "আমি আপনাকে ডাকবার জন্য আপনাদের ফ্ল্যাটে একটুকু আগে গিয়েছিলাম। আমি জটাধারী কাকার মত অন্তর্যামী নই। কিন্তু কৈ, আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না যে?"

আমি ম্লানস্বরে কহিলাম, "উত্তর দেবার মত আমার তো কিছু নেই, সীতা।

সীতা ক্ষণকাল নত মুখে বসিয়া থাকিয়া ধীর স্বরে কহিল, "আমি একা যাব কি ক'রে?

সীতার প্রশ্ন শুনিয়া আমার অতি দুঃখেও হাসি পাইল। কিন্তু অতি কষ্টে হাস্য রোধ করিয়া কহিলাম, "আমার সঙ্গে তো আস নাই সীতা?

শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখিলাম, সীতার প্রায় শ্বেতবর্ণ মুখ অকস্মাৎ নীলমূর্তি ধারণ করিল। আমার আহার করিবার প্রবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে লয় পাইয়া গেল। আমি অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

কিছুসময় পরে সীতার মুখ পুনশ্চ স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিল। সে নতমুখে বসিয়া থাকিয়াই কহিল, "সঙ্গে আসি নাই বলে, সঙ্গে যেতে কি দোষ আছে? আপনি তো সবই জানেন!"

আমি বুঝিতে পারিলাম না, যে আপনি তো সবই জানেন! এই উক্তিতে সীতা কি বুঝাইতে চাহিল। আমি ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া কহিলাম, "এঁদের সঙ্গে যেতে একান্ত যদি তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে তোমাকে না হয় কলকাতা অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে পারি।

সীতার মুখভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। সে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "না প্রয়োজন নেই।"

আমার মনে হইল, আমি মুক্তি পাইয়া বাঁচিলাম। কিন্তু কৈ মন, তেমন ভাবে প্রফুল্ল হইয়া উঠিলো না তো? সীতা পুনশ্চ কহিল, "এ-কী হাত গুটিয়ে বসে আছেন যে? আমাকে সর্বরকমে শাস্তি না দিয়ে, আপনি বুঝি সুখী হন না?"

আমি অবসাদগ্রস্ত স্বরে কহিলাম, "আমার আদৌ ক্ষুধা নেই সীতা।"

সীতা কহিল, "একটু আগে তো ছিল? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেউ কি কারুকে বেঁধে নিয়ে যেতে পারে? না ইচ্ছা না থাকলে কেউ জোর ক'রে কারুকে বেঁধে রাখতে পারে? তবে, মিছামিছি এত দুর্ভাবনা কেন আপনার? ভয় নেই, আপনার অনিচ্ছা যেখানে, সেখানে জোর করে আপনাকে বাধ্য করব না। নিন্ খেয়ে নিন্ দয়া ক'রে।"

কিন্তু আহারের ইচ্ছা আমার সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল। আমি জোর করিয়া মুখে খাবার তুলিলাম, কিন্তু গিলিবার শক্তি পাইলাম না। সীতা পুনশ্চ কহিল, "কি হ'ল আপনার, বলুন তো? বলছি আপনাকে যেতে হবে না, আমার মত হতভাগিনীর ভার নিতে হবে না, তবুও আপনি……বলিতে বলিতে সীতা অকস্মাৎ উচ্ছসিত ক্রন্দনের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং দ্রুতপদে পার্শ্বকক্ষে চলিয়া গেল।

আমি অভিভূতের মত ক্ষণকাল বসিয়া রহিলাম। সীতা আর বাহির হইল না দেখিয়া, ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ভোর বেলা জাহাজ ছাড়িবে রাত্রি একটা হইতে তিনটার মধ্যে যাত্রীদিগকে জাহাজে চড়িতে হইবে। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই, নিতাই, বুকু এবং নিজামের ভৃত্য মিলিয়া মোট-ঘাট বাঁধা ছাঁদার কার্যে নিযুক্ত হইল। আমি সঙ্গে যাইব কি যাইব না কোন প্রশ্ন কোন দিক হইতেই উঠিত না। যথা নিয়মে নূতন পাচক রন্ধনের কাজ শেষ করিল। যথা নিয়মে সকলের আহার সমাপ্ত হইল। আমার শরীর অসুস্থ অজুহাতে, নিতাইয়ের, আহারের জন্য বার বার আহ্বানকে প্রত্যাখান করিয়া, একটা ঈজি চেয়ারে শয়ন করিয়া রহিলাম।

মা টুনু স্বামীর সহিত আমাকে দেখিতে আসিয়া, আমি ঘুমাইতেছি মনে করিয়া ফিরিয়া গেল। রাত্রি তখন দশটা। সন্ধ্যা হইতে চিন্তা করিতেছি, চিন্তার শেষ আর হইল না। আমাকে লইয়া আমি কি করিব! সেই একই জিজ্ঞাসা বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার মনে উদয় হইতে লাগিল। সীতা চলার পথে উদয় হইয়া ইহা কি এক বিষম সমস্যায় ফেলিল আমাকে! জীবনের শেষপর্ব অভিনয় হইতে পথে বাহির হইয়াছিলাম, কখনও আর গৃহহীন গৃহের মায়ায় আবদ্ধ হইব না, ইহাই ছিল আমার শেষপর্বের পাথেয়। কিন্তু ইহারই ভিতর কি আমার পাথেয় নিঃশেষ হইয়া গেল? কে বলিবে আমাকে, আমি কি করিব? কোথা হইতে এই নিবিড় অন্ধকার আমার আলোময় চলাপথে নামিয়া আসিল, ভগবান! আমাকে এই চঞ্চল আবর্ত থেকে রক্ষা কর ঠাকুর! আমার মত সর্বরকমে নিঃস্বকে লইয়া, ইহা আবার কোন নির্দয় কৌতুক প্রভু? ভাবিতে ভাবিতে আমার

দুইচক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি যে এরূপ দুর্বল, আমার মন যে এইটুকু আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিবে, এবং আমাকে সর্বরকমে অসহায় করিয়া ফেলিবে, তাহা কি কল্পনাতেও ভাবিতে পারিতাম?

সীতা! কল্যাণময়ী রূপে আমার সম্মুখে উদয় হইয়াছে। সীতা! আমার সর্বহারা-দুঃখ শীতল প্রলেপের মত শান্তি দিয়াছে সীতা! আমার ন্যায় ভবঘুরে বাঁধনহারা মনকে পুনশ্চ নূতন করিয়া ভাবিতে শিখাইয়াছে কি চাহে, সীতা আমার কাছে? কি আছে আমার, তাহাকে দান করিবার যে নিঃস্ব, যে কাঙাল, যা'র জীবন উদ্দেশ্যশূন্য, যা'র মন অনুভূতিহারা যে ঝড়ে ওড়া তুলার মত দিগ্বিদিকে ভেসে চলেছে, তার ওপর দাবী বসাবার কোন্ প্রলোভনে তাকে প্রলোভিত করেছ, ভগবান! আমাকে মুক্তি দাও, শান্তি দাও, আমার মন আকর্ষণ হারা কর, ঠাকুর!

আমি আদি হীন অন্তহীন চিন্তা প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। আমার শুষ্ক চক্ষু দু'টিতে যে এরূপ নির্ঝর লুক্কায়িত ছিল, তাহা আমি স্বপ্নে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। সময় কখন এবং কোথায় দিয়া যে বহিয়া যাইতেছিল—জানি না, সহসা শুনিলাম সীতা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিতেছে, "আপনি কি ঘুমুচ্ছেন? আমরা যে যাচ্চি!"

আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অন্য কোন কক্ষে ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিবার শব্দ হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, একটা চেয়ারের পশ্চাদ্ভাগ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, সীতা নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের যে অংশে ইলেক্ট্রিক আলো পড়িয়াছিল, সেই অংশে অশ্রুর দাগ জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতেছে। বাতায়নের ভিতর

দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, নিতাই মোট-ঘাটগুলিকে হৈ চৈ করিতে করিতে কুলির দ্বারা নীচে পাঠাইতেছে। একস্থানে গৈরিক আল্‌খাল্লায় ভূষিত হইয়া কমণ্ডলু হস্তে বিরাটবপু জটাধারী ঠাকুর স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। বুকু অধৈর্য আনন্দে চঞ্চল হইয়া চারি দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে বঙ্কু, নিজাম ও মাটুনু আমার ফ্ল্যাটের দিকে মুখ করিয়া জটাধারীর অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া আমার শয়ন কক্ষের ভিতর চাহিলাম। দেখিলাম আমার বিছানা পত্র ব্যাগ প্রভৃতি ইতিমধ্যে কোন্ সময়ে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমি পুনশ্চ সীতার নিঃশব্দ মুখ ও শিল্পীর হাতে খোদা পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল দেহের দিকে চাহিলাম। আমার মন অকস্মাৎ স্থির হইয়া গেল। আমি কম্পিতস্বরে কহিলাম, "আমার দুর্বহ ভার তুমি তো নিতে পারবে, সীতা? তুমি কি সত্যই সব বোঝাপড়া শেষ করেছ?

সীতা অকস্মাৎ প্রবল ভাবে কাঁপিয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে গেল—পারিল না। এমন সময় দ্বারদেশ হইতে জটাধারী-ঠাকুর কহিলেন, "আর মিথ্যে দেরী করবেন না, শ্রীকান্ত বাবু! যাত্রার শুভ-লগ্ন এদিকে বয়ে যায় যে!"

আমি সীতার দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলাম, "উত্তরের জন্য আমার তাড়া নেই, সীতা। তা' হলেও চল, তোমার সঙ্গেই ফিরে যাই। যে-পথে চল্‌ব ভেবে এতদূর এসেছিলাম, সে-পথ আর দেখতে পাচ্ছি না, সীতা। তুমি আমার সব দৃষ্টিকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছ।"

সীতা কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল, এবং ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া জড়িতস্বরে কহিল, "ভুল যদি কোন পক্ষেই হ'য়েই

থাকে, তবে সময়ের নিকষ পাথরে তোধরা পড়তেও বিলম্ব হবে না। এই ভেবেই কি আপনি আমাকে মার্জনা করতে পারেন না?"

আমার মুখে বোধহয় ম্লান হাসির রেখাই ফুটিয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "সেই ভাল, চল।"

কক্ষের বাহিরে আসিতেই, জটাধারী আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। কহিলেন, "ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!"

আমার দুই চক্ষু অকস্মাৎ অশ্রুজলে দৃষ্টি হারাইল। আমি সন্ন্যাসীর আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিলাম, দেখিলাম, তখন সীতাও প্রণাম সারিয়া দাঁড়াইতেছে।

বিদায় অভিবাদনের পালা শেষ হইলে, পুনশ্চ যখন তিনখানি মোটর চলিতে আরম্ভ করিল, আমি, নিতাইয়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট বুকুর আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে একবার চাহিয়া, যখন সীতার মুখের দিকে চাহিলাম, সীতা চকিতের জন্য আমার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া, নতমুখে বসিয়া রহিল। সহসা আমার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, "ভগবান! আমার শেষ-পর্বের যাত্রা সুরু হইবার পূর্বেই এই যে যবনিকাপাত হইলে, ইহা তো আর কখনও উঠিবে না, প্রভু?

এক সময়ে সীতা ধীরস্বরে কহিল, "ভয় নেই, আমি জোর ক'রে বেঁধে রাখব না।"

অকস্মাৎ সম্মুখের মোটর হইতে, জটাধারীর অট্টহাস্য নিশীথ রাত্রে পথের পুলিস প্রহরীকেও চমকিত করিয়া তুলিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, সীতা-মা'কে জিজ্ঞাসা করুন, যে সেচ্ছায় ধরা দিলে, তা'র বাঁধনের প্রয়োজন আর রইল কোথায়?"

আমি লজ্জিত হইয়া মুখ অবনত করিলাম। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মোটর তিনখানি জাহাজ-ঘাটের উদ্দেশে দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল।

সমাপ্ত